নীলগিরি
রওশন জামিল
সেবা

ওয়েস্টার্ন-২২

একখণ্ডে সমাপ্ত ওয়েস্টার্ন রহস্যোপন্যাস

নীলগিরি

রওশন জামিল

কোনো কোনো লোকের জন্যে এক একর জমি
আর একটি কুটিরই যথেষ্ট : অ্যালান ওসমান
তাদের দলে নয়—সুদূরের তৃষ্ণা ওকে
ইংল্যাণ্ডের শান্তনিথর হাওড় এলাকা থেকে
সাগরপারের আমেরিকায় নিয়ে গেল।
এ-বার সঙ্গে আছে রেবেকা, ওর মানসী।
পশ্চিমের দুর্মর হাতছানিতে সঙ্গীসাথী নিয়ে
অ্যালান মুখ ফেরালো ভার্জিনিয়ার
নীল শৈলমালার পানে...জেমস নদীর
তীরে বানালো নিজেদের কেল্লা।
বেশ শান্তিতেই কাটছিল
কিন্তু একদিন...
পশ্চিমে কীভাবে বসতি শুরু হয়েছিল
তার দ্বিতীয় কাহিনী

তিরিশ টাকা

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১

এই পিডিএফটি তৈরি করা হয়েছে -

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan ও Banglapdf.net এর সৌজন্যে ।

এটি তৈরি করেছেন - মাহমুদুল হাসান শামীম

Facebook :www.facebook.com/mahmudul.h.shamim

Group:www.facebook.com/groups/boiloverspolapan

Website : Banglapdf.net

জেডশীপ লাইব্রেরী
স্থাপিত-২০০৬
সংগ্রহ নং.........
তাং../..../....
আলোকিত হও, আলো ছড়াও
www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

সেবা প্রকাশনী

ওয়েস্টার্ন-২১

নীলগিরি

একখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

রওশন জামিল

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : আসাদুজ্জামান

মুদ্রণে :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা
ঢাকা-২
যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২
জি, পি, ও, বক্স নং-৮৫০
দূরালাপন : ৪০৫৩৩২

শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১

NEELGIRI
By Raoshan Jamil

ফ্রেন্ডশীপ লাইব্রেরী
স্থাপিত-২০০৬
সংগ্রহ নং........
তাং..../..../....
আলোকিত হও, আলো ছড়াও

নীলগিরি

রওশন জামিল

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

এক

আমার ঘোড়া আর আমি—ঠিক যেন মানিকজোড়। ছায়া আর কায়া। মনিবের কখন কী দরকার, সে-দিকে ওর সজাগ দৃষ্টি। যেমন এখন, সহসা থমকে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করেছে। আমিও উৎকর্ণ হয়ে উঠেছি।

কোনো লোকের যখন শত্রু থাকে, তার সতর্ক থাকা উচিত। আমার শত্রুসংখ্যা নেহাত কম নয়, যাদের অনেককেই চিনি না। আমার নাম অ্যালান ওসমান। হাওড় এলাকার বাসিন্দা। অতি-সম্প্রতি কালাপানি ঘুরে এসেছি।

বনভূমির অন্ধকারে আমার টুপি আর আলখাল্লার কালো রং একাকার হয়ে গিয়েছে। কেবল খোলা তলোয়ারটা ঝিকিয়ে উঠছে থেকে থেকে। কাছেপিঠে কেউ লুকিয়ে আছে, কে জানি না—তবে ভূতপ্রেতে আমার বিশ্বাস নেই।

আমি ডরাই না ওদের। আমার যত ভয় মানুষকে: যারা নিঃসঙ্গ পথচারীর সর্বস্ব অপহরণের জন্যে এমন ঘোর কালো রাতে নির্জন রাস্তার পাশে ঘাপটি মেরে থাকে। এরা এমনকি মানুষ খুন

করতেও দ্বিধা করে না।

কিন্তু হাওড়ের জীবনধারা এমন যে, এখানকার অধিবাসীরা সদা-সতর্ক থাকে। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। আমাদের সমাজে মূলত দুটি সম্প্রদায় আছে—ব্যাধ আর জেলে। কেউ কেউ অবশ্যি চোরা-চালানও করে। তবে আমি এ-সব না করলেও হাওড়ের সমস্ত অন্ধি-সন্ধি চিনি, জানি। আমেরিকায় আমার ভবঘুরে জীবনে একতিল মরচে পড়েনি তাতে।

ক্ষীণ নড়াচড়ার আভাস পেয়ে আরো সজাগ হয়ে উঠলাম। হাম্‌লার আশঙ্কায় বাগিয়ে ধরলাম তলোয়ারটা। তবে যেই ওত পেতে থাকুক, নিশ্চয় সে আমার মতো মানুষ—কেটে গেলে তারও রক্ত ঝরে।

কোনো আক্রমণ নয়, একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো অন্ধকার থেকে।

'তুমি খুব হুঁশিয়ার লোক, অ্যালান। এটা ভালো গুণ। আমি লাগতে আসিনি, কথা আছে তোমার সাথে।'

'কী বলবে ঝটপট বলে ফেলো। চালাকির চেষ্টা করো না, মারা পড়বে। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমাকে তুমি চেনো?'

'তা চিনি বৈকি, অ্যালান। তোমার বাসায় বারদুয়েক খেয়েওছি।'

'তোমার নাম কী?'

'আমি ভীষণ বিপদে পড়েছি, অ্যালান। ধরা পড়লে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে। তোমার কাছে এসেছি সাহায্যের আশায়, সম্ভব হলে তোমারও উপকার করবো।'

'আমার উপকার? কীভাবে?'

এখনো লুকিয়ে আছে ও, কিন্তু কথা বলার ঢংটা বেশ পরিচিত ঠেকছে, নাড়া দিচ্ছে স্মৃতিকোঠায়।

'ওহ্ হো !' হঠাৎ মনে পড়লো। 'কে, বিল হাডসন না ?'

'হ্যাঁ।' এইবার ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো সে। 'ঠিক ধরেছো, আমি বিল হাডসন।'

'আমার আসার খবর পেলে কেমন করে ? বহুদিন হলো আমি দেশে নেই।' আসলেও তাই। সেই যে জুংগেনকে নিয়ে গাঁ ছেড়েছিলাম তারপর একে একে ঘটে গিয়েছে অনেক ঘটনা, দেশে এবং বিদেশে, ফলে বাড়িফেরা আর হয়ে ওঠেনি। ফেরার প্রশ্নও ওঠে না, আমাকে ধরার জন্যে গেনেসটারের অনুচরেরা তখন হন্যে হ'য়ে উঠেছিল—আর আমারও ছিলো আমেরিকায় যাবার তাড়া।

'আমি কেন, আরো অনেকেই তোমার প্রতীক্ষায় বসে আছে, অ্যালান। এই খবরটা তোমাকে দেয়ার জন্যেই তো এখানে লুকিয়েছিলাম।'

'কারা ?'

'সামনে যে-সরাইখানাটা আছে, তার পাশ দিয়ে আসছি, হঠাৎ তোমার নামটা কানে যেতে দাঁড়িয়ে পড়লাম। নিচু স্বরে কয়েকজন লোক কথা বলছিল। তোমাকে নিউগেট প্রিজনে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে ওরা।'

এক পা এগিয়ে এলো সে। 'দোস্ত, তোমার শত্রু আছে। আমি চিনি না ওদের, শত্রুতার কারণও জানি না। তবে ওদের কাছে রানীর শমন আছে, এবং তোমাকে ধরতে পারলে ইনাম পাবে।'

রানীর শমন ? তা একটা ছিলো বটে, কিন্তু এই অজপাড়াগাঁয়ে সে-খোঁজ তো কারো পাবার কথা নয় ?

'ওরা কি আমার বাসায় গেছে ?' জিজ্ঞেস করলাম।

আমার শত্রু জলি জ্যাকের ক্যাপটেন গ্যারি লিনেকার হতে পারে,

ভাবলাম। কিন্তু তাই-বা কীভাবে সম্ভব, সে নিজেও ফেরারী আসামী।

'দেখলেই বোঝা যায় নীচপ্রকৃতির লোক সব। ওদের নেতা লোকটা বেশ লম্বা। শ্যামলা, কাঁধ অবধি ঝাঁকড়া চুল। চলাফেরার ধরন সৈনিকের মতো। ওকেই নেতা বলে মনে হয়েছে আমার ; তবে বেঁটে মোটামত আরেকজন আছে, সেও হতে পারে।'

ঘোড়াটা বোধ হয় তার মনিবের বিপদ আঁচ করতে পেরেছে—শান্ত অচঞ্চলভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আমার বাসা এখান থেকে মোটে আধঘণ্টার পথ। কিন্তু এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে কেউ ওত পেতে থাকলে বোঝা মুশকিল হবে।

আমার সুহৃদ এবং ব্যবসায়ের অংশীদার, ক্যাপটেন ব্রায়ান টমাস, আমাদের নতুন জাহাজে রয়েছেন। আমি ফিরে গেলেই রওনা দেবেন। সাগর পেরিয়ে নতুন দেশে যাচ্ছি আমরা, সুযোগসুবিধে-মত ব্যবসাও করবো যাত্রাপথে। এবং সম্ভব হলে, রেবেকা আর আমি নীড় বাঁধবো ওখানে।

রানীর শমন হেলাফেলার বিষয় নয় ; এর হোতা মারা গিয়েছে, কিন্তু একবার নিউগেটে ঢুকলে ওখান থেকে সহজে ছাড়া পাবো না।

লনডনে ফেরার পর ক্যাপটেন টমাস কিংবা আমার বন্ধু পিটার টালিস হয়তো শমনরদের ব্যবস্থা নিতে পারবে, কিন্তু সে-জন্যে আমাকে লনডনে ওদের কাছে পৌছুতে হবে আগে।

'বিল, তুমি আমার বাসায় গিয়ে দেখে এসো কেউ আছে কি না। আর অমনি একটা ডিঙি জোগাড় করো।'

'আচ্ছা।'

'দাঁড়াও, বিল। তুমি কী একটা সুযোগের কথা বলছিলে না?'

আমার লাগামটা হাতে নিলো সে। 'অ্যালান, ধরা পড়লে টাই বার্নে আমার জন্যে ফাঁসির দড়ি অপেক্ষা করছে। লোকমুখে শুনলাম তুমি শিগগিরই আবার আমেরিকায় যাচ্ছো। এখানে আমার আর কোনো আশা নেই, তাই তোমার সঙ্গে যেতে চাই।'

বিশ্বস্ত লোক, আমাদের পড়শি। সমুদ্রযাত্রার অভিজ্ঞতা আছে, সাহসী। বিলেতে স্মাগলার হতে গেলে প্রভাবশালী লোকদের সঙ্গে খাতির রাখতে হয় : বহু পাদ্রি এবং সরকারি আমলা এর সাথে জড়িত। তবে ধরা পড়লে কঠিন সাজা; তাই, কাজ ফুরোলে, ওরাও মুখ ফিরিয়ে নেয়।

কেমব্রিজ আর লিংকনশায়ারের হাওড় চোরাচালানীদের স্বর্গ। ডিঙি নিয়ে সমুদ্রে যাতায়াতের অসংখ্য চোরাপথ আছে, যার হদিস বাইরের লোকে জানে না।

'আরেকবার ভেবে দেখো, বিল। বহুদূর-দেশে যাচ্ছি আমি। বর্বরদের ভয় আছে পদে পদে। ভীষণ কষ্ট করতে হবে।'

'কবে, কোন জিনিসটা সহজে পেয়েছি আমি, বলো? আমার গালের এই কাটা দাগই তার সাক্ষ্য। যত খারাপই হোক ওখানে, ফাঁসির চেয়ে ভালো নিশ্চয়ই।'

ও চলে গেলে স্যাডলে অনড় বসে রইলাম, এই আঁধারকে বিশ্বাস নেই। গাছের পাতা থেকে টুপটাপ বৃষ্টির ফোঁটা ঝরে পড়ছে, এ ছাড়া কোনো শব্দ নেই। রেলিগের দেশে যাবার যোগ্যতা বিল হাডসনের আছে।

অধৈর্য হয়ে উঠেছে ঘোড়াটা, আর দাঁড়িয়ে থাকতে চাইছে না। তলোয়ার খাপে পুরে রওনা হলাম আমি। ডান পাশের স্যাডল

হোলসটারের ঢাকনাটা খুলে দিলাম। সরাইখানার কাছে পৌছে ঘাসে-ছাওয়া রাস্তার কিনারে সরে গেলাম।

দীর্ঘদেহী, সৈনিকের মতো চলাফেরা, কালো বাবরি চুল—কে হতে পারে? এমন কাউকে তো চিনি না আমি।

জানালা দিয়ে এক ঝলক ম্লান আলো এসে পড়েছে বাইরে। সরাইটা চিনতে পারলাম। পুরোনো জায়গা, পেছনে আস্তাবল আছে। দরজা খুলে একটা লোক বেরিয়ে এলো অন্ধকারে। টেনে বন্ধ করে দিলো কপাট, নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি।

এক মুহূর্ত দাঁড়ালো সে, তারপর ঘুরে বাড়ির পেছনে আস্তাবলের উদ্দেশে রওনা হলো। একটুবাদে ঘোড়ায় চেপে ট্র্যাকে উঠে এলো, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে আমি পিছু নিলাম।

নিশ্চয়ই আমি বাসায় ফিরেছি কি না দেখতে যাচ্ছে। বিল হাডসন আমার সঙ্গে ওকে গুলিয়ে ফেলবে না তো?

বাসায় আমার বেশিক্ষণ থাকার প্রয়োজন হবে না। পৈতৃক ভিটেতে আর বোধহয় কোনো দিন ফেরা হবে না, তাই শেষবারের মতো দেখতে এসেছি। আমার বাবা, আইভো ওসমান, ছিলেন সৈনিক···সৎ পরিশ্রমী। যুদ্ধে কৃতিত্বের পুরস্কার হিশেবে এই বাড়িটা তিনি পেয়েছিলেন। শিক্ষক হিশেবেও তাঁর যোগ্যতা, নিঃসন্দেহে, সমস্ত বিতর্কের ঊর্ধ্বে—আমি তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ।

এই ফাঁকে কয়েকটা দরকারি কাজও সেরে যাবো। উইলিয়মের সাথে দেখা করতে হবে। আমার অনুপস্থিতিতে ওই আমার জমি-জিরেত দেখাশোনা করবে, এ-বিষয়ে কিছু আলাপও আছে ওর সঙ্গে। উইলিয়ম বিশ্বস্ত লোক, কিন্তু ওর যদি কিছু হয়ে যায়···শত হলেও মানুষ মাত্রেই মরণশীল।

বাবা আমাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছেন। উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁর কাছ থেকে আমি একখণ্ড চমৎকার উর্বরা জমি পেয়েছি। কিন্তু ওখানে আবদ্ধ থাকার ইচ্ছে আমার নেই—এবং উনিও কখনো তা চাননি। আমাকে তিনি অস্ত্রচালনা শিখিয়েছেন, এ ব্যাপারে তাঁকে একজন বিশারদ বলা চলে। বাবার চেয়ে পড়াশুনোও আমার বেশি।

'বেটা,' আমাকে বলতেন তিনি, 'আমি এক তাঁতীর কথা জানি, যে কালে একজন বড় ব্যবসায়ী হয়েছিল। জানিস, উইলিয়ম দ্য নরম্যানের সাথে যারা এসেছিল তাদের ঝুলিতে যুদ্ধবিদ্যা ছাড়া কিছু ছিলো না। অথচ ওই দিয়ে তারা রাজ্যের কেউকেটা হয়ে বসেছিল। কারো কারো জন্যে হয়তো এক একর জমি আর একটা কুটিরই যথেষ্ট, কিন্তু তোর জন্যে নয়, অ্যালান। আগামীতে নতুন যে-যুগ আসছে তার উপযোগী করে তোকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছি আমি। আগামী দিনে মানুষ যা চাইবে তাই হতে পারবে।'

এই কুটির আর হাওড়ের জমিটুকু বাবার শ্রমের ফসল। এখন আমার পালা। এই বাড়ি হাওড়, এ-সবের প্রতি আমার টান নাড়ির—কিন্তু আমি জানি এর বাইরেও এক বিশাল সম্ভাবনাময় জগৎ রয়েছে। রাজঅমাত্যেরা নিজেরাই সব কিছু চেটেপুটে খাওয়ার লোভে বাবাকে সেনাবাহিনীতে বেশি দূর উঠতে দেয়নি। তাই, ঠিক করেছি আমি কোনো মানুষের বশ্যতা স্বীকার করবো না, গোলামি করবো না কারো।

বাদা প্রায় এসে পড়ায় সামনের অশ্বারোহী গতি কমাতে শুরু করেছে। সহসা থেমে গেল, উৎকর্ণ হয়ে উঠলো, আচমকা তাকালো পেছন ফিরে—কিন্তু এমনটা ঘটতে পারে আঁচ করে আগেভাগে একটা ঝোপের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছিলাম বলে আমাকে দেখতে

পেলো না।

অনেকক্ষণ রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলো সে, তারপর চলতে শুরু করলো। কিন্তু ও আবার থামবে অনুমান করে আমি আগের জায়গাতেই রইলাম। ঠিক তাই ঘটলো, পেছন ফিরে তাকালো সে। খানিকবাদে নিশ্চিন্ত মনে ফের রওনা দিলো।

রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়ে আমার বাসার দিকে চলে গিয়েছে, সেখানে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামলো ও। এ-বার আমি ইচ্ছে করে দুকদম এগিয়ে গেলাম।

খুরের শব্দ কানে যেতে জমে গেল সে, আমার পানে তাকালো। কিন্তু আমি নিশ্চুপ বসে রইলাম। লোকটা ভয় পেয়েছে নিঃসন্দেহে—এবং আমিও সেটাই চাইছি।

আমার বাসার দিকে খানিকটা এগিয়ে গেল সে, যা দেখবে বলে আশা করেছিল দেখে—বা দেখতে না পেয়ে—সন্তুষ্ট হলো, তারপর আবার জিনে চেপে পেছনটা দেখার জন্যে খাল পাড়ে গেল। আমি এ-বার একটা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে এগিয়ে গেলাম। থমকে দাঁড়ালো অশ্বারোহী, মোড় ঘুরতেই দেখলাম ও তলোয়ার বের করেছে।

'এই যে, ভাই,' বললাম আমি, 'বসটনে যাওয়া যাবে এখান দিয়ে?'

'সামনে, গেলেই দিকচিহ্ন দেখতে পাবে।' ঈষৎ ঝুঁকে আমার পানে তাকালো লোকটা। 'তুমি কি সোজা রাস্তায় আসছো?'

'হ্যাঁ, আরেকটু হলেই গিয়েছিলাম আরকি। একটা কিছু পড়ে আছে ওখানে···কী জানি না। ডেকে সারা পাইনি, পালিয়ে এসেছি। তুমি যদি ওই রাস্তাতেই যাও, সাবধানে থেকো, গন্ধটা ভালো

ঠেকেনি আমার নাকে।'

'গন্ধ?'

'হ্যাঁ, পচা ··শবের মতো। কিছু অবশ্যি দেখতে পাইনি, কিন্তু ···আচ্ছা, তুমি নেকড়ের গন্ধ চেনো?'

'নেকড়ে?' ওর স্বর ঈষৎ চড়লো। 'ইংল্যানডে তো কোনো নেকড়ে নেই।'

'জানি···অন্তত সবাই তাই বলে। কিন্তু আমি পেয়েছি···সাধারণ কোনো নেকড়ে নয়, বুঝলে, বড় বড় হিংস্র দাঁত আছে, রক্তাক্ত দাঁত! আচ্ছা, তুমি ওয়্যারউলফের কথা শুনেছো কখনো? আমি মাঝে মাঝে ভাবি··'

'ওয়্যারউলফ? ওটা মানুষের কল্পনা। ইংল্যানডে কোনো নেকড়ে নেই। আমার ধারণা···'

'আমি কিন্তু, ভাই, ওদের গন্ধ পেয়েছি। টারটারিতে, সপ্তম হেনরির সাথে যখন গিয়েছিলাম···'

'সপ্তম হেনরি!' কেঁপে উঠলো ওর গলা। 'অসম্ভব, সে তো প্রায় একশো বছর আগের···'

'অনেক দীর্ঘ সময়, না?' বললাম। 'আমার কাছে এই সে-দিনের কথা।' ওর দিকে ঝুঁকে বসলাম। 'ওয়্যারউলফ। গন্ধ পেলেই বুঝতে পারি। কবরের গন্ধ। পুরোনো কবর। গলিত শবের গন্ধ।' একটু থেমে বিস্ময়ের ভান করে বললাম, 'অথচ তুমি বলছো সপ্তম হেনরি প্রায় একশো বছর আগে রাজা ছিলেন?'

'প্রায়।' লোকটা পেছুতে শুরু করলো।

'বেশ, বেশ। কীভাবে সময় বয়ে যায়। তবে কি জানো, মরার পর তো আর সময়জ্ঞান থাকে না···'

'আমি যাই। ওরা সরাইতে অপেক্ষা করছে।'

'ম্, সরাই? একবার ইচ্ছে হয়েছিল ঢুকি, কিন্তু কী করি বলো, আমি ঢুকলেই সবাই পালিয়ে যায়। তাই...'

'তুমি একটা পাগল।' আচমকা চেঁচিয়ে উঠলো লোকটা। 'বদ্ধ পাগল।' পরমুহূর্তে উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে পালালো।

ঝোপের ভেতর থেকে হাসির শব্দ ভেসে এলো। 'ব্যাটা নিজেও বুঝতে পারেনি, অ্যালান, আসলে তুমি পাগল না ভূত।' হেসে গড়িয়ে পড়লো বিল হাডসন। 'এ-রকম দুর্যোগের রাতে এই অন্ধকারে লোকে যা দেখবে তাই বিশ্বাস করবে।' বাতাসে হাত খেলিয়ে নিলো সে। 'নাও, তাড়াতাড়ি চলো। ডিঙি তৈরি।'

খালের দিকে এগিয়ে চললাম আমি, লাগাম ধরে পাশাপাশি হাঁটছে বিল হাডসন। বাড়িটার দিকে এক ঝলক তাকাবার ফুরসত পেলাম—অন্ধকার নীরব, ছোট্ট জানালাগুলোকে মনে হলো নিঃসঙ্গ বিরহকাতর চোখের মতো। বুকের ভেতর চিনচিনে ব্যথা অনুভব করলাম, এই বাসা হাওড়—এখানে আমার শৈশব কেটেছে। ভেতরে ফায়ারপ্লেসের পাশে বসে বাবা আমাকে তালিম দিতেন। সন্তানের ভবিষ্যতের জন্যে কোনো মানুষ বোধ হয় এত খাটে না, জীবনে যা কিছু দেখেছেন জেনেছেন—আমায় শিখিয়েছেন তিনি।

আর নয়, বিদায়...বাবা বহুকাল গত হয়েছেন। বেদনায় হু-হু করে উঠলো আমার বুক। আর একনজর তাকাবার ইচ্ছে হলো...

'জলদি। অ্যালান। ওরা আসছে!'

সাধারণ কোনো ডিঙি নয়, ভেলা। ঘোড়া নিয়ে উঠে পড়লাম আমি। বিল বাঁধন কেটে দিলো। অনেকগুলো ধাবমান খুরের শব্দ ভেসে আসছে দূর থেকে।

অনুভব করলাম দুচোখ জলে ভরে উঠেছে। হাওড়ের প্রান্তে এই কুটির ছিলো আমার ঘর। এখানেই যৌবনে পা দিয়েছি আমি, এবং আমার বাবা মারা গিয়েছেন।

আমার কবর কোথায় হবে ?

মানুষের ভাগ্য কত সহজে নির্ধারিত হয়ে যায়। নীরবে দাঁড় বেয়ে চলেছি আমরা। চারপাশে মাথা উঁচিয়ে আছে উইলো আর রীডের ঝাড়। ভোরের ফিকে সোনালি রোদ কুয়াশার সাথে জড়াজড়ি করে মাথা পেতে দিয়েছে জলের ওপর। ঘুম-ভাঙা পাখির কাকলি আর দাঁড়ের মৃদু ছলাৎ ছলাৎ শব্দ নিঝুম প্রকৃতিতে প্রাণের সঞ্চার করেছে। আমার ঘোড়াটা ভেলায় চড়তে পছন্দ করে না, অজানা শঙ্কায় জড়-সড় হয়ে আছে।

স্টার্নে বসে পেছনে, ফেলে-আসা পথের দিকে তাকালাম আমি, কোনো পিছুধাওয়ার চিহ্ন চোখে পড়লো না। শত্রুদের চিনি না বলে অস্বস্তিতে ভুগছি, এরা ছিনতাইবাজ নয়---এর পেছনে কোনো গূঢ় অভিসন্ধি রয়েছে।

তবে শিগগিরই জাহাজে চেপে সাগর পাড়ি দিতে যাচ্ছি। ওরা ইচ্ছে করলে পেছন পেছন ভার্জিনিয়াতে, নীলগিরি পর্যন্ত আসতে পারে—আমার তাতে আপত্তি নেই। ওই দেশ তার অতল অজানা রহস্য নিয়ে দিনরাত শয়নে জাগরণে হাতছানি দিচ্ছে আমাকে।

অতল ? না। ওখানকার অন্ধকার বনপথে হাঁটবো আমি, মোকা-বেলা করবো সব বিপদের—আর পিপাসায় পান করবো পাহাড়ী ঝরনার পানি।

শেষ ছায়াটুকু আবার রাত নামার অপেক্ষায় ঝোপঝাড়ের ভেতর

পাততাড়ি গুটিয়ে নিলো। সূর্য উঠে এলো আকাশের গা বেয়ে, কেটে গেল কুয়াশা, হাওড়ের পানিতে শান্তভাবে লুটিয়ে পড়লো মিঠে রোদ। দূরপ্রান্তরে ঘাস কাটছে লোকজন, পরমুহূর্তে দশ ফুট উঁচু শরবনের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল। শৈশবের সব স্মৃতি ভিড় করে এলো মনে, এই ঝোপঝাড়ে ছেলে বেলায় খেলতে গিয়ে কতবার যে ছড়ে গিয়েছে হাত-পা।

আমার সন্তানেরা কোন স্মৃতি নিয়ে বাঁচবে? তারা কি আদৌ কোনো দিন আসবে ইংল্যানডে? বহু, বহুদূরে অন্য এক দেশে বাস করবে ওরা। সেখানে না আছে কোনো স্কুল, না আছে বই পাবার উপায়। উহুঁ। বই থাকতে হবে।

বই নেবার পরিকল্পনাটা আজই প্রথম জাগলো আমার মাথায়। কেবল আমাদের ছেলেপুলের নয়, আমার এবং রেবেকার জন্যেও বই নিতে হবে। অতীতের সাথে, ঐতিহ্য-কৃষ্টির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা চলবে না। যে-শিশুর ঐতিহ্য নেই সে বিরূপ বিশ্বে নিয়ত একা— নিঃসহায়। ঐতিহ্যবোধ মানুষকে দায়িত্বহীনতা, ভুল সিদ্ধান্ত ইত্যাদির কবল থেকে বর্মের মতো রক্ষা করে।

কী বই নেবো? বোঝা বেশি ভারি করা চলবে না, অতএব সংখ্যায় কম অথচ বারংবার পড়েও যার আবেদন ফুরিয়ে যায় না এমন বই নিতে হবে। মানুষ কীভাবে দুঃখকষ্টের ভেতর দিয়ে বড় হয় সে-কাহিনী জানার প্রয়োজন আছে।

বাইবেল নিতে হবে। ধর্ম ছাড়াও মানুষের জীবন সম্পর্কে অনেক কিছু শেখার আছে বাইবেলে। নানা বিষয়ের উল্লেখ-উদাহরণ আছে এতে। অতিসামান্য হলেও, বাইবেল পড়া না থাকলে কোনো মানুষই নিজেকে জ্ঞানী বলে দাবি করতে পারে না।

প্লুতার্কও চাই। আমার বাবা ছিলেন স্বশিক্ষিত মানুষ। প্লুতার্কের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন তিনি। বাবার ভাষায় উনি ছিলেন মার্জিত কৃষ্টিবান তীক্ষ্ণধী। 'আমার বিশ্বাস,' বাবা বলতেন, 'জগতের সব মহৎ লোকই ওঁর বই সব চেয়ে বেশি পড়েছে।'

দুই

রাত নেমেছে লনডনে। বৃষ্টি-ভেজা পিচ্ছিল সরু গলি ধরে চলছি আমরা, বড় রাস্তায় গেলে ধরা পড়ার আশঙ্কা আছে।

'সরাইখানায় ওঠা চলবে না,' বললো বিল।

'না, বিল, আমরা একজনের বাসায় থাকবো। এক জাহাজির বউ।'

মোড় ঘুরতেই লম্বা বাড়িটা চোখে পড়লো। ঘোড়া থেকে নেমে জানালায় মৃদু টোকা দিলাম আমি।

'কে?' ম্যাগির গলা ভেসে এলো।

'জেরেমির বন্ধু। তোমার পরিচিত।'

'দাঁড়াও, ফটক খুলে দিচ্ছি।'

জানালার খড়খড়ি বন্ধ হয়ে গেল। ঘোড়া নিয়ে ফটকের সামনে গেলাম আমরা। ম্যাগ পাল্লা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। 'আস্তাবলে খড় পাবে,' ফিসফিস করে বললো ও। 'আমি তোমাদের খাওয়ার বন্দো-

ব্যস্ত করছি।'

ঘোড়া রেখে ঘরে ঢুকলাম আমরা। দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল ম্যাগ। 'টেবিলে খানিকটা চোলাই আর রুটি আছে।' আমার দিকে তাকালো সে। 'তোমার মুখ অমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন? কী হয়েছে?'

'রানীর শমন জারি হয়েছে আমার নামে, ম্যাগ। ওটা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা একটা করা যাবে হয়তো, তবে আপাতত আমার ঘুম দরকার। সকালে পিটার টালিসের কাছে খবর পাঠাতে হবে তোমাকে।'

'অসুবিধে হবে না, আমি চিনি ওকে। জেরেমির খবর কী?'

'ভালো। ও জাহাজে আছে। ভার্জিনিয়া যাচ্ছি আমরা।'

'জ্যাক, আমার স্বামী, প্রায়ই বলতো ওই দেশের কথা। ওখানে যাবার ইচ্ছে ছিলো ওর। ক্যাপটেন নিউপোর্টের সাথে ওর পরিচয় আছে। জ্যাক একজন দক্ষ গোলান্দাজ।'

খেয়েই শুয়ে পড়লাম আমরা। পাখি-ডাকা ভোরে আমাকে জাগিয়ে দিলো ম্যাগ। 'জলদি কাপড় পালটে নাও। পিটার এখুনি এসে পড়বে,' চাপা গলায় বললো ও। 'তোমার সাথে আমার জরুরি আলাপ আছে।'

বিল জেগে উঠে বসলো। 'সকাল হয়ে গেল?'

নিজের গ্লাসে চোলাই ঢেলে ম্যাগ বসলো আমাদের সঙ্গে। 'পিটারের কাছে একটা ছেলেকে পাঠিয়েছিলাম। ছোঁড়াটা কাজের, দুপেনির বিনিময়ে তোমার যে-কোনো খবর আদানপ্রদান করতে পারবে ওকে দিয়ে। চোখকান সর্বদা খোলা রাখে। দেশের কোথায় কী ঘটছে ওর মারফত জানতে পারি আমি। রানীর সাথে দেখা

করার জন্যে লর্ড এসেকস ইয়র্ক হাউসে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু শোনা যাচ্ছে রানী দেখা দেবেন না, ভীষণ চটে আছেন ওঁর ওপর। গ্রামাঞ্চলে কোথায় নাকি মারামারি হয়েছে, তার সংবাদও এনেছে ছেলেটা। গেনেসটার নামে এক লোক নিহত হয়েছে···গুজব, আসলে তাকে খুন করা হয়েছে।'

'মিথ্যে কথা,' জবাব দিলাম আমি।

বিল আর ও আড়চোখে তাকালো আমার দিকে।

'একজন অসুস্থ লোককে ও ধরে নিয়ে গিয়েছিল। আমরা তাঁকে উদ্ধার করে আনতে গিয়েছিলাম। গুণ্ডাপাণ্ডা নিয়ে আমাদের ওপর চড়াও হয়েছিল ওরা। জেরেমিও ছিলো আমার সঙ্গে, তবে গেনেস-টারকে মেরেছি আমি, সামনাসামনি লড়াই হয়েছে আমাদের।

'যে-বৃদ্ধকে ও মেরে ফেলার মতলব করেছিল, তিনি এক সময় আমার বাবার বন্ধু ছিলেন। বুড়ো মরলে গেনেসটার তাঁর সম্পত্তির মালিক হবে—ওই তালেই ছিলো সে। রাজদরবারে ওর বন্ধুবান্ধব আছে, আমার নেই।'

'তোমাকে নিউগেটে কয়েদ করে রাখবে ওরা,' সতর্কবাণী উচ্চারণ করলো বিল। 'ওটাকে নরক বললে বরং কমই বলা হয়। অনেক ভালো লোক ঋণের দায়ে পচছে ওখানে, তবে মানুষরূপী শয়তানের সংখ্যাই বেশি।'

'আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি মাত্র,' শান্ত সুরে বললাম। 'এখন আমাকে পিটারের সঙ্গে পরামর্শ করে জাহাজে উঠতে হবে।'

'ওখানে নজর রাখবে না ওরা?'

'রাখবে।' ম্যাগের দিকে তাকালাম।

টেবিলের ওপর কনুইতে ভর রাখলো সে। 'ভার্জিনিয়া,' বললো,

'রেন্সিগের দেশ। খুব সুন্দর জায়গা, না ?'

'চমৎকার, ম্যাগ। চারদিকে নিবিড় বন আর খরস্রোতা ঝরনা। সন্তান মানুষ করার জন্য আদর্শ জায়গা।'

'আমার তো ছেলেপুলে নেই,' বললো ও।

'সময় আসলেই হবে। তোমার জাহাজিকে নিয়ে চলে এসো আমেরিকায়। ঠিকমত চললে, আমার জাহাজ আবার ফিরেআসবে। এবং এলে পিটার খবর পাবে, এখানকার ব্যবসা ওই দেখাশোনা করবে কি না। তুমি চলে এসো, জায়গার বন্দোবস্ত আমি করে দেবো।'

'বাবা গিয়েছিলেন 'সাতষট্টি সালে, হকিনসদের জাহাজে,' বললো ও। 'তাঁর মুখে শুনেছি ওই দেশের কথা। দক্ষিণের স্প্যানিশদের গল্পও করতেন তিনি।'

সহসা একটা কথা মনে পড়লো আমার। 'ম্যাগ, তোমার এখানে আর কেউ আছে ?'

'একজন। প্রায় দিনপনেরো হলো রয়েছে। অগ্রিম মিটিয়ে দিয়েছে ভাড়া।'

'জাহাজি ?'

কাঁধ ঝাঁকালো ম্যাগ। 'কি জানি ? ওর নাম জেমস কনরাড। প্রথম দিনের পর আর আমাদের কথাবার্তা হয়নি।'

'কিছু জিজ্ঞেস করেছিল ?'

'বলছিল জ্যাককে নাকি ও চেনে, তবে আমার সন্দেহ আছে। কারা এখানে আসে জানতে চেয়েছিল। রোজ খুব ভোরে উঠে জাহাজঘাটায় যায়।'

জেমস কনরাড—এই নামে কাউকে চিনি না আমি।

কভেনি হ্যাসলিং হয়তো চিনতে পারেন ; কিন্তু উনি আমার বন্ধু হিশেবে পরিচিত, ফলে তাঁরও নজরবন্দী হবার আশঙ্কা রয়েছে। এক অর্থে হ্যাসলিংই আমার সামনে জীবনের নতুন দুয়ারটা মেলে দিয়েছেন। পুরাতাত্ত্বিক জিনিসের প্রতি এই সদাশয় বৃদ্ধের প্রচুর উৎসাহ। হদিস পেলে গ্রামেগঞ্জে গিয়েও কিনে আনেন। আমার মোহরগুলো বিক্রির ব্যবস্থা উনিই করে দিয়েছিলেন।

টালিসও হয়তো জেমস কনরাডকে চিনতে পারে।

পিটার টালিস গুণী লোক। নানা বিষয়ে পারদর্শী : দক্ষ জালিয়াত, দলিল জাল করার ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ বলা যায়। লিল্যানডের টীকাভাষ্যের কপি ওর মাধ্যমে জোগাড় করেছিলাম আমি।

ইংল্যানডে এমন ঘটনা বিরল যার খবর টালিস জানে না। ওর সেনট পলস ও মকের ডেরাটাকে অনায়াসে খবরের ডিপো বলা চলে।

এককালের ঢিমে তেতালা প্রাদেশিক রাজধানী, লনডন, এখন দ্রুত তার চরিত্র বদলে ফেলছে। রোজ বন্দরে জাহাজ ভিড়ছে, ছাড়ছে। রকমারি জিনিস আসছে বাজারে—সেই সঙ্গে নানান কাহিনী। আর পেছন থেকে সব কলকাঠি নাড়ছেন এলিজাবেথ।

স্পানিশ মেইনে যে সব জাহাজ গিয়েছে, শোনা যায় তার কয়েকটাকে এলিজাবেথ গোপনে আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন। রাজা অষ্টম হেনরি ছিলেন অপুত্রক, তাঁর অবর্তমানে বৃটিশ সাম্রাজ্যের হাল কে ধরবে তা নিয়ে দারুণ দুশ্চিন্তায় ছিলেন তিনি। পুত্রলাভের আশায় একের পর এক বিয়ে করেছেন। অথচ মৃত্যুকালে জেনে যেতে পারেননি, অ্যান বোলিন ওই কন্যার মাধ্যমে কী উপহার দিয়েছেন তাঁকে। লোহিতকেশী এলিজাবেথের ভাগ্যে তাঁর জন্মদাতার আদর-

সোহাগ তেমন একটা জোটেনি।

রাজকার্য নিয়ে বাবার সঙ্গে আমার প্রায়ই আলোচনা হতো। 'রাজাকে কেবল আজকের কথা ভাবলেই হয় না,' তিনি বলেছিলেন, 'ভবিষ্যতের চিন্তাও করতে হয়। কোনো আইন পাশ করার আগে এর ফলাফল বুঝতে হয়। উপরন্তু, সর্বদা উত্তরাধিকারের কথাও ভাবতে হয় তাঁকে।

'ইংল্যানডের শত্রুদের স্পষ্ট চিনতে পেরেছিলেন বলেই অষ্টম হেনরি একজন যোগ্য উত্তরসুরির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। আমাদের দেশটাকে ঘিরে আছে উত্তাল সমুদ্র, ফলে এর শত্রুও মেলা। হেনরি বুঝতে পেরেছিলেন আমাদেরকে একাকী চলার মতো শক্তি অর্জন করতে হবে। তাই দীর্ঘদিন যখন তাঁর কোনো ছেলে হলো না, তিনি অনুভব করলেন তাঁর এত যত্নের পরিশ্রম বুঝি পণ্ড হতে বসেছে।

'কয়েকটা বিয়ে করলেন, কিন্তু একটা ছেলেও বাঁচলো না। হ্যাঁ, এলিজাবেথ, অ্যানের গর্ভজাত একটি কন্যা তাঁর ছিলো—কিন্তু ঘরেবাইরে শত্রুপরিবেষ্টিত ইংল্যানডকে কোনো মেয়ে সামাল দিতে পারবে, এ-বিশ্বাস তাঁর ছিলো না।'

পিটার টালিসের অনেক কথাই বাবার বক্তব্যের সাথে হুবহু মিলে যায়। আমেরিকার উদ্দেশে আমার প্রথম যাত্রার আগে দীর্ঘ আলাপ হয়েছে আমাদের মধ্যে। এখন আবার দেখা হবে ওর সাথে।

পিটারের অপেক্ষায় নিজেদের ঘরে গিয়ে বসলাম। তন্দ্রা এসে গিয়েছিল আমার, হঠাৎ আমাদের ঠিক ওপরের কামরায় নড়াচড়ার আভাস পেয়ে ঘোর কেটে গেল। এখনো বেলা ওঠেনি পুরোপুরি, অন্যের ঘুম মাটি না করার জন্যে আলতো পায়ে হাঁটতেই

পারে কেউ। তবু উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম আমি।

দোতলার একটা দরজা আলগোছে বন্ধ হলো, সিঁড়িতে মৃদু পদ-শব্দ জানান দিলো কেউ নামছে।

নিজের ঘরে ফিরে গিয়েছে ম্যাগ। চুপিসারে সেই নেমে থাকুক, আমাদের দরজায় তার শ্বাসপ্রশ্বাসের আওয়াজ পাচ্ছি, আড়ি পেতেছে সে। আমি অতিকষ্টে দরজা খোলার লোভ সংবরণ করে নিশ্চুপ বসে রইলাম।

কিছুক্ষণ পর হলঘরের দিকে মিলিয়ে গেল পায়ের আওয়াজ, তারপর বাইরের দরজা খোলা এবং বন্ধ করার শব্দ পেলাম।

নিমেষে উঠে দাঁড়ালাম আমি। বিল চোখ মেলতে ব্যাপারটা জানালাম তাকে। 'লক্ষণ ভালো ঠেকছে না আমার, লোকটা গুপ্তচর হতে পারে।'

আমি তলোয়ার ঝুলিয়ে ম্যাগের ঘরে গেলাম। কড়া নাড়ার শব্দে কপাট ফাঁক করলো সে।

'ম্যাগ, পিটারকে বলো প্রসপেকট অব হুইটবিতে থাকবো আমরা। এই জেমস কনরাড লোকটাকে আমার সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না। এগারোটার মধ্যে পৌঁছে যাবো আমরা, এক ঘণ্টা অপেক্ষা করবো। দেরি হলে ওকে বলবে গ্র্যাপসে চলে যেতে। আমরা ওখানে থাকবো। এরপর জাহাজে ফিরে যেতে হবে।'

আস্তাবলে গিয়ে আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল, ঘোড়াটা উধাও হয়েছে।

আসল ঘটনা বোঝার জন্যে একনজরই যথেষ্ট। ঝটপট নদীর উদ্দেশে রওনা হলাম।

'নৌকো মিলবে, আশা করে থাকলে ঠকতে হবে। ও নিশ্চয়ই

এ-দিকটাও হিশেব করেছে,' বললো বিল।

'তাহলে উজানে, জলদি।'

নানান গলিঘুঁচি ঘুরে আচমকা একটা সরাইখানার সামনে এসে পড়লাম আমরা। এখানেই জেরেমি রিংয়ের সাথে প্রথম দেখা হয়েছিল আমার।

একটা লোক ঘোড়াকে পানি খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছে। দেখামাত্র চিনতে পারলাম ওকে। 'চিনতে পারছো ?' জিজ্ঞেস করলাম।

চতুর হাসি খেলে গেল ওর মুখে। 'প্রয়োজনবোধে ভুলেও যেতে পারি।'

'তা যেও, কিন্তু তার আগে একটা ডিঙির হদিস বাতলে দাও আমাকে।'

'আমার একটা নৌকো আছে, কিন্তু ওটা হারাতে চাই না।'

'গ্র্যাপস চেনো ?'

'চিনি।'

'আমাদের কাজ সারা হলে ওই ঘাটে বেঁধে রাখবো নৌকো। আপাতত এইটে দিয়ে ফুর্তি করো তুমি।' ওর হাতে একটা গিনি ফেলে দিলাম আমি।

'জেরেমি কোথায় ? ওকে ছাড়া আমাদের আসর জমছে না।'

'আমরা এক সঙ্গেই ছিলাম, এখন ও জাহাজে অপেক্ষা করছে। শিগগিরই রওনা দেবো।'

'তাই ? আমাকেও নিয়ে চলো। এখানে তো ফাটা কপাল, বাইরে গিয়ে দেখি যদি কিছু হয়।'

'আরেকটু ভেবেচিন্তে দেখো। আমেরিকায় যাবার ইচ্ছে থাকলে চলে এসো জাহাজে।'

নৌকো নিয়ে প্রসপেকটের উদ্দেশে রওনা হলাম, তীর ঘেঁষে চলছি যাতে সহজে কারো চোখে পড়ে না যাই। ইংল্যানডে আর এক মুহূর্তও থাকতে ইচ্ছে করছে না আমার, ঘুরে ফিরে কেবল সেই নীল পর্বতমালার ছবি ভেসে উঠছে চোখের সামনে।

ডকের গায়ে ডিঙি ভিড়িয়ে ওপরে উঠলাম আমরা। বাইরে বিলকে পাহারায় রেখে আমি সরাইখানায় ঢুকলাম।

দুজন লোক বসে রয়েছে, তাদের একজন পিটার টালিস। অপর-জন মোটাসোটা, ডান গালে কাটা দাগ। পরনে কালো কোর্তা।

কোণের একটা টেবিলে বসে নিচু গলায় আলাপ শুরু করলাম আমরা।

'আমাদের হাতে বেশি সময় নেই,' বললো টালিস। 'ধরা পড়লে আমাদের দুজনকেই নিউগেটে যেতে হবে। পরে তোমাকে টাইবার্নে নিয়ে যাবে।'

'টাইবার্ন!' অস্ফুট বিস্ময় ফুটে উঠলো আমার কণ্ঠে।

'গেনেসটারের বন্ধুরা রানীকে খেপিয়ে তুলেছে। তোমাকে একজন বিদ্রোহী খুনী হিসেবে চিত্রিত করেছে। বলেছে, তোমার জাহাজের ক্যাপটেনকে আক্রমণ করে মালপত্র নিয়ে পালিয়েছ তুমি।'

'বরং ওরাই তো আমাকে অপহরণ করেছিল।'

'এর এক বর্ণও বিশ্বাস করবে না কেউ। ডাকাতির অভিযোগ আনা হয়েছে তোমার বিরুদ্ধে।'

'আর্ল সাহায্য করতে পারবে না?'

'তাঁর বয়েস হয়েছে, তাছাড়া অসুস্থ। ফলে কোনোরকম সাহায্যে আসবেন না, তবে একটা কাজ তিনি করেছেন—জাহাজটা তোমার নামে লিখে দিয়েছেন।'

'তাই নাকি? আমি ভেবেছিলাম আমাকে পৌঁছে দিয়েই ফিরে আসবে। এবং ওই সময় আমার মালগুলো বয়ে আনবে।'

'না, তোমাকে ওটা দান করেছেন উনি। জাহাজটা পুরোনো, তবে মজবুত। ক্যাপটেন টমাস মাল্লাদের নিয়ে ওখানেই আছেন, কিন্তু ওদের ওপর নজর রাখা হচ্ছে। যেভাবেই হোক তোমাকে ধরতে চায় ওরা।'

'কিছুই ঢুকছে না আমার মাথায়। গেনেসটার মারা যাওয়ায় আমি কি না আরো ভাবলাম···'

'কভেনি হ্যাসলিংয়ের কাছে তুমি কোনো স্বর্ণমুদ্রা বিক্রি করেছিলে?'

'তাতে কী?'

'অ্যালান, যা ভাবছো তার চেয়ে অনেক বেশি গাড্ডায় পড়ে গেছো তুমি। এর থেকে বাঁচার কোনো রাস্তা দেখছি না আমি। রানীকে ওরা বুঝিয়েছে তুমি রাজা জনের হারানো-ধনরত্নের হদিস পেয়েছো।'

'কী।'

আমার গলা চড়ে যাওয়ায় অন্য খদ্দেররা তাকালো এ-দিকে।

'স্রেফ গুল। ওগুলো সাগরতীরে হারিয়ে গেছে।'

পিটারের কথা এবং দৃষ্টিতে শ্লেষ ফুটে উঠলো। 'প্রায় সমুদ্রের ধারেই তোমার বাড়ি। এবং সহসা কিছু স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে উদয় হয়েছো তুমি—আর কেউ নয়!'

দেশের সবাই ওই কাহিনী জানে, তবে আমরা, হাওড়বাসীরা বোধ হয় সবার চেয়ে বেশি জানি। কারণ, জায়গাটা একেবারে আমাদের দোরগোড়ায়।

রাজা জনের বাহিনী ওয়েসবেক থেকে উইলস্ট্রিম ক্রসিং হয়ে কির-

ছিল। রসদবাহী ওয়াগনে রাজকীয় ধনরত্নও ছিলো। রাতটা সোয়াইন-সহেডে কাটাবার কথা ছিলো ওদের। কিন্তু রাজার বাতের ব্যথাটা হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় উইলস্টি_মের ধারে ছাউনি ফেলে ওরা। জায়গাটাকে সবাই নিরাপদ ভেবেছিল, কিন্তু সমুদ্র মাঝেমধ্যে কেমন রুদ্রমূর্তি ধারণ করে, বিশেষত নদীর মোহানায়, সে-ব্যাপারে কারো কোনো ধারণাই ছিলো না।

আচমকা ঘটে যায় ব্যাপারটা। ওয়াগনগুলো তখনো পানিতে, হঠাৎ প্রবল ঢেউ এসে ছারখার করে দিলো সব কিছু। চোখের পলকে বানের মুখে খড়কুটোর মতো ভেসে গেল মণিমুক্তো।

পরবর্তী আঘাতটা এলো আরো জোরালোভাবে। মাত্র এক ঘণ্টার ব্যবধানে মারা গেলেন রাজা জন। অনেকের ধারণা তাঁকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল, তবে খুব সম্ভব অসুস্থ শরীরে শোকের ধাক্কা সামলাতে পারেননি বলেই তাঁর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।

ওই সোনাদানা আর কোনো দিন পাওয়া যায়নি।

এখন ঘটনাচক্রে কয়েকটা মোহর পেয়ে যাওয়ায় দোষটা আমার ঘাড়ে চেপেছে।

'অসম্ভব,' বললাম আমি। 'ওই মোহরগুলোর মালিক কোনো পথচারী হবে। সম্ভবত ডাকাতের ভয়ে লুকিয়ে রেখেছিল, এবং পরে কোনো কারণে উদ্ধার করতে পারেনি। আমি ওগুলো নালার ভেতরে পেয়েছিলাম। একটা চামড়ার থলেতে ছিলো।'

'আমি বিশ্বাস করলে কী হবে, অন্যেরা মানতে চাইবে না।'

চিন্তার ঝড় বয়ে চলেছে আমার মাথায়। এ-সব ব্যাপারে আমি অনভিজ্ঞ হলেও পরিষ্কার বুঝতে পারছি কী ঘটবে এরপর। আমাকে

আটক করে জেরা করা হবে, হয়তো নির্যাতনও চলবে সেই সাথে। কিছুই বলার নেই আমার, অতএব বন্দিদশাও ঘুচবে না।

ওদের কীভাবে বোঝাবো, স্বর্ণমুদ্রা ছাড়া কিছু পাইনি?

হঠাৎ অসুস্থ ফাঁকা ফাঁকা বোধ করতে লাগলাম। আরো মোহর আছে। প্রথম দফায় সাফল্যলাভের পর আরেক জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছিলাম। ওখানেও আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিলো।

'বিশ্বাস করো, পিটার, কিছু জানি না আমি। পালানো ছাড়া কোনো পথ নেই আমার।'

খাদে নেমে গেল আমার গলা। 'পিটার, আর অপেক্ষা করতে পারবো না আমি।' বাবার মুখে-শোনা একটা কথা মনে পড়লো। চেষ্টা করতে দোষ কী? 'টমাসকে গিয়ে বলো অবিলম্বে রওনা দিতে।'

'তুমি?'

'বিল অব পোর্টল্যানড থেকে উঠবো।'

'সব বন্দরের ওপর নজর রাখা হচ্ছে, তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো এ-ব্যাপারে।'

'ওঁকে বলবে পোর্টল্যানড অতিক্রম করার সময় জাহাজের গতি মন্থর করে দিতে। আমি ডিঙি নিয়ে যাবো।'

ঘাড় ফিরিয়ে আশপাশে তাকাতে গিয়ে সহসা খেয়াল করলাম সেই লোকটা নেই।

নিমেষে উঠে দাঁড়ালাম। 'পিটার, আমি মাল পাঠাবো, তুমি বিক্রি করে আমার চাহিদামত জিনিস কিনবে। ঠিক আছে?'

'আগেই ফয়সালা হয়ে গেছে এ-সব, নতুন করে বলতে হবে না।'

চোখের পলকে ওখান থেকে বেরিয়ে আমরা বোটে চড়লাম। আমার মুখের অবস্থা দেখে বিল এক মুহূর্ত দেরি না করে নোঙর কেটে দিলো।

'কোথায় যাচ্ছো?' জিজ্ঞেস করলো পিটার।

'গ্র্যাপস। ডিঙিটা ওখানে রেখে দেবো বলে ওয়াদা করেছি।'

'ভালো। লাইমহাউজে আমার পরিচিত লোক আছে।'

'বিশ্বাসী?'

শব্দ করে হাসলো পিটার। 'ওরা তোমার অর্থ বা নতুন বউ নিয়ে ভাগতে পারে, কিন্তু বেঈমানি করবে না!'

পুরোনো নোনা-ধরা দালান। চারপাশে আর উইলো আর এলমের ঝোপ। জায়গাটা মূলত চোরবাটপারদের আখড়া। পিটারের বন্ধুরাও তাই। ভাগ্যিস রাতের বেলায় আসতে হয়নি।

'ঘোড়া? তোমার জন্যে, পিটার, দরকার হলে বাঘের চোখও জোগাড় করতে পারি।'

লোকটা ঝুঁকে এলো আমার দিকে: কুড়োলের মুখ, বাঁ ভ্রূর নিচে বিচ্ছিরি কাটা দাগ। নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, কিন্তু ব্যবহার যথেষ্ট আন্তরিক। কটিবন্ধে-গোঁজা ছোরাটা আমার নজর এড়ালো না।

'পিটারের সম্মানে কাজটা করে দেবো,' বললো সে। 'আমাকে দু-দুবার নিউগেট থেকে বের করে এনেছে ও। সেই ঋণশোধের একটা সুযোগ যখন এসেছে, সেটা হাতছাড়া করবো না।'

ঘোড়া এসে গেল। চমৎকার দুটো গেলডিং, এবং পিটারের জন্যে মেয়ার। ওদেরকে একটা রৌপ্যমুদ্রা সেলামি দিয়ে আমরা বিদায় নিলাম।

উত্তরে, গ্রামাঞ্চলের দিকে যাত্রা করলাম আমি আর বিল। পিটার

নিজের ডেরায় ফিরে গেল। রাস্তায় লোকজন বিশেষ চোখে পড়ছে না ; এক গোয়ালিনীকে দেখতে পেয়ে ওর কাছ থেকে সদ্য-দোয়ানো দুধ কিনে পান করলাম।

একটা ছোট সরাইখানায় আশ্রয় নিলাম রাতে। আমাদেরকে দেখে স্পষ্টত বিরক্ত হলো মালিক। 'বাইরের লোক এ-দিকে বড় একটা আসে না,' বললো।

'তাই ? কিন্তু জায়গাটা তো বেশ সুন্দর,' জবাব দিলাম আমি। বুঝতে পারছি মওকা পেয়ে মোটা দাঁও মারার ফিকিরে আছে লোকটা।

'আমরা রাতে থাকবো, খাওয়দাওয়া এখানেই করবো,' বললাম আমি। 'দামের জন্যে ভেবো না—পাবে।'

'হুঁ। যাও, ভেতরে যাও।'

'ঘোড়াগুলোকে একটু দলাইমলাই করতে হবে,' বললাম। 'দানা-পানিও চাই।'

'প্রয়োজন হলে তোমরা নিজেরা হাত লাগাও,' জবাব দিলো সে।

'দাঁড়াও, বিল,' হাডসনকে বললাম আমি। 'চলো, আরেকটু সামনে এগিয়ে যাই। মাঠে প্রচুর ঘাস মিলবে।'

খদ্দের ফসকে যাচ্ছে দেখে ঘাবড়ে গেল সরাইওয়ালা। 'এতটা অধৈর্য হয়ো না, বাপু, আপত্তি জানালো সে। 'দেখি কী করতে পারি।'

'ঠিক আছে,' বললাম আমি। 'তবে মালিশও করতে হবে। আমি কিন্তু টাকা দেবার আগে কাজ বুঝে নেবো।'

আমাকে পছন্দ হলো না তার, চোখ পাকিয়ে তাকালো। আমি পাত্তা দিলাম না, অবসাদে আমার দুচোখ তখন ভেঙে আসছে।

পশ্চিমে ছুটে চলেছি আমরা।

একটু বাদে দিক পালটে দক্ষিণে যাত্রা করলাম। এই এলাকায় আমি নতুন, কিন্তু বিলের পরিচিত, এ-পথে ত্রিসটলে যাতায়াত করতো।

'এখানকার লোকগুলো কেমন যেন,' গ্রামবাসীদের সম্পর্কে মন্তব্য করলো বিল। 'অতিথিপ্রিয় মানুষ আছে, তবে বেশির ভাগই স্বার্থ-পর—আত্মকেন্দ্রিক।'

ধীরে ধীরে একটা পরিকল্পনা আমার মনে রূপ নিতে শুরু করেছে। গল্পচ্ছলে বাবার কাছে একদিন শুনেছিলাম এটা। তিনি অর্থহীন কথা বলার লোক ছিলেন না। জীবনে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ দেখেছেন, বহুবার প্রয়োজনে আশ্রয় খুঁজতে হয়েছে। এ-রকম কয়েকটা হাইডআউটের সন্ধান আমাকে দিয়েছেন তিনি।

পোর্টল্যানড বিল থেকে এ-জন্যেই আমাকে তুলে নিতে বলেছি। এই দ্বীপের সমুদ্রতীরে একটা গুহা আছে। খুব কম লোক ওটার খোঁজ জানে। খাড়িও রয়েছে গুহার কাছাকাছি—অনায়াসে একটা বড়সড় নৌকো লুকিয়ে রাখা চলে।

এমনকি স্থানীয় জেলেরা পর্যন্ত তেমন একটা জানে না এ-ব্যাপারে। গুহাটা কারো কারো চোখে পড়ে থাকলেও, সেখে বিপজ্জনক পাহাড়ী এলাকায় যাবার ঝুঁকি নেয় না কেউ। ওখানে পৌঁছুতে পারলে জাহাজ না আসা অবধি গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারবো। তারপর ক্ষিপ্র গতি আর কিছুটা সৌভাগ্যের ভরসায় জাহাজে ওঠার সুযোগ নেবো।

অনর্গল বকে চলেছে বিল, কিন্তু আমার মনোযোগ নেই সে-দিকে—ভয়ানক দুশ্চিন্তায় আছি, মনে হচ্ছে গুটি গুটি পায়ে দুঃসময়

এগিয়ে আসছে আমাদের পানে। ওরা যদি সত্যি বিশ্বাস করে থাকে, আমি রাজা জনের হারানো-ধনভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছি তাহলে গোটা ইংল্যানড তোলপাড় করবে। আমার খোঁজে প্রতিটা শহরে-বন্দরে পৌঁছে যাবে পেয়াদারা।

পরের রাতে একটা গাঁয়ে থেমে পনির রুটি আর চোলাই কিনে পানবার অরণ্যে এক করাতির পরিত্যক্ত কুটিরে আশ্রয় নিলাম।

সহসা একটা ক্ষীণ শব্দে জেগে গেলাম আমি। কতক্ষণ হলো ঘুমিয়েছি? মুহূর্তে আমার চোখ খুলে গেল। দরজায় কেউ এসেছে। পাল্লা সামান্য ফাঁক করে একটা মুখ উঁকি দিলো, তারপর তলোয়ার ধরা হাত।

একটা লোক ঢুকলো ভেতরে। পেছনে আরেকজন। বাঁ হাত দিয়ে গায়ের ওপর থেকে কম্বল ছুঁড়ে ফেলে দিলাম আমি, ডান হাতে স্যাডল হোলসটার থেকে তুলে নিলাম পিস্তল।

বিল নড়ে উঠলো।

'এসো, এসো।' বললাম। 'তবে তাড়াহুড়ো করো না, মারা পড়বে।'

দেয়াল ঘেঁষে উঠে দাঁড়ালো বিল, হাতে কাটলাস।

'অ্যালান, তোমার অনুমতি পেলে,' বললো ও, 'এদের গা থেকে মাংস কেটে নিতে পারি।'

'তার দরকার হবে না, দোস্ত।' চৌকাঠে-দাঁড়ানো লোকটা আরো এক পা এগিয়ে এলো ভেতরে।

'থামো!' ভরাট গলায় বললাম আমি। বিল আগুনটা একটু উসকে দাও, মেহমানদের দেখি ভালো করে।'

বাঁ হাতে অগ্নিকুণ্ডে কয়েকটা ডালপালা ফেলে দিলো টম।

প্রথমজনের চুল সোনালি, হাসছে—গায়ে ছেঁড়া রক্তমাখা চামড়ার জ্যাকেট আর শার্ট। চোখ দুটো উজ্জ্বল।

'হাই!' বললো সে। 'কী সৌভাগ্য। তুমি নিশ্চয়ই অ্যালান ওসমান, তোমার কারণেই আজ আমাদের এই হাল।'

'তার মানে?'

'আমাকে আগুনের ধারে একটু বসতে দাও, বলছি সব। ভয় নেই, তোমার ক্ষতি করবো না আমরা—অবশ্যি ইংল্যানডে এই আশ্বাস দেয়ার মতো লোক আর দুটি তুমি খুঁজে পাবে কি না সন্দেহ। সত্যি তুমি রাজা জনের সোনাদানা চুরি করেছো?'

আগুনের পাশে জোড়াসনে বসলো সে। 'ঘণ্টা চারেক আগে আমাদের ওপর কয়েকজন সশস্ত্র লোক চড়াও হয়েছিল। ওদের হটিয়ে দিয়েছি, তবে আমাদের একজন মারা গেছে।' হাসলো লোকটা। 'আসলে ব্যাপারটা কী বলো তো, ভায়া?'

সংক্ষেপে সব ঘটনা খুলে বললাম ওদের। আমার কথা শেষ হলে প্রথমজন করমর্দনের ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে দিলো। 'আমার নাম পিমারটন বার্ক,' বললো সে। 'বন্ধুরা ডাকে পিম বলে। তুমিও তাই ডেকো। আর এ আমার সঙ্গী, স্যাম কোবেট।'

বাইরে বাতাসের বেগ বাড়ছে। চিমনিপথে হাওয়া ঢোকায় আগুন নিভে যাবার উপক্রম হলো। আরো কিছু খড়ি গুঁজে দিয়ে আগুনের ধারে সরে বসলাম আমরা। এরা ভূমিহীন লোক, কপালের ফেরে আজ হয়তো দাগী আসামী। কিন্তু পিমকে খাঁটি লোক বলে মনে হলো আমার, তবু বাজিয়ে দেখতে চাইলাম।

'এখানকার পথঘাট চেনো?' জিজ্ঞেস করলাম।

'চিনি।' মেঝেতে ধুলোর ওপর নকশা আঁকলো সে। 'এই যে দেখো, এখানে একটা প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আছে। লুকোনোর জন্যে আদর্শ জায়গা। এখান থেকে মাইল দুই হবে।'

'আমার মতে,' আচমকা বললাম, 'পশ্চিমে যাওয়া উচিত আমাদের।' উঠে দাঁড়ালাম। 'এবং এই মুহূর্তে।'

'এক্ষুণি?' অনীহা প্রকাশ করলো পিম।

'এক্ষুণি,' বললাম আমি।

স্যাম কোবেট তাকালো আমাদের দিকে। 'এই আরাম ফেলে? ঝড় হচ্ছে বাইরে, যে-কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি শুরু হবে। ইচ্ছে হয় তোমরা যাও, আমি থাকছি।'

কাঁধ ঝাঁকালো পিম। 'আমি যাবো।'

ঝটপট আমরা স্যাডলে চাপলাম। পিম পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো, কিন্তু আধমাইল যাবার পর ওকে থামিয়ে দিলাম আমি। 'এ-বার তোমার সেই ধ্বংসাবশেষে চলো,' বললাম।

ফ্যালফ্যাল করে তাকালো সে, পরক্ষণে দমফাটা হাসিতে ভেঙে পড়লো। 'তুমি সহজে কাউকে বিশ্বাস করো না, তাই না?'

'না,' বললাম আমি।

'ঠিক আছে, চলো।' বৃষ্টি মাথায় করে এগিয়ে গেল সে।

ধ্বংসাবশেষ বলতে একটা প্রাচীন দুর্গ, কয়েকএকর জুড়ে আগাছা আর গাছগাছালি। জায়গায় জায়গায় শ্যাওলা-ধরা ঢিপি। পিম আর বিলকে নিয়ে পাঁচিলের ওপরে সামান্য মাথা জাগালাম আমি। পিম একটা রাস্তা দেখালো, গাছপালার ভেতর দিয়ে এঁকে-বেঁকে চলে গিয়েছে সামনে। এই পথে লোকজনের সাথে আমাদের দেখা

হবার সম্ভাবনা কম।

'ঠিক কোথায় যেতে চাইছো তুমি জানতে পারলে,' ও বললো, 'আমার সাহায্য করতে সুবিধে হবে।'

সিদ্ধান্ত নিলাম ঝুঁকিটা নেবো। এ আমাকে সাহায্য করতে পারবে, এখানকার সব কিছু ওর চেনা। 'আমেরিকায়,' বললাম আমি। 'ইংল্যানডকে ভালোবাসি, কিন্তু আমার উন্নতির চাবিকাঠি আছে ওই দেশে। পিম, তুমিও চলো।'

'বেশ,' একমত হলো ও। 'অনেকেই যাচ্ছে, আমি-বা পড়ে থাকি কেন? কোনো ব্যবসা বা জমিজমা নেই, শক্তি আর বুদ্ধি আমার পুঁজি।'

'ওখানে পদে পদে বিপদ আছে,' বললাম আমি।

'তবু যাবো,' জবাব দিলো সে। তারপর রাস্তাটা দেখিয়ে বললো, 'এ-দিক দিয়ে গেলে আমাদের ধরা পড়ার চানস কম।'

আবার যাত্রা শুরু করলাম। ক্লান্তিতে অবসাদে আমার দুচোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে। পিম আগে আগে যাচ্ছে, প্রতিটা বাঁকের মুখে থেমে দেখে নিচ্ছে ডানে-বাঁয়ে।

আমরা যখন অডিসম গাঁয়ের একটা সরাইখানায় এসে পৌঁছুলাম, তখনও ভোরের আলো ফোটেনি পুরোপুরি। কাঠের দালান, বয়েস বড়জোর পঞ্চাশ পুরেছে। বিল আমাদের ঘোড়াগুলো আস্তাবলে নিয়ে গেল, পিম বার্ক দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো।

একজন লোক বাতি ধরাচ্ছে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো; স্বাস্থ্যবান, লাল টকটকে চেহারা। 'অ! ফের এসেছো? তুমি, পিম, একটা বজ্জাতের ধাড়ি। রানীর পেয়াদারা কি চোখে দেখতে পায় না তোমাকে?'

'বোধ হয় না,' উৎফুল্ল গলায় বললো পিম। 'তবে গত পনেরোটা দিন যে-দুর্ভোগ পোয়াতে হয়েছে তার চেয়ে নিউগেট বরং ঢের ভালো। হেনরি, খাবার হবে? আমি আর আমার বন্ধুরা দুদিন হলো অভুক্ত।'

'বসো,' কোণের একটা টেবিল দেখিয়ে বললো হেনরি। 'বন্ধুরা মানে? আরো আছে নাকি?'

'একজন। ঘোড়া রাখতে আস্তাবলে গেছে।'

'আমরা দাম দেবো,' আমি বললাম।

'অ্যাঁ? শুনলে, পিম? ভালো করে শোনো। সরাই মালিকের কানে এ-সব কথা মধু বর্ষণ করে।'

'আর বোধ হয় তোমাকে বিরক্ত করতে আসবো না, হেনরি। আমি আমেরিকায় চলে যাচ্ছি।'

হেনরি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো পিমের দিকে। একটু বাদে বললো, 'স্বীকার করছি, তোমার জ্বালাতন মাঝেসাঝে অসহ্য ঠেকে। কিন্তু তোমার মতো খাঁটি লোকের সংখ্যা যে খুব বেশি নেই, এটা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি। তুমি চলে গেলে খারাপ লাগবে, অথচ এ-ছাড়া আর উপায়ই বা কী বলো? টাইবার্নে পচে মরার চেয়ে এ অনেক ভালো।'

রান্নাঘর থেকে কাবাব এনে পরিবেশন করলো হেনরি। 'ঠাণ্ডা,' বললো, 'তবে সুস্বাদু। খানিকটা মসুর ডাল আর পুডিংও আছে। তোমাদের ভীষণ ক্ষুধার্ত দেখাচ্ছে, পেট পুরে খেয়ে নাও।'

কোমরে হাত রেখে দাঁড়ালো সে। 'আমি হলে তাড়াতাড়ি সরে পড়তাম এখান থেকে। একটু বাদেই খদ্দেররা আসতে শুরু করবে, ওরা কৌতূহলী স্বভাবের মানুষ।'

ঘুরে দাঁড়ালো হেনরি। 'বিয়ার চোলাই আছে, ইচ্ছে করলে দুধও নিতে পারো। গ্রাম তো, দুধ প্রচুর মেলে।'

'দুধ,' বললাম আমি। 'বিয়ার সবখানে পাওয়া যায়।'

পিমের দিকে তাকালো সে। 'তোমার ওই বন্ধুকেও নিয়ে এসো। আমি চাই না আর কেউ এসে দেখে ফেলুক তোমাদের।'

আস্তাবলের উদ্দেশে পিম বেরিয়ে গেলে সরাই মালিক নিজের জায়গায় গিয়ে বসলো।

'পিম খুব ভালো,' আমাকে বললো সে। 'বিশ বছর হলো ওকে চিনি। সাহসী, লড়াই করতে পারে। সর্বদা একটা না একটা ফ্যাসাদে জড়িয়ে আছে, তবে তেমন খারাপ কিছু নয়। শয়তানি বুদ্ধি ওর মাঝে নেই। আমার শ্যালক, কিন্তু আপন ভাইয়ের মতো স্নেহ করি। ওর জন্যে আমার দুশ্চিন্তা হয়। তোমার সাথেই যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলাম। 'দু-একদিনের ভেতর রওনা হবে আমার জাহাজ।'

সংশয়ের চোখে তাকালো সে। গত দুদিনের অমানুষিক পরিশ্রমে আমার চেহারা আর কাপড়চোপড়ের যা হাল হয়েছে, তাতে জাহাজের মালিক বলে কেউ বিশ্বাস করবে না।

'বুঝতেই পারছো,' স্বাভাবিক গলায় বললাম, 'পিম একাই ঝামেলায় পড়েনি, তবে আমার ওপরে আস্থা রাখতে পারো, আমি এর আগেও আমেরিকায় গিয়েছি।'

'কথার টান শুনে মনে হচ্ছে তোমার বাড়ি এ-দিকে নয়।'

'চাহলে তোমার ভাষাতেও কথা বলতে পারি আমি।'

মুখ ফুটে না বললেও ওর চেহারায় সন্দেহের ছাপ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। অবশ্যি এতে কিছু যায় আসে না—ও সব কথা জানার জন্যে

ব্যাকুল নয়, আমারও বলার তাড়া নেই।

পেট পুরে খেয়ে একঘণ্টা বাদে ফের রওনা হলাম। যথাসম্ভব চেষ্টা করছি ভিড় এড়িয়ে চলতে। অবশেষে, ভাটিতে, রকবর্ন নামে এক গাঁয়ে এসে রাতের মতো আশ্রয় নিলাম।

জানালার ধারে মেঝেতে বসলো পিম। 'মনে হচ্ছে তুমি দুশ্চিন্তায় ভুগছো অ্যালান,' বললো সে।

'উঁ, হুঁ।'

'ডার্ডল ডোর নামে কোনো জায়গার নাম শুনেছো ?'

'শুনেছি।'

'সকালে যাবো ওখানে।'

বহুদূর চলে এসেছি, ঘুরপথে আসতে গিয়ে অনেক সময় লেগেছে। জাহাজ ধরতে পারবো তো ? ওটা কি সরকার বাজেয়াফত করেছে ? তেমন সম্ভাবনা আছে।

জানালার পাশে গিয়ে নিচের শান-বাঁধানো রাস্তার পানে তাকালাম।

'বিল' ?' ডাকলাম আমি।

আমার স্বরে এমন কিছু ছিলো যা ওকে আকৃষ্ট করলো। জানালার কাছে এসে তাকালো বাইরে।

রাস্তার উলটো দিকে একটা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। পরনে আলখাল্লা, হাঁটু অবধি বুটজুতো। দীর্ঘ একহারা গড়ন। আমি নিচের দিকে তাকাতে, সেও চোখ তুললো ওপরে। পরস্পরকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম আমরা। হাতের ইশারায় আমাকে ডেকে রাস্তা পেরিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে।

লোকটাকে আমি আগেও দেখেছি।

তিন

দেখলেই বোঝা যায় এই লোক ক্ষমতাবান—হাবভাবে প্রবল ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে।

'কী করবে?' জিজ্ঞেস করলো বিল।

'ও কথা বলতে চাইলে, বলবো।'

'সাবধানে থেকো,' বিল পরামর্শ দিলো।

'একটা ডিঙি দরকার,' পিমকে বললাম আমি। 'পাল তোলা।'

পিম তাকালো আমার পানে। 'কোথায় যাবে?'

'সাগরে,' বললাম আমি। 'প্রয়োজন হলে কিনে নেবো। জোগাড় করে এখানে ফিরে আসবে, চোখকান খোলা রেখো—ঝামেলা বাধতে পারে।'

নিচে গেলাম আমি।

বারে বসে আছে লোকটা, সামনে দুই জগ চোলাই। আমার জগটা এমন জায়গায় রেখেছে যেখানে বসলে আমাকে দরজার দিকে পেছন ফিরে থাকতে হবে। জগটা হাতে নিয়ে সরে বসলাম আমি। এখন কেউ ভেতরে ঢুকলে দেখতে পাবো।

ও হাসলো, তারিফের হাসি। 'ভালো। সাবধানী লোক পছন্দ করি আমি।' সামনে ঝুঁকে এলো। 'তো, অ্যালান ওসমান, এ-বার তবে আলোচনা শুরু করা যাক।'

'বলো, কী বলবে।'

'তুমি খুব নাজুক অবস্থায় আছো, অ্যালান।'

রানীর আদেশ শোনালো সে। ধৈর্যের সাথে ওর কথা শুনতে লাগলাম। কিন্তু আমার সন্দেহ হলো এগুলো বলার পেছনে ওর কোনো গূঢ় অভিসন্ধি আছে। লোকটার কথা শেষ হলে নিজের বক্তব্য পেশ করলাম আমি।

হাসলো সে। 'বাকি মোহরগুলো কই?'

'বুঝলাম না?'

ও হাসছে, অথচ চোখে খেলা করছে শয়তানি। 'আমাকে বোকা ভেবে থাকলে ভুল করবে। তোমাকে বুদ্ধিমান বলেই মনে করেছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি আষাঢ়ে গপ্পো শোনাচ্ছো।'

'এর প্রতিটা বর্ণ সত্যি।'

'ফালতু বকো না।' টেবিলের ওপর চড় মারলো সে। 'তুমি গুপ্তধনের হদিস পেয়েছো। রানী ওগুলো ফেরত চান। ওই ধনরত্ন ইংল্যানডের সম্পত্তি।' দম নিয়ে যোগ করলো সে। 'আরো অনেকের আগ্রহ আছে এ-ব্যাপারে। রানীর পেয়াদারা তোমাকে ধরতে পারলে ঠিকই আদায় করবে ওগুলো, এবং বাকি জীবনটা নিউগেট কিংবা টাইবার্নে কাটাতে হবে।'

'আর কিছু বলার আছে তোমার?'

'কিন্তু আমাদের প্রস্তাবে রাজি হলে তোমার ফাঁড়া কেটে যাবে। এবং ভাগেও কিছু পাবে।'

'তোমার নাম কী?' ফস করে জিজ্ঞেস করলাম।

ঝাড়া একসেকেনড পর আমার পানে তাকালো সে। 'রবার্ট ম্যালমায়েন।'

নামটা পরিচিত।

মুহূর্তের জন্যে আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। রাজদরবারে এই লোকের প্রচুর প্রভাব, আবার কারো কারো মতে ও আসলে জেসুইট। অনেকে মনে করে ম্যালমায়েন রানীর গুপ্তচর। তবে মোদ্দা কথা লোকটা যাই হোক, ক্ষমতা আছে।

'সোনাগুলো আমাকে দেবে তুমি,' বরফশীতল গলায় বললো সে। 'বিনিময়ে তুমিও একটা ভাগ পাবে। অন্যথায় তোমাকে ধ্বংস করে দেবো আমি—এইভাবে।' নখে টিপে মারার ভঙ্গি করলো ম্যালমায়েন। 'জাহাজ নিয়ে পালানোর চিন্তা বাদ দাও, আমার লোকজন দখল করে নিয়েছে ওটা। আমরা জানি, ফ্যালমাউথ থেকে জাহাজে চড়বে তুমি। সুতরাং, ওই ধনরত্নও নিশ্চয়ই ওখানেই আছে।'

ফ্যালমাউথ? এ-জায়গার কথা তো বলিনি আমি, আর এটা আমার প্ল্যানেও নেই। পোর্টল্যানড বিল থেকে ওঠার কথা আমাদের।

জাহাজের কেউ, সম্ভবত টমাস অথবা জেরেমি রিং—রেবেকা হওয়াও বিচিত্র নয়—ম্যালমায়েনের লোকদের বুঝিয়েছে আমরা ফ্যালমাউথ থেকে উঠবো। এবং এতে ওরাও অবিশ্বাসের কিছু পায়নি।

বোধ হয় রেবেকা, কিন্তু কেন? ওর ধারণা সব অসম্ভবকে সম্ভব করার ক্ষমতা আমার আছে।

কিন্তু ম্যালমায়েনের লোকজনের বিরুদ্ধে আমরা কতটুকু কী করতে

পারবো? ওদের ক্ষমতা সম্পর্কেও আমার কোনো ধারণা নেই।

'একটা ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো, ম্যালমায়েন, ওগুলো ফ্যালমাউথে নেই।'

সত্যি কথাই বলেছি আমি। ওই ধনরত্ন, আমার জানামতে, সমুদ্র-গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। কোনো মানুষের পক্ষে ওগুলো উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

'কোন দুঃখে তোমাকে বিশ্বাস করতে যাবো,' নিজের ধারণায় অটল রইলো ম্যালমায়েন।

ওর বিশ্বাস নিয়ে ওকে থাকতে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে, ভাবলাম। আমার এখন পালাবার মতো একটা মওকা দরকার।

আমি উঠে পড়লাম। 'ঠিক আছে, ম্যালমায়েন,' বললাম আমি, 'তোমার কথাই সই, ফ্যালমাউথে দেখা হবে। নাই মামার চেয়ে কানা মামা অনেক ভালো—কয়েদখানায় পচতে চাই না আমি।'

'ওগুলো কোথায়?'

ধূর্ত হাসি খেলে গেল আমার মুখে। 'হ্যাঁ, তোমাকে বলে দিই, আর অমনি গলায় পাথর বেঁধে পাহাড়চুড়ো থেকে আমাকে সমুদ্রে ফেলে দাও তুমি। না, বাপু, ফ্যালমাউথেই দেখা হবে। আর শোনো—আমার পিছু নেয়ার চেষ্টা করো না, তাহলে এক কানাকড়িও পাবে না।'

আমার প্ল্যান আদৌ মনঃপুত হলো না ওর। টেবিলে তাল ঠুকতে ঠুকতে কিছুক্ষণ কঠিন চোখে তাকিয়ে রইলো। তারপর একসময় বললো, 'বেঈমানি করলে স্রেফ খুন হয়ে যাবে।'

অবশিষ্ট চোলাইটুকু সাবাড় করে ওপরে, নিজের ঘরে ফিরে

গেলাম আমি। ভেতরে ঢুকে বিল আর পিমকে ডেকে সাড়া পেলাম না—চলে গিয়েছে ওরা।

দ্রুত চিন্তা করতে লাগলাম। যা করার এখনই করতে হবে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। লোক চলাচল শুরু হয়েছে রাস্তায় —কিন্তু বিল বা টমের কোনো চিহ্ন দেখতে পেলাম না।

সরে আসবো, হঠাৎ একটা গরুগাড়ির ওপর দৃষ্টি আটকে গেল। এক গ্রাম্য যুবতী চালাচ্ছে, মালপত্র দেখে মনে হলো ধোপানী। আমার জানালার নিচে এসে থেমে গেল গাড়িটা। ময়লা কাপড়ের পোঁটলা গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো সে। ভালো করে দেখার জন্যে ঝুঁকতেই মেয়েটা ওপর পানে তাকালো।

'লাফিয়ে পড়ো,' চাপা অথচ স্পষ্ট গলায় বললো ও।

তলোয়ারের খাপটা আঁকড়ে ধরে আমি জানালার চৌকাঠে উঠে পড়লাম, ডানে-বাঁয়ে তাকিয়ে লাফ দিলাম। পড়েই ডিগবাজি খেলাম একটা। কাপড়ের পোঁটলা দিয়ে আমাকে ঢেকে দিলো ও।

'চুপচাপ শুয়ে থাকো, নইলে তোমাকে সাহায্য করার দায়ে আমাকে শূলে যেতে হবে।'

মন্থর গতিতে চালু হলো গাড়ি। খানিক বাদে জলো হাওয়ার গন্ধ পেলাম।

একটা পোঁটলা তুলে আমার দিকে তাকালো ধোপানী। 'ঘাটে নৌকো বাঁধা আছে। বাদামি পাল। চলে যাও।'

সাবধানে গড়িয়ে মাটিতে নেমে পড়লাম। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে নৌকোটা।

স্টার্নে বসে ছিল পিম, আমি ওঠামাত্র নোঙর তুলে নিলো। ধীরে ধীরে চোখে অন্ধকার সয়ে আসতে দেখলাম, বিল পাটাতনে

শুয়ে আছে। আপাতত আমরা নিরাপদ।

বিল হাডসন তাকালো আমার দিকে। 'তোমার দেরি দেখে আমার ভীষণ ভয় হচ্ছিল—মৃত্যুভয়।'

সংক্ষেপে রবার্ট ম্যালমায়েনের কথা জানালাম ওদের। 'ম্যাল-মায়েন যখন বিশ্বাস করে আমি গুপ্তধনের খোঁজ পেয়েছি, তখন আর উপায় নেই। ইংল্যানড থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে পড়তে হবে।'

'কেন, এখনো বিপদ কাটেনি বলছো?'

'এ তো সবে শুরু হলো, বিল। লোকজন নিয়ে ও আমাদের পিছু নেবে। ওদিকে আমাদেরও আবার আমেরিকায় যাওয়ার তাড়া আছে।'

'তুমি পারোও, বাবা,' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বললো বিল। 'দোয়া করি, তোমার এই সাহস যেন চিরকাল অটুট থাকে।'

'থাকবে,' প্রত্যয়ের সঙ্গে আমি বললাম। ঢেউয়ের মাথায় নিচু হয়ে গেল বোট, পানি ছিটে এসে আমার সারা মুখ ভিজিয়ে দিলো। জিভে নোনা স্বাদ পেলাম।

আবার সমুদ্রে এসে পড়েছি আমরা।

দুদিন হলো আমরা গুহায় অপেক্ষা করছি। আবহাওয়া খুব খারাপ গিয়েছে এ-দুদিন। কাল সারা রাত ঝড় হয়েছে। নৌকোটা রক্ষা করার জন্যে দুর্যোগের ভেতর বাইরে কাটাতে হয়েছে আমাদের।

আজ সমুদ্র শান্ত, মেঘের কোলে রোদ হেসে উঠেছে। হঠাৎ অদূরে একটা কালো মাস্তুলের প্রতি আমার দৃষ্টি গেল—রুপোলি জল কেটে তরতর করে এগিয়ে আসছে আমার জাহাজ।

'চিন্তার কোনো কারণ নেই, দোস্ত,' আমি তলোয়ার বাগিয়ে ডেকে উঠতে বললো একচোখো জেরেমি রিং। 'ম্যালমায়েনের সাঙাতদের লনডনেই খসিয়ে দিয়েছি, এর পুরো কৃতিত্ব ভাবীর প্রাপ্য।'

'রেবেকা?'

'হ্যাঁ। এনতার রাম খাইয়ে ওদের বেহুঁশ করে দিয়েছে সে। তারপর আমরা ডাঙায় রেখে এসেছি।'

আমাকে আফটার-কেবিনে নিয়ে গেল ও। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই দৌড়ে এসে দুহাতে আমাকে জড়িয়ে ধরলো রেবেকা, পেছনে হাসিমুখে ওর বাবা দাঁড়িয়ে।

'বাছা, তোমাকে দেখে কী যে আনন্দ লাগছে' বললেন ক্যাপটেন টমাস। 'বিশেষ করে ম্যালমায়েনের লোকদের দেখে আমরা তো ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম।'

'এখন নিরাপদ তো?'

ঘন কাঁচাপাকা ভ্রূর নিচ দিয়ে তাকালেন তিনি। 'রানীর শমন এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে? যে মুহূর্তে ওরা টের পাবে আমরা পালিয়েছি, জাহাজ নিয়ে পিছু ধাওয়া করবে।'

আমার ধারণা ছিলো একবার জাহাজে উঠতে পারলে আর কোনো বিপদ হবে না। কিন্তু এখন সে-আস্থা টলে উঠলো। তবে সুখের বিষয় জাহাজের মাল্লারা পরিচিত। নতুন যারা আছে তারাও মোটামুটি বিশ্বস্ত। তাছাড়া প্রচুর গোলাবারুদও আছে সঙ্গে।

চুপ করে আছে রেবেকা, নিশ্চয়ই উৎকণ্ঠায় ভুগছে। 'অ্যালান, তোমাকে ওরা ধরে নিয়ে গেলে আমার কী হবে?'

'তুমি সোজা আমেরিকায় চলে যাবে। জেরেমি আর বিল হাডসন সামলাতে পারবে এ-দিকটা।'

'কী ভাবে?'

'নিউগেট থেকে অতীতে বহু লোক পালিয়েছে, আমাকেও তাই করতে হবে। বাদ দাও ও-সব কথা, এখন বলো দেখি আমার চার্ট-গুলো জাহাজে নিয়ে আসা হয়েছে কি না?'

'হ্যাঁ। পিটার টালিস পৌঁছে দিয়েছে ওগুলো। অ্যালান, সবাই বলাবলি করছিল ও নাকি সুবিধের লোক নয়, কিন্তু আমার তো ভালোই মনে হলো।'

'ও যে আসলে তাই, রেবেকা। শোনো, একান্তই যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, তোমার বাবার সাথে রেলিগের দেশে গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করো। দুদিন আগে বা পরে, আমি ঠিকই আসবো।'

'কিচ্ছু ঘটবে না, তুমি দেখে নিও।'

মুখে বললো বটে, কিন্তু ও নিজেও এটা পুরোপুরি বিশ্বাস করে না। আমিও নই—আমেরিকার মাটিতে পা না রাখা পর্যন্ত আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ বোধ করবো না।

'তোমার সাথে আমার গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গিয়েছে, অ্যালান। তুমি কি মনে করো কেবল পুরুষেরাই নতুন নতুন দেশ দেখতে চায়? আমারও যে যাবার ইচ্ছে ওখানে। ওই পাহাড়গুলোর ওপাশে কী আছে দেখতে চাই।'

চুপ করে রইলাম, জানি ও সত্যি কথাই বলছে, তাছাড়া ওকে বারণও করতে চাই না। এই একটি ব্যাপারে আমি খুব স্বার্থপর: সর্বদা ও আমার পাশে পাশে থাকুক, মনেপ্রাণে এটাই আমার এক-মাত্র বাসনা।

'কিন্তু অবলা সুন্দরী মহিলার জন্যে দেশটা বিপজ্জনক,' মৃদু আপত্তি জানাতে চেষ্টা করলাম।

হাসিমুখে তাকালো ও। 'অ্যালান, আমার বয়স যখন চোদ্দ পোরেনি, বালিদ্বীপে গিয়েছিলাম। সে-সময় বাবার পাশে দাঁড়িয়ে জলদস্যুদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি।'

পরে আবার আমার দুশ্চিন্তার কথা জানালাম ক্যাপটেন টমাসকে।

'আমাদের পক্ষে যতটা সম্ভব চেষ্টা করবো,' শুরু করলাম, 'বাকি সব ঈশ্বরের মর্জি। আমার কারণে এতগুলো লোককে নিয়ে আপনি বিপদে পড়েন, এ আমি চাই না। আমাকে যদি ধরে নিয়ে যায় শেষ-পর্যন্ত, আপনি জাহাজ নিয়ে চলে যাবেন। আমি যেভাবেই হোক আমেরিকায় যাবার একটা না একটা উপায় করে নেবো।'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লেন তিনি। 'তুমি বুঝতে পারছো না, বাবা, কী ঝুঁকি নিতে চাইছো। এক বন্ধুকে দেখার জন্যে আমি নিউগেটে গিয়েছিলাম একবার। ঋণের দায়ে কারাভোগ করছিল। তখন দেখেছি ওখানকার অবস্থা, সামান্যতম সুবিধে পেতে হলেও তেল মালিশ করতে হয় ওদের, ঘুষ লাগে।'

হঠাৎ একটা কামানের ভোঁতা গর্জন ভেসে এলো। মুহূর্তের জন্যে আমার হৃদপিণ্ডের গতি স্তব্ধ হয়ে গেল যেন।

'চলো, আমরা বরং ডেকে যাই,' বললেন টমাস। 'তোমার জন্যে আমার চিন্তা হচ্ছে।'

দরজা খুলে ডেকে পা রাখামাত্র জাহাজটা চোখে পড়লো আমাদের, মাইল দেড়েক দূরে আছে, মাস্তুলে পতপত করে উড়ছে রানীর নিশান।

জেরেমি রিং এগিয়ে এলো। 'ক্যাপটেন, কামান ছুঁড়ে আমাদের

থামার নির্দেশ দিয়েছে ওরা। কী করবো ?'

'আর তো কোনো পথও দেখছি না,' বললাম আমি।

রেবেকা দ্রুত এগিয়ে এসে আমার হাত ধরলো। ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে মুখ, আমারও নিশ্চয় সেই একই অবস্থা। বিমূঢ়ের মতো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে জাহাজটার দিকে তাকিয়ে রইলাম আমরা।

'বিয়াল্লিশটা কামান,' ম্লান সুরে বললো রিং। 'ওর সাথে আমরা এঁটে উঠবো না, ক্যাপটেন।'

'রানীর হুকুম অমান্য করতে পারবো না আমি,' বললেন তিনি।

ইতিমধ্যে ওই জাহাজ থেকে একটা বোট রওনা হয়েছে এ-দিকে, সাকিম দড়ির মই নামিয়ে দিয়েছে। অল্পক্ষণের মধ্যে উঠে এলো রানীর দূত।

থানাতল্লাশি করতে এসেছি আমি,' বললো সে। সুদর্শন যুবক, হাবভাব থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, রেবেকাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে। 'আশা করি আমার কাজে কোনোরকম বাধা দেয়া হবে না। অ্যালান ওসমান নামে এখানে কেউ থাকলে তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবো।'

'আমিই অ্যালান ওসমান, লেফটেন্যানট,' শান্ত গলায় বললাম। 'তল্লাশির দরকার নেই।'

'আছে,' বললো সে, 'সন্দেহ করা হচ্ছে এই জাহাজে চোরাই মাল আছে।'

নিপুণভাবে আগাগোড়া তন্নতন্ন করে খুঁজলো লোকটা, কিন্তু রাজকোষের সন্ধান পেলো না।

অবশেষে মইয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। 'রেবেকা,' বললাম, 'রেবেকা, আমি···'

'যাও,' কান্নাভেজা সুরে ও বললো, 'তোমার প্রতীক্ষায় থাকবো আমি।'

বিদায় জানাতে ভিড় জমালো ওরা—ব্রায়ান টমাস, জেরেমি, বিল হাডসন, জুবলেন, পিম, সাকিম, এবং আরো অনেকে।

একে একে ওদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে মই বেয়ে বোটে নেমে গেলাম।

রাজকীয় রণতরীর ডেকে দাঁড়িয়ে দেখলাম, ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে আমার জাহাজ, হাওয়ায় ফুলে উঠেছে পাল।

'চমৎকার জাহাজ,' আমার পাশ থেকে বলে উঠলো লেফটেন্যানট।

'সেরা,' বললাম আমি, বেদনায় কণ্ঠ বুঁজে এলো। 'ওরা সবাই ভালো লোক – সাহসী বিশ্বস্ত।'

'এসো!' আমার হাত চেপে ধরলো লেফটেন্যানট। 'নিচে যাবে। আমার খারাপ লাগছে, কিন্তু কী করবো বলো, তোমার হাতে-পায়ে বেড়ি দিয়ে রাখার নির্দেশ আছে।'

'একটু দাঁড়াও,' অনুনয় করলাম, 'আগে চলে যাক ওরা।'

আমার হাত ছেড়ে দিয়ে চলে গেল সে। একাকী ডেকে দাঁড়িয়ে রইলাম, কুয়াশাচ্ছন্ন দিগন্তে হারিয়ে যাচ্ছে আমার প্রাণপ্রিয় জাহাজ।

চার

নিউগেট প্রিজন সম্পর্কে অনেক রটনা শুনেছি, কিন্তু এর জন্যে আদৌ কোনো মানসিক প্রস্তুতি ছিলো না আমার। হাওড় অঞ্চলের মানুষ মুক্ত বিহঙ্গের মতো নির্মলবায়ু আর প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য-সুধা অবাধে পান করে, বন্দিজীবন তার কাছে এক ভয়ঙ্কর যাতনার শামিল। এবং কোনো পাপপঙ্কিল জায়গায় আটকে পড়লে তা আরো দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

কয়েদখানায় নিয়ে এসেই আমার হাতপায়ে বেড়ি পরিয়ে দেয়া হলো, অত্যাচারের শিকার হলাম আমি। কয়েদিরা এসে তামাক কেনার পয়সা চাইলো। লুকোনো তহবিল থেকে ওদের দাবি মিটিয়ে দিলাম।

একজন রয়ে গেল। থ্যাবড়া মুখ, কঙ্কালসার দেহ। চুরির দায়ে কয়েদ খাটছে, জানালো সে।

'জেলারকে ঘুষ দিয়ে,' আমাকে বললো লোকটা, 'বেড়ি খুলে ফেলতে পারো তুমি। এবং আরো কিছু খরচ করতে পারলে আরামে থাকার ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। তবে হাতটান পড়লে সেটা

ঘুণাক্ষরেও টের পেতে দিও না, তাহলে কিন্তু সব ছিনিয়ে নিয়ে আবার অন্ধকূপে নিক্ষেপ করবে তোমাকে। কোনো মায়াদয়া নেই ওদের প্রাণে—বহু লোক মারা গেছে এখানে।'

ওর নাম হায়াত। লোকটাকে মনে ধরলো আমার। নিউগেটের হালচাল জানে এমন একজনের সঙ্গ আমার এখন দরকার।

'ক্রপির সাথে যোগাযোগ করো,' পরামর্শ দিলো সে। 'হেনরি ক্রপি, মেট। ভীষণ নিষ্ঠুর, খালি হাতেই তোমাকে মেরে ফেলতে পারবে ও।'

'আমারও দুটো হাত আছে,' আত্মবিশ্বাসের সুরে বললাম।

'জানি, কিন্তু ওর দেহে অসুরের শক্তি, এবং সেটা দুর্বলের উপর ফলিয়ে ভীষণ আমোদ পায়। তোমাকে খুন করলে ওর কোনো সাজা হবে না, কিন্তু তুমি ওকে মেরে ফেললে টাইবার্নের ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে তোমাকে।'

চতুর হাসি খেলে গেল ওর মুখে। 'শুনলাম, তুমি রত্নভাণ্ডারের হদিস পেয়েছো···সত্যি?'

নিঃস্ব লোকের উপকার কেউ করতে চায় না, কিন্তু প্রাপ্তিযোগের সম্ভাবনা থাকলে অনেক সময় চরিত্রবান লোকেরাও প্রভাবিত হয়ে পড়ে। তাই কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটা দুর্বোধ্য ভঙ্গি ফুটিয়ে তুললাম। 'এ-ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই। ওদেরকে ওদের বিশ্বাস নিয়ে থাকতে দাও।'

জায়গামত কয়েকটা রুপোর চাকতি ধরিয়ে দিয়ে বেড়ি হটানোর ব্যবস্থা করলাম। ভালো থাকাখাওয়ার বন্দোবস্ত হলো। তবে বেশি দিন এখানে থাকার ইচ্ছে আমার নেই।

পুরো একটা হপ্তা কারাগারের এখানে-ওখানে ঘুরে কাটিয়ে

দিলাম। দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইতো তবু সময় দিয়েছি ওদের, মিতালী পাতিয়েছি—বলা যায় না, অযাচিতভাবে সাহায্য আসতে পারে কারো কাছ থেকে। তাছাড়া এখন আমার যা হাল, তাতে জলে বাস করে কুমিরের সাথে বিবাদ করা উচিত হবে না।

মেয়েদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা নেই এখানে– সবাই একত্রে থাকে। কিছু কিশোর অপরাধী আছে, বয়ঃসন্ধিক্ষণে ঝোঁকের মাথায় একটা অন্যায় হয়তো করে ফেলেছিল—এখন দাগী আসামীদের সাথে থাকতে থাকতে নিজেরাও ঘাঘু অপরাধী হয়ে গিয়েছে। ঋণগ্রস্ত কয়েদিও আছে কয়েকজন। রানী বা চার্চের বিরুদ্ধে কথা বলার দায়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছে এমন দু-তিনজনের সাথে পরিচয় হয়েছে।

একদিন একটা খাসকামরায় নিয়ে যাওয়া হলো আমাকে। ভেতরে ঢুকে দেখলাম দুজন লোক বসে—একজন কৃশকায়, ক্রুর চেহারা, মাথায় কোঁকড়া পরচুলা। নিরাসক্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো সে।

অন্যজন স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ। সম্ভবত আর্মি অফিসার বা কোনো রণতরীর ক্যাপটেন।

'তুমিই অ্যালান ওসমান?' জিজ্ঞেস করলো পরচুলা।

'জি, স্যার। আমি ইংল্যানডের একজন রাজভক্ত নাগরিক,' বললাম।

'এমন ভক্ত অনেক আছে,' সংক্ষেপে জবাব দিলো পরচুলা। 'এবার কাজের কথায় আসা যাক। তুমি কভেনি হ্যাসলিংয়ের কাছে স্বর্ণমুদ্রা বিক্রি করেছো?'

'জি, করেছি।'

'কোথায় পেয়েছো ওগুলো?'

নালায় কুড়িয়ে-পাওয়া মোহরগুলো বেচতে গিয়ে যখন বুঝলাম পুরাতাত্ত্বিক জিনিসের মূল্য আছে, তখন আরেক জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে কীভাবে বাকি মুদ্রাগুলো পেয়েছিলাম—আগাগোড়া সব খুলে বললাম।

'এত তাড়াতাড়ি? এতো সহজে?'

'ভাগ্যের লীলাখেলা। হাজারে বড়জোর একবার ঘটে। তবে ইংল্যানডে এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে খুঁজলে প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া যাবে।'

'তোমার বাড়ি হাওড়ে?'

'জি।'

'সমুদ্রের কাছেপিঠেই বাসা?'

'না, কিছুটা দূরে।'

'কিন্তু ও-পথে যাতায়াত আছে, তাই না?'

'তা আছে।'

'রাজা জনের রত্নভাণ্ডার হারিয়ে যাবার ঘটনাটা জানো?'

কয়েক ঘণ্টা আমাকে জেরা করলো ওরা। পরচুলা-মাথা লোকটার চোখজোড়া ভয়ানক শীতল, এতটুকু দয়ামায়ার চিহ্ন নেই। আমার কাহিনী বিশ্বাস করলো না সে।

অবশেষে সঙ্গীর পানে তাকালো লোকটা। 'সোয়েলি, এ তো একটা আস্ত মিথ্যুক!' বললো। 'আগেই বলেছিলাম, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না, দু-চার ঘা লাগালেই সুড়সুড় করে বলে দেবে সব··· এ ধরনের লোক কষ্ট সহ্য করতে পারে না।'

'আপনি পারেন?' আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। 'আমার ধারণা

আপনারও সহ্যশক্তি কম। আমার যা বলার ছিলো বলেছি—বিশ্বাস করা না করা আপনাদের ইচ্ছে।'

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালো সে, হাতের উলটো পিঠ দিয়ে চড় মারলো আমার গালে। চড়টা তেমন জোরালো ছিলো না, আমি হেসে উঠলাম।

'আমাদের দুজনের হাতেই তলোয়ার থাকলে,' বললাম, 'আজ আপনার দফা ঠাণ্ডা করে দিতাম।'

'কী! আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস তুই!'

'ইংরেজের রক্ত বইছে আমার ধমনীতে। কয়েদিকে যে-লোক মারে সে তো ভীতু। এবং আপনি, স্যার, তাই।'

'অ্যাই, চুপ করো! যথেষ্ট হয়েছে!' আচমকা আমাদের দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো সোয়েলি। 'আমি দুঃখিত, স্যার হেনরি।'

'নিজের মঙ্গল চাও তো এখনো বলো কোথায় রেখেছো ওগুলো,' আমার দিকে তর্জনী উঁচিয়ে বললো সে।

'বললাম তো, আর কিছু জানি না আমি। কেন নিজেদের মহামূল্যবান সময় নষ্ট করছেন। আপনারাই বলুন, ওই সোনাদানার হদিস পেয়ে থাকলে কোন দুঃখে আমি আমেরিকায় যাচ্ছি?'

সোয়েলি তাকালো আমার পানে, জিভ দিয়ে ওর পুরু ঠোঁট-জোড়া ভিজিয়ে নিলো। ঘিনঘিন করে উঠলো আমার গা। 'কী করে বুঝবো তুমি স্পেন কিংবা ইতালিতে যাচ্ছিলে না? হলফ করে একজন বলেছে, রাজা জনের হারানো রত্নভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছো তুমি।'

থ হয়ে গেলাম আমি। সজোরে ঘাড় নেড়ে বললাম, 'একদম বাজে কথা। এ-সব কিছুই পাইনি।'

'তবু আরেকবার ভেবেচিন্তে দেখো,' বললো সোয়েলি। 'আমরা আবার আসবো।'

নিজের কারাকক্ষে ফিরে এলাম। একটা নোংরা বিছানাসম্বল অপরিসর ঘরটা দেখে আজ বিতৃষ্ণায় ভরে গেল মন।

এভাবে আমাকে আটকে রাখার কী অধিকার আছে ওদের? কিন্তু হা-হুতাশ করা আমার স্বভাবের বাইরে। জীবনে কোনো দিন কারো নামে অভিযোগ করিনি—সমস্যা থাকলে, তা নিরসনের উপায়ও আছে নিশ্চয়ই।

হায়াত··· হায়াতের সঙ্গে দেখা করতে হবে। করিডোরে বেরিয়ে এলাম—পরিষ্কার বুঝতে পারছি একবার যখন শুরু হয়েছে জেরা, এত অবাধে আর বিচরণ করতে পারবো না। এ বার চলবে নির্যাতন।

আচমকা থমকে দাঁড়ালাম, সামনেই একজন খর্বকায় রোগা লোকের সাথে কথা বলছে পিটার টালিস। আড়চোখে আমাকে দেখেও না দেখার ভান করলো। ওকে পাশ কাটিয়ে হায়াতের সন্ধানে এগিয়ে গেলাম।

যেন বেঁটে লোকটাকে বলছে, এভাবে মুখ খুললো সে। 'অ্যালান, এর নাম ফেগানি। এখানে ও 'শিকারী' নামে পরিচিত। ফেগানি শব্দের অর্থ অনেকটা তাই। এ খুব ভালো লোক, সাহায্য করবে।

'দুঃসংবাদ আছে। পালাতে হলে আজই সুযোগ নিতে হবে। দেরি করা চলবে না। কাল তোমাকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করা হবে, ওরা হয় রত্নভাণ্ডার বের করে ছাড়বে, নয়তো মরতে হবে তোমাকে। সকালে যে-দুজনের সাথে তোমার কথা হয়েছে, তাদের ওপরেই সব কিছু নির্ভর করছে।'

'ঘোড়া লাগবে আমার··· তিনটে।'

কারো প্রতীক্ষা করছি যেন, এভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম। টালিস বা ফেগানির উপস্থিতি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সচেতনতা প্রকাশ পেতে দিলাম না আমার হাবভাবে। অন্যেরা পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। বড় হলঘরটার শেষ-প্রান্তে হায়াতকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম।

'তোমার পরিচিত এক বাসায় ঘোড়া থাকবে, থিয়েটার থেকে গিয়েছিলে।'

টমাসের বাসা।

'প্রথমেই যাবে ওখানে। তারপর উত্তরপশ্চিমে কোথাও চলে যেও। রানীর পেয়াদারা হন্যে হয়ে খুঁজতে শুরু করবে তোমাকে। ফেগানির ওপর ভরসা রাখতে পারো।'

আরেকজন কয়েদির সঙ্গে কথা বলার জন্যে সরে গেল সে। ফেগানি আমার আশপাশে ঘুরঘুর করতে লাগলো। 'তোমার কাছে কেট আছে?' চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করলো।

'কেট?'

'উকো, গরাদ কাটা থেকে তালা খোলা সব করা যায়। তোমার লাগবে একটা। মনে হচ্ছে আজ রাতেই আবার বেড়ি পরানো হবে তোমায়।'

কপালে যাই থাকুক, এখান থেকে কেটে পড়তে হবে। নিউগেটের চৌহদ্দি আমার কাছে এখন বিষবৎ ঠেকছে। সেলে ফিরে গেলাম আমি।

ঘরে ঢুকে জানালার দিকে তাকালাম। মেঝে থেকে ছফুট উঁচুতে, চার ফুটের মতো চওড়া, মাথার দিকটা ধনুকের মতো ঈষৎ বাঁকানো, মোটা গরাদে দেয়া। একটা থেকে অপরটার দূরত্ব কমপক্ষে ছইঞ্চি। কোনাকুনিভাবে আরো দুটো সমান্তরাল লোহার রড বসানো।

বিছানা ছাড়াও কামরায় একটা বেনচ আর কাঠের গামলা রয়েছে। বেনচিটা অসম্ভব ভারি, চট করে নড়ানো সম্ভব নয়। তাই জানালার চৌকাঠটা খুঁটিয়ে দেখার জন্যে গামলা উপুড় করে তার ওপর দাঁড়ালাম।

গরাদেগুলো পাথরের গাঁথুনিতে বসানো, তবে সন্তোষের সাথে লক্ষ্য করলাম বহু বছরের ঝড়-জলে পাথরের বাইরের দিকটা ক্ষয়ে গিয়েছে। আরেকটু উঁকি দিতে জানালার নিচে একটা দেয়াল আবছাভাবে চোখে পড়লো। কোনোমতে ওই দেয়ালে নামতে পারলে··

করিডোরে পায়ের আওয়াজ পেয়ে সচকিত হয়ে উঠলাম, ঝটপট নেমে গামলাটা সরিয়ে রেখে বসে পড়লাম বিছানায়। ঘটাং শব্দে খুলে গেল সেলের দরজা, একজন প্রহরী ঢুকলো ভেতরে, ওর পেছনে ফেগানি —শেকল বেড়ি বয়ে আনছে।

হাসলো প্রহরী। দাঁতগুলো ভাঙা, হলদে। 'বাপধন, কাল আবার এগুলো পরবে তুমি!'

'তোমাকে না টাকা দিয়েছি আমি।' প্রতিবাদ জানালাম।

'তা দিয়েছো, কিন্তু উপরঅলার নির্দেশ, আমার কিস্সু করার নেই।'

'দুঃখিত,' ফেগানি বললো আমাকে, 'আসলেই ওর কোনো দোষ নেই। ভালো করে চিনে রাখো একে, পরে হয়তো নগদ কিছু হাতে পেলে খুলে দেবে।'

'অ্যাই, চুপ চুপ!' ধমক দিলো রক্ষী। 'অত জোরে বলে না!'

আমার কাঁধে মৃদু চাপড় মারলো ফেগানি, কলারের তলায়, ঘাড়ে একটা ঠাণ্ডা ছোঁয়া অনুভব করলাম। 'আসি তাহলে। মন খারাপ

করো না।'

ওরা চলে যাবার পর কলারের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে উকোটা বের করে আনলাম। জেলখানার ভাষায় কেট, তালা খোলার যন্তর।

নষ্ট করার মতো সময় নেই। আরো কঠিন জেরার মুখে পড়তে যাচ্ছি আমি। এ-বার শুরু হবে অকথ্য নির্যাতন, মৃত্যু না হওয়া অবধি থামবে না।

সুতরাং যা করার আজ রাতে করতে হবে।

নিচের হলঘর এবং অন্যান্য সেল থেকে কয়েদিদের হুল্লোড়ের আওয়াজ ভেসে আসছে। জানালার শিকগুলো আবার পরখ করলাম। বৃষ্টির পানিতে মরচে ধরেছে, কয়েকটা গোড়া থেকে আলগা হয়ে গিয়েছে।

নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলাম। উকো দিয়ে ক্ষয়ে যাওয়া দুটো গরাদের গোড়া কেটে ফেলে সকেট থেকে বের করার চেষ্টা করতে লাগলাম। হঠাৎ প্যাসেজে পদশব্দ হতে তাড়াতাড়ি নেমে দুহাঁটু মুড়ে বসে পড়লাম বেনচিতে। কারারক্ষী দরজার কাটা জানালা দিয়ে উঁকি দিলো ভেতরে, তারপর সরে গেল।

আবার কাজে নেমে পড়লাম। দুটো গরাদে আর একটা সমান্তরাল বার খুলে ফেলতে পারলেই অনায়াসে বেরিয়ে যেতে পারবো। আমার শক্তি এখন কাজে এলো, খুলে নিলাম দুটো শিক। ওগুলো আলগোছে মেঝেতে নামিয়ে রেখে সমান্তরাল লোহাটার প্রতি মনোযোগ দিলাম।

তেমন মজবুত গাঁথুনি নয়, উকোর প্রতি ঘষায় পাথরকুচি খসে পড়তে লাগলো। দেয়ালটা পুরোনো, নোনা ধরেছে। এদিকে ঘেমে নেয়ে উঠছি আমি, আঙুলের গিঁটগুলো ছড়ে গিয়েছে। তৃতীয়

গরাদেটা যখন খসিয়ে আনলাম তখন মাঝ-রাত পেরিয়ে গিয়েছে, বহুক্ষণ আগে নীরবতা নেমেছে জেলখানায়।

ভারি বেনচিটা সাবধানে জানালার নিচে নিয়ে এলাম। পরনের কোটটা খুলে খাটের ওপর এমনভাবে রেখে দিলাম যাতে হঠাৎ দেখলে মনে হয় একজন লোক শুয়ে আছে। বেনচিতে সবে এক পা রেখেছি সহসা সেলের দরজা খুলে গেল।

'বাহ!' হেনরি ক্রপি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। 'ধরেছি!'

পেছন থেকে ঝাপটে ধরার জন্যে ছুটে আসতে চাইলো সে গরাদে পা বেধে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

ওকে উঠে দাঁড়ানোর অবসর দিলাম না, ঝটিতি নেমে গিয়ে ঘুসি মারলাম নাকে। কড়াৎ শব্দে ভেঙে গেল হাড়। পড়ে যেতে গিয়েও সামলে নিলো ক্রপি, দুহাত বাড়িয়ে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চেষ্টা করলো।

চট করে ওর একটা কবজি চেপে ধরে মোচড় দিলাম, পিঠের সাথে চেপে ধরে চাড় দিলাম ওপর দিকে। হ্যামারলক—কুস্তির একটা বহু প্রচলিত প্যাঁচ। ও চেঁচিয়ে উঠতে গেল, ঘাড়ের ওপর বিরাশি ওজনের একটা রদ্দা ঝাড়লাম আমি, জ্ঞান হারিয়ে ক্রপি মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো।

দরজা খোলা পেয়ে আমার যে খুব একটা লাভ হলো তা নয়। এই প্যাসেজের শেষ-মাথায় আরেকটা ভারি দরজা রয়েছে—নিশ্চয়ই আছে সেটা বন্ধ। সুতরাং জানালা গলেই বেরোতে হবে।

বেনচির ওপর দাঁড়ালাম, দুহাতের তালুতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে পা গুটিয়ে আনতে লাগলাম, পেছনে অস্ফুট গোঙানির আওয়াজ হচ্ছে।

নিচে তাকিয়ে আমার গা হিম হয়ে গেল। যে-দেয়ালের ওপর ভরসা করেছিলাম, সেটার দূরত্ব কমপক্ষে বিশফুট এবং বড়জোর ছফুট চওড়া। লাফিয়ে ওখানে নামতে পারবো হয়তো, কিন্তু পা পিছলে পড়ে যাবার আশঙ্কাই বেশি। একমুহূর্ত ইতস্তত করলাম। ওই দেয়াল থেকে হড়কে গেলে নির্ঘাত আরো তিরিশফুট নিচে ছিটকে পড়তে হবে। ওপরে তাকালাম।

ছাতের প্রান্ত এই জানালা থেকে বড়জোর চারফুট দূরে হবে। গরাদে আঁকড়ে ধরে বাইরের অন্ধকারে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালাম আমি। এক হাতে জানালা আঁকড়ে রেখে আরেক হাত দিয়ে ছাতের কিনারা চেপে ধরলাম। তারপর খুব সাবধানে উঠে পড়লাম ঢালু ছাতে। হাঁপ ধরে গেল, শুয়ে ঘনঘন নিশ্বাস নিতে লাগলাম।

দরদর ঘামছি। কাপড়ে হাত মুছে নিয়ে এগোতে শুরু করলাম। ভিজে পিচ্ছিল হয়ে আছে টিনের চাল। এখান থেকে একবার পিছলে গেলে বাঁচার কোনো আশাই আর থাকবে না আমার, খাড়া ষাটফুট নিচে শানের ওপর গিয়ে পড়বো।

অবশেষে দালানের শেষ-প্রান্তে পৌছুলাম। ফুটছয়েক নিচে আরেকটা ছাত, এটাও টিনের। টপকে প্রায় পঞ্চাশফুটের মতো দৌড়ে গেলাম। সামনেই একটা চিলেকোঠার জানালা। হাত দিয়ে পরখ করে বুঝলাম কাঠের পুরোনো ফ্রেম, নড়বড়ে। টান মেরে খুলে ভেতরে ঢুকলাম। ফাঁকা ঘর, অনেকদিন বন্ধ থাকায় উৎকট ভ্যাপসা গন্ধে ভরে আছে। আরেকটা জানালা দিয়ে ক্ষীণ আলো আসছে। উলটো দিকের দরজা খুলে একটা হলঘরে পা রাখলাম।

এখনো আমি নিউগেটের সীমানা পেরিয়ে না ডাকলে এটা নিশ্চয়ই জেলারের কোয়ার্টার। তবে কারাসংলগ্ন কোনো বাসা-

বাড়ি হবার সম্ভাবনাই বেশি। হলঘর থেকে বেরোনোর দরজায় তালা দেয়া। দৌড়ে ও-পাশের জানালার ধারে গেলাম। চোখের পলকে চৌকাঠ টপকে আরেকটা ছাতে নেমে পড়লাম। হাড় কাঁপিয়ে দিলো রাতের হিমেল হাওয়া, গুড়িগুড়ি বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

খানিকটা দূরে, অন্য আরেকটা ছাতে, একটা কাটা জানালা চোখে পড়লো। দ্রুত সে-দিকে এগিয়ে গেলাম। সময় ফুরিয়ে আসছে, তাড়াতাড়ি সাউথওঅর্কে টমাসের বাসায় গিয়ে ঘোড়া সংগ্রহ করতে হবে।

জানালার কপাট ভেজানো, ফাঁক করে ভেতরে ঢুকলাম আমি। মেঘের ফোকর গলে এক চিলতে জ্যোছনা এসে পড়েছে। ওই আলোয় দেখলাম খাটের ওপর একটা মেয়ে বসে রয়েছে, গলার কাছে খামচে ধরে আছে বিছানার চাদর। চোখজোড়া আতঙ্কে বিস্ফারিত।

'ভয় পেয়ো না, এক্ষুণি চলে যাবো আমি!'

'তুমি কয়েদি, জেল পালিয়েছ,' বললো সে।

'আমি চলে যাচ্ছি,' উৎফুল্ল গলায় বললাম। 'দয়া করে চেঁচিয়ে লোক জড়ো করো না।'

'আমার ক্ষতি না করলে চেঁচাবো না,' শান্তভাবে জবাব দিলো সে। 'ঋণের দায়ে বাবা নিউগেটে মারা গেছেন, ওদের প্রতি ঘৃণায় আমার মন বিষিয়ে আছে।

'সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাও।' দেখিয়ে দিলো সে। 'দরজা খুললেই রাস্তা, ওটা পেরিয়ে কোনো গলিতে ঢুকে পড়ো।'

'ধন্যবাদ।'

অন্ধকারে টমাসের বাসাটাকে ভুতুড়ে বাড়ির মতো দেখাচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করলাম। মনে হচ্ছে না কেউ আছে, তবু এটা একটা ফাঁদ হতে পারে। এখানে আমি ফিরে আসতে পারি, কারো সন্দেহ করার কথা নয়; কিন্তু, অন্যদিকে, আমার সাথে বন্ধুত্বের কারণে টমাসের আনুগত্যের ব্যাপারে ততটা নিশ্চিত নয় ওরা।

বাগানে ঢুকলাম, হঠাৎ সুতোর মতো আলোকরশ্মি লক্ষ্য করলাম একটা জানালায়। কেউ আছে ভেতরে। দোটানায় পড়ে গেলাম—দরজা নক করবো, নাকি সোজা চলে যাবো আস্তাবলে। কে থাকতে পারে এখানে? টমাস চলে গিয়েছেন, রেবেকাও নেই।

মৃদু টোকা দিতে খুলে গেল দরজা। লিলা—এ-বাড়ির সরকার এবং রেবেকার দাসী।

'ও, আপনি?' বললো সে।

লিলা শক্তিশালী মহিলা, বিরাট দেহ। আমি আসবো জানতো। রান্নাঘরে বসিয়ে খেতে দিলো। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল, গোগ্রাসে গিলতে শুরু করলাম। সুন্দর রান্না—না, ভুল হলো, অপূর্ব।

বেরিয়ে গেল সে, খানিক বাদে একটা কালো মোটা আলখাল্লা, টুপি, তলোয়ার, দুটো পিস্তল এবং একটা থলেতে কিছু রৌপ্যমুদ্রা নিয়ে ফিরে এলো।

'পিটার টালিস জানিয়েছে এগুলো আপনার লাগবে।'

আনন্দে কৃতজ্ঞতায় ওকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা জোগালো না আমার মুখে।

'দিদিমণি কেমন আছেন?' আচমকা জিজ্ঞেস করলো ও। 'দেখা হয়েছে আপনার সাথে?'

'ও এখন আমেরিকার পথে,' বললাম, 'আমিও যাবো।'

'আমাকে নেবেন?' ফস করে বললো লিলা।

খাবার আটকে গেল আমার গলায়। কোনোমতে ঢোক গিলে বললাম, 'কী…কী বললে?'

'আমাকে নিয়ে চলুন আমেরিকায়,' দৃঢ় সুরে ও নিজের অভিমত জানালো। 'দিদিমণিকে একগাদা পুরুষের মাঝে একলা ছেড়ে দিয়ে আমি স্বস্তি পাবো না। কখন কী দরকার হয়, কেউ বলতে পারে? উনি রাজি হননি নিতে, আপনি অমত করবেন না।'

'তুমি যাবে?' বোকার মতো কথাটা পুনরাবৃত্তি করলাম। এ-রকম চলমান পাহাড়কে সাথে নিয়ে, তাও সে আবার মহিলা, বিদেশ যাত্রার কথা ভাবতেই হকচকিয়ে গেলাম। 'কিন্তু ক্যাপটেন টমাস না তোমার ওপর বাসার দায়িত্ব দিয়ে গেছেন?'

'তা অবশ্যি দিয়েছেন। ভীষণ নিঃসঙ্গ জীবন, তাই আমার ভাইকে আনিয়ে নিয়েছি। আমার অবর্তমানে ও বাড়ি পাহারা দেবে।'

'ভাই?' লিলার যে কোনো ভাই থাকতে পারে, কল্পনাও করিনি।

'জ্বি।' দরজার পাশ থেকে বেরিয়ে এলো এক লোক, আমার মতো দুটোকে জোড়া দিলেও ওর সমান হবে কি না সন্দেহ। হাত তো নয়, যেন একজোড়া উরু। 'নিজের বাড়ির মতো করে আমি পাহারা দেবো, মিঃ ওসমান। লিলাকে নিয়ে যান আপনি।'

'কিন্তু তোমরা বুঝতে পারছো না,' ধৈর্যের সাথে বললাম, 'আমরা বর্বরদের দেশে যাচ্ছি। গহিন জায়গা। তাছাড়া আমি কীভাবে যাবো তার নেই ঠিক, সে-ক্ষেত্রে মেয়েলোক সাথে নেবার প্রশ্নই ওঠে না।'

'কোনো ব্যাটাছেলে যেতে পারলে, আমিও পারবো,' শান্ত গলায় বললো লিলা। 'কষ্ট স্বীকার করতে আমার আপত্তি নেই। আমরা জাতে জেলে, নৌকো বাইতে জানি। দুজন পুরুষের সমান কাজ করতে পারি।'

'আর বুনোরা যদি ওর ওপর চড়াও হয়,' বললো লিলার ভাই, 'ঈশ্বর যেন ক্ষমা করেন ওদের, কারণ আমার বোন করবে না।'

আমার কোনো আপত্তি ওর সিদ্ধান্ত টলাতে পারলো না। ঘোড়ার পিঠে জিন চাপিয়ে এলো সে।

তবু নানান অজুহাতে ওকে ক্ষান্ত করতে চেষ্টা করলাম। 'রেবেকার সাথে কবে দেখা হবে ঠিক নেই। কীভাবে সাগর পেরুবো তাও জানি না, অজানা অরণ্যে খুঁজতে হবে ওদের। প্রতি মুহূর্তে ওখানে হিংস্র শ্বাপদ আর জংলীদের ভয় আছে। আবার যদি আমাদের দেখা হয়, তো সেটা বরাত বলতে হবে।'

'কোনো চিন্তা করবেন না, দিদিমণিকে আমরা খুঁজে বের করবোই,' বললো লিলা।

'পথে বিপদাপদ আসতে পারে। আমি পলাতক আসামী, আমাকে ওরা খুঁজে বেড়াচ্ছে, লিলা।'

'আমি কারো বোঝা হবো না।' নিজের সিদ্ধান্তে ও অটল।

'আচ্ছা, এসো তাহলে। কিন্তু একটা কথা বলে রাখছি, আমি সারা রাত ঘোড়ার পিঠে থাকবো, তুমি তাল মেলাতে পারলে ভালো—নইলে ফেলে রেখে চলে যাবো।'

'প্রয়োজনে আমি কাল সারাটা দিনও চলতে পারবো,' দৃঢ় সুরে জবাব দিলো লিলা।

আমি উঠে পড়লাম, গানবেল্ট আর তলোয়ার ঝুলিয়ে নিলাম

কোমরে। রওনা দেয়ার মুহূর্তে লিলা জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় যাবেন, কিছু ভেবেছেন ?'

'আপাতত আয়ারল্যানড—সেখান থেকে আমেরিকাগামী জাহাজ ধরার চেষ্টা করবো।'

কয়েকমিনিট চুপ করে রইলো লিলা, তারপর বললো, 'অ্যাংলেসি চেনেন ?'

'ঠিক চিনি বললে ভুল হবে—বাবার কাছে গল্প শুনেছি। কেন ?'

'আমার বাড়ি ওখানে।'

বিস্মিত হলাম, আমার ধারণা ছিলো ওর দেশ লনডনের আশপাশে কোথাও হবে। সে-কথা জানাতে লিলা হাসলো।

'বাবা ক্যাপটেন টমাসের জাহাজে কাজ করতেন,' বললো ও। 'মারা যাবার আগে ক্যাপটেনের হাতে আমাকে তুলে দিয়ে গেছেন। তা আমি বলছিলাম কি, অ্যাংলেসি গেলে কেমন হয় ? ওখান থেকে নৌকায় চেপে খোলা সমুদ্রে গিয়ে দেখবো জাহাজ পাওয়া যায় কি না—পেলে ভালো, আর নয়তো হাতের পাঁচ আয়ারল্যানড তো রইলোই।'

'বেশ।'

অ্যাংলেসি নিচু সমতল ভূমি—খোলামেলা, প্রচুর আলোবাতাস। উপকূল ধরে দ্রুত উজানে চলেছি আমরা। এ-পর্যন্ত পেছনে লোক লাগার কোনো চিহ্ন দেখতে পাইনি, তবে আমার মন বলছে ছায়ার মতো আমাদের অনুসরণ করা হচ্ছে।

রেবেকা, আমার জাহাজ—ওরা এখন কোথায় ? সমুদ্রের কতটা পাড়ি দিয়েছে ?

জলাভূমির ওপর দিয়ে যাচ্ছি, ডানে-বাঁয়ে ছোট ছোট গোলা-বাড়ি—সুমসাম। ফসলের মাঠগুলো পাথুরে দেয়াল ঘেরা। অবশেষে, ট্রিয়ারডুর বেতে একটা ছোট্ট কুটিরের সামনে এসে থামলাম। শালকাঠের থামের গায়ে কাদাচুনের পলেস্তরা। চারপাশে আঙুর-লতা আর ফুলের ঝাড়। সামনে উপসাগর এবং উত্তরে পাহাড়ের কিছুটা অংশ দেখা যায় এখান থেকে।

লিলার ডাকে নিচু দরজাটা খুলে একজন বেরিয়ে এলো—দারুণ লম্বা, সোজা হয়ে দাঁড়াতে লিলার মাথা ছাড়িয়ে গেল। মুখে লাল চাপদাড়ি, পাতলা শার্টের তলায় কাঁধের পেশীগুলো উঁচু হয়ে আছে।

'ও, তুই!' লিলার দিকে তাকালো সে। 'অ্যাদ্দিনে তাহলে বাড়ির কথা মনে পড়লো! তা সঙ্গে ও কে?'

'আমার দিদিমণির হবুস্বামী। আমাদের একটা নৌকা দরকার, আওয়েন।'

'নৌকা? কোথায় যাবি, বোন?'

'আয়ারল্যানড। আমেরিকার জাহাজ ধরবো।'

'তাই নাকি?' আমাকে প্রশ্ন করলো আওয়েন।

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলাম।

'ওখানে আমাদের জ্ঞাতি ভাইয়েরা আছে। ওদের খোঁজ করিস। তোরা বেশ ভালো সময় এসেছিস, সম্প্রতি একটা জাহাজ এখান থেকে আয়ারল্যানডের দিকে গেছে। ট্রলার। ছোট তবে মজবুত। ক্যাপটেনের বাড়ি আইসল্যানডে। ওটা ধরতে পারলে বোধ হয় সুবিধে হতো তোদের—কিন্তু যাবি কেমন করে?'

'কেন, খুব দূরে চলে গেছে?'

একটা কাঁধ ঝাঁকালো সে। 'জানতে চাইলে হাওয়াকে জিজ্ঞেস করো।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার চেহারায় ও কী যেন খুঁজলো। 'এত তাড়া কেন? মেয়েটার জন্যে, নাকি পেছনে কেউ লেগেছে?'

আমি হাসলাম। 'দুটোই। তবে মেয়েটার জন্যেই দুশ্চিন্তা হচ্ছে বেশি। পেছনে যারা লেগেছে তারাও কম ভয়ানক নয়। আমাকে ধরতে পারলে ফাঁসিতে লটকাবে। অবশ্যি বিনারক্তপাতে পারবে না —আমি লড়বো।'

তলপেট থেকে ওর হাসি উথলে উঠলো। 'এই তো মরদের মতো কথা। যাও, ভেতরে যাও। লিলা, তুই মায়ের সাথে গল্প কর। আর হয়তো দেখা হবে না তোদের। আমি নৌকার জোগাড়ে যাচ্ছি।'

কুঁজো হয়ে ঘরে ঢুকলাম আমরা। ভেতরটা বেশ উষ্ণ। শান্ত পরিবেশ। রান্নার ঘ্রাণ আসছে। উননের পাড়ে এক বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে: লম্বা কৃশকায়, বয়সের ভারে ঈষৎ ন্যুব্জ। সারা মুখে অসংখ্য বলি-রেখা, কিন্তু পোড়খাওয়া চোখ দুটো আশ্চর্যরকমের দ্যুতিময়।

'কে, লিলা? অনেকদিন পর এলি, মা।'

'আমি চলে যাচ্ছি।'

'হ্যাঁ, তোর কথা আমি শুনতে পেয়েছি। বহু দূরে চলে যাচ্ছিস তুই। যা, আটকাবো না। আমাদের অনেকেই গেছে, বেশির ভাগই আর ফেরেনি—কালাপানি অথবা দূরের কোনো দেশ খেয়েছে ওদের। এটা বোধ হয় আমাদের নিয়তি।' ফোঁস করে একটা দীর্ঘ-শ্বাস ছাড়লো বুড়ি।

এই বয়সেও তার হাঁটাচলা বেশ স্বচ্ছন্দ, টেবিলে একে একে খাবার সাজিয়ে দিলো। 'ভেড়ার মাংস, খুব সুস্বাদু। দাঁড়িয়ে রইলে

কেন, বাবা, খেতে বসো। আবার কখনো এ-সব খেতে পাবে কি না জানি না—তবে হলফ করে বলতে পারি এর স্বাদ তোমার জিভে লেগে থাকবে। আমার মা সর্বদা বলতেন, দূরে কোথায় গেলে সঙ্গে যত পারিস স্মৃতি নিয়ে যাবি। সব শেষ হয়ে যায় কিন্তু স্মৃতি অক্ষয়-লোহার মতো চিরকাল বেঁচে থাকে।'

এরপর মা-মেয়েতে পুরোনো সুখদুঃখের কথা শুরু হলো। আমি খাওয়ায় মনোযোগ দিলাম।

হঠাৎ দরজা খুলে উঁকি দিলো আওয়েন। 'চারজন লোক আসছে,' বললো সে। 'অশ্বারোহী।'

'অচেনা?'

'তা নইলে কি আর ছুটে আসি,' আমার দিকে তাকালো সে। 'নৌকো তৈরি। তোমরা কি এখুনি যাবে?'

'হ্যাঁ, তোমার বোনকে নিয়ে যাও। আমি এ-দিকটা দেখছি।'

'আমি থাকছি তোমার সাথে।'

হাত নেড়ে বারণ করলাম। 'না, লিলাকে নিয়ে নৌকোয় যাও তুমি। চারজনকে আমি একাই সামলাতে পারবো।'

শামুকের খোল-বিছানো রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। আমার পেছনে পাহাড়, ধূসর আকাশের পটভূমিতে গাঢ় বর্ণ ধারণ করেছে। ডানে সমুদ্র, ফিতের মতো মনে হচ্ছে এখান থেকে। কালো আলখাল্লার নিচে তলোয়ারের বাঁটে হাত রেখে ওদের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

পাঁচ

নিষ্ঠুর চেহারার এক লোক বাসার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাকে একনজর দেখে পেছন ফিরে আগুয়ান অচেনা অশ্বারোহীদের পানে তাকালো। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে কিছু বললো। বাড়ির ভেতর থেকে আরো দুজন লোক বেরিয়ে এলো।

রাস্তার ও-পারে, তীরের কাছাকাছি, জাল মেরামত করছে এক-জন, আওয়েন পাশ কাটিয়ে যাবার সময় কথা বললো তার সাথে। জালটা নামিয়ে রেখে একটা লম্বা বাঁশের খুঁটি তুলে নিলো সে।

অশ্বারোহীরা লাগাম টেনে ধরলো, ফুট তিরিশেক দূরে, সরাসরি আমার দিকে চেয়ে আছে। ওদের মধ্যে একজন রবার্ট ম্যালমায়েন।

'তাহলে আবার দেখা হলো আমাদের।'

'কিন্তু বিদায় বেলায়,' উৎফুল্ল সুরে বললাম, 'আমার ভীষণ খারাপ লাগছে এ-জন্যে।'

'চালিয়াতি রাখো! আমি তোমাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছি, অ্যালান,' বললো ম্যালমায়েন।

'মোটে তিনজনের ভরসায়।' তলোয়ারটা কোষমুক্ত করলাম

আমি।

রাস্তায় গুঞ্জন শুরু হয়েছে, আমার পাশ থেকে কানে কানে একজন বললো, 'যাও। বাতাস বসে থাকবে না।'

'এদেরকে আপ্যায়ন না করেই চলে যাবো?'

আমাদের চারপাশে ইতিমধ্যে ভিড় জমে উঠেছে। প্রায় জনাপঞ্চাশেক। ওরা চুপ করে আছে, কিন্তু ক্রমশ ছোট করে আনছে বৃত্তটা। মাছ ধরার কোঁচ, দাঁড় বা লাঠি রয়েছে হাতে। কয়েকটা কুঠারও চোখে পড়লো।

'ভাগো, ভাগো!' ম্যালমায়েন চেঁচিয়ে বললো ওদের।

'ম্যালমায়েন, এটা ওয়েলস। ওরা ইংরেজি বোঝে না।'

'ওদের সরে যেতে বলো।'

'আমি নিজেও ওয়েলশ জানি না, তাছাড়া ওদের অন্যায়টা কী? তোমরা এখানে নতুন, তাই কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।'

'কসম খোদার! ওদের সরে যেতে বলো, নইলে এমন শিক্ষা...'

ও তলোয়ার বের করতে গেল, কিন্তু সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলো বাঁটটা চেপে ধরেছে কেউ। নিচের দিকে তাকাতে দেখলো এক লোক ওর পানে চেয়ে আছে, দাড়ির অরণ্যের ফাঁক দিয়ে সামনের পাটির কয়েকটা সাদা দাঁত উঁকি মারছে। ম্যালমায়েন ধমক দিলো, বাঁটের ওপর থেকে বজ্রমুষ্ঠি এতটুকু ঢিলে হলো না তাতে।

'সাবধান, ম্যালমায়েন!' হাসিমুখে বললাম আমি। 'এরা এমনিতে নিরীহ, খেপে গেলে মারমূর্তি ধারণ করে।'

এ-বার চার অশ্বারোহীকে ওরা এমনভাবে ঘিরে ফেললো যে ঘোড়াগুলোর নড়াচড়া করার কোনো উপায় রইলো না। একজন সওয়ারির পা চেপে ধরলো একজন। উদ্দেশ্য পরিষ্কার—সামান্যতম

বেচাল দেখলেই টান মেরে ফেলে দেবে মাটিতে।

'এসো।' চেঁচিয়ে ডাকলো আওয়েন। 'পালে হাওয়া লেগেছে।'

পিছিয়ে এসে তলোয়ার খাপে পুরলাম আমি, আলতো-পায়ে ছুটে গেলাম তীরের দিকে। লিলা অপেক্ষা করছিল পাড়ে, গানলে ভর দিয়ে নৌকোয় উঠে পড়লাম আমরা। আওয়েন লগি ঠেলে দূরে সরে গেল।

'তোকে আগুনে পুড়িয়ে মারবো আমি।' চিৎকার করে বললো ম্যালমায়েন। 'রণতরী পাঠাবো ধরার জন্যে।'

হলিহেড পাহাড়কে পেছনে রেখে নৈঋর্ত কোণে উইকলো অন্তরীপের উদ্দেশে রওনা হলাম, আইরিশ সাগর পেরোতে হবে আমাদের।

'ওরা কী করবে?' পাড়ের দিকে ইশারা করে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ওরা? কিচ্ছু না। একটু বাদে যে যার কাজে ফিরে যাবে। অ্যাংলেসিতে ম্যালমায়েনের ডাল গলবে না। নৌকো পাবে না এখানে। আর পেতে হলে অন্য কোথাও গিয়ে চেষ্টা করতে হবে, ততক্ষণে আমরা আইরিশ উপকূলে পৌঁছে যাবো।'

শান্ত সমুদ্র, অনুকূল বাতাসে তরতর এগিয়ে চলেছে নৌকো। খানিক পর পাটাতনের ওপর পাল বিছিয়ে আমি শুয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙলো, হর্স শু ব্যাংকের অদূরে চলে এসেছি, আমাদের দক্ষিণে উইকলো হেড পাহাড়।

'তোমার ঘুম কুম্ভকর্ণের মতো,' বললো আওয়েন। সামনে এবং স্টারবোর্ডসাইডের প্রতি ইঙ্গিত করলো। 'সতর্ক থাকলে এই উপকূলকে ডরাবার কিছু নেই। দূরে একটা পাহাড় আছে··· উ্যলফ-

রক। গোটা উপকূল জুড়ে পাড়। অনায়াসে একটা জায়গায় জাহাজ লুকিয়ে থাকতে পারে। তবে সামনের চার-ছ মাইল জায়গা একটু বিপজ্জনক।'

আমরা দুজন দাঁড়িয়ে দিগন্তের পানে তাকালাম। সামনে আর্কলো ব্যাংক, গ্রাসগরম্যান, ব্ল্যাকওঅটর এবং ডগার—যে-লোক জানে না তার জন্যে এর যে-কোনোটিতে বিপদ ঘটতে পারে। অথচ আপাত-দৃষ্টিতে নিরীহ মনে হবে সমুদ্রকে।'

'তোমার ওই আইসল্যানডার কোথায় থাকতে পারে এখন?'

একটু চিন্তা করলো আওয়েন। 'হয়তো চলে গেছে, তবে আমার ধারণা ক্যাসলহেভেন কিংবা গ্ল্যানডোরে পাওয়া যেতে পারে। ভিড় পছন্দ করে না ও।'

গাঢ় সবুজ চাদর উপকূলকে মুড়ে রেখেছে, সামনে দিগন্তবিস্তৃত ধূসর জলরাশি। বাতাসের দোলায় ঢেউয়ের মাথা থেকে ফেনা ছিটে এসে মুখ ভিজিয়ে দিচ্ছে। সমুদ্রের সাথে শুশুকের মতো খেলা করছে আমাদের নৌকো। আশপাশে কয়েকটা জেলেনৌকো চোখে পড়লো, বহুদূরে একটা জাহাজ থেমে আছে।

পালা করে হালে বসলাম আমি।

অবশেষে গ্যালি হেড এবং ফয়েলসনাশার্ক হেড পাহাড় ঘুরে আমরা গ্ল্যানডোর উপসাগরে উপস্থিত হলাম। আসার সময় পোর্টবিম-সাইডে অ্যাডাম আইল্যানড পড়েছিল, বেশ কিছুটা দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে এসেছি। ক্ষুদ্র উপসাগর, তবে স্থলভাগের অভ্যন্তরে বহুদূর অবধি চলে গিয়েছে বলে বাতাসের তোড় কম।

দুটো দুর্গ চোখে পড়লো। পোর্টসাইডে আকাশছোঁয়া ক্যাসল ডোনোভান—কালো গ্রানিটের দেয়াল বছরের পর বছর সমুদ্রের

উপদ্রব সয়ে এখনো অটুট রয়েছে।

পাড়ের কাছাকাছি নোঙর ফেলে পোতশ্রয়ে উঠলাম। ঈপ্সিত জাহাজটা দেখতে পেলাম, রেইলে দাঁড়িয়ে ক্যাপটেন লক্ষ্য করছে আমাদের।

'এই যে, থরভ্যালড!' ডাকলো আওয়েন। 'তোমার জাহাজে আমার দুজন লোক যাবে।'

'আমরা নিউফাউনডল্যানড যাচ্ছি!' জবাব দিলো থরভ্যালড। 'ভোরে রওনা হবো।'

'আমার বোন আর এক ইংরেজ যাবে। অ্যাংলেসি থেকে তোমার পিছু নিয়েছি আমরা।'

ওদের-পাঠানো একটা ডিঙিতে করে আওয়েন আমাদের জাহাজে নিয়ে গেল।

'আমার জাহাজে মেয়েলোক? শ্রেফ তোমার খাতিরে, আওয়েন।' থরভ্যালডের দেহ হাতির মতো, চওড়া মোটা হাড়। সোনালি চুল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো সে। 'তুমি জাহাজি, ঠিক কি না?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় যাবে?'

'ভার্জিনিয়া। আপাতত নিউফাউনল্যানড হলেও চলবে। কিছুটা অন্তত এগিয়ে থাকতে পারবো।'

'কথা শুনে মনে হচ্ছে পেছনে শত্রু লেগেছে?'

'হ্যাঁ। বলা যায় না রয়েল নেভিও আসতে পারে। অবশ্যি তুমি ঝুঁকি নিতে না চাইলে আমরা অন্য উপায় দেখবো। সম্ভব হলে একটা নৌকো কিনে তোমাদের সাথে সাথে যাবো।'

গোটা শরীর দুলিয়ে হাসলো থরভ্যালড। 'বলা সহজ, কাজে কঠিন।' শ্রাগ করলো সে। 'তাছাড়া আমরা যেখানে যাচ্ছি, ইচ্ছে হলে সেখান থেকেও তোমাকে পাকড়াও করতে পারবে ওরা।'

গ্র্যানডোরের পাহাড়গুলো সবুজ সুন্দর। নিবিড় গাছগাছালির মাঝে ক্যাসল ডোনভানকে অদ্ভুত রহস্যময় দেখায়। ডিঙি নিয়ে পাড়ে গেলাম আমরা। আওয়েনের পরিচিত এক দোকান থেকে কিছু দরকারি জিনিস কিনে জাহাজে ফিরে এলাম।

আদৌ তেমন আহামরি জাহাজ নয়, নরওয়ের বিয়র্ট ধাঁচের কাঠামো। চৌকো টপসেইল। তিনকোনা মিজল, বোস্পিরিটের নিচে ছোট্ট স্পিরিটসেইল। জাহাজটার নাম স্নোরি, চেহারাসুরতে আমার পছন্দ হলো।

অ্যাফটের ছোট, কেবিনে লিলার জন্যে খানিকটা অংশ পর্দা দিয়ে ঘিরে দেয়া হলো।

পান্নাসবুজ গ্র্যানডোর ছেড়ে আমরা যখন রওনা হলাম, পুবাকাশ সবে কচি লেবুপাতা বরণ হতে শুরু করেছে। আমি ডেকে দাঁড়িয়ে আয়ারল্যানডের দিকে তাকালাম। আবার কোনো দিন ব্রিটেনের দ্বীপগুলো দেখার সৌভাগ্য হবে কি?

চমৎকার দখিনা বাতাস, তবু আইসল্যানডের পথে যতটা সম্ভব এগিয়ে থাকার লক্ষ্যে সবগুলো পাল খাটালো থরভ্যালড। দূরে বজ্রপাতের শব্দ জানান দিলো সামনে আমাদের ভাগ্যে কী আছে। তবে থরভ্যালড ঝানু নাবিক—জাহাজের ডেকে বেড়ে উঠেছে মূলত। হালে যে আছে সেও অভিজ্ঞ মাল্লা, চল্লিশের কোঠায় বয়েস, ভাইকিংয়ের মতো চেহারা।

দুপুরের মুখে আমি হাল ধরলাম। থরভ্যালড তীক্ষ্ণ নজর রাখলো আমার প্রতি, কোনো অপরিচিত লোকের হাতে নিজের জাহাজের ভার তুলে দিয়ে স্বস্তি পাবার মতো লোক সে নয়। হাওড়ে নৌকো বেয়ে আমার হাত পেকেছে, কিছুক্ষণ পর নিশ্চিত হয়ে সরে গেল ক্যাপটেন।

অধিকাংশ সময় লিলা নিচে থাকছে। আবহাওয়া শান্ত এবং কোনোরকম দুলুনি না থাকলে জাহাজের ভঁাড়ার থেকে এটা ওটা নিয়ে রঁাধছে। স্বীকার না করে উপায় নেই, ওর রান্নার হাত অপূর্ব।

ওর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো থরভ্যালড। 'আমাদের অভ্যেস খারাপ করে দিচ্ছো, লিলা। জাহাজিদের পেটুক হতে নেই।'

উত্তরে হিমশীতল সমুদ্রের পানে এগিয়ে চলেছি আমরা। মাঝরাত নাগাদ ঘুম থেকে উঠে আমি ডেকে বেরিয়ে এলাম। 'ঘুমোনোর ইচ্ছে থাকলে,' থরভ্যালডকে বললাম, 'তুমি যাও, আমি থাকছি।'

'আমি ক্লান্ত,' সংক্ষেপে বললো সে। 'উত্তর-উত্তরপশ্চিম কোর্স।'

ও নেমে গেল নিচে, হালীর সঙ্গে আমি একা রইলাম দায়িত্বে। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না মুখ।

যত দিন যাচ্ছে বাতাসে শীতলভাব বাড়ছে। অবশেষে একদিন আইসল্যানডের পর্বতমালা চোখে পড়তে আমরা সবাই অ্যামিডশিপে জড়ো হয়ে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকালাম ডাঙার দিকে। একটা ক্ষুদ্র খাঁড়িতে জাহাজটা ঢুকিয়ে দিলো থরভ্যালড, ওখানেই ওর বাড়ি।

তিনদিন বিশ্রাম নিয়ে ফের যাত্রা করলাম। বাতাস এখানে নিয়মিত কিন্তু ঠাণ্ডা। একদিন রাতে হঠাৎ অতিরিক্ত শীত পড়লো। আবহাওয়ার তারতম্যে ঈষৎ বিচলিত বোধ করলাম আমি, নেমে

গিয়ে থরভ্যালডকে জাগালাম।

ডেকে উঠে এসে বাতাসের গন্ধ শুঁকলো সে, একটু বাদে বললো, 'বরফ।'

গতিপথ দক্ষিণে পরিবর্তন করলাম। পানিতে শাদা চকচকে একটা কিছু ভাসছে, সহসা লক্ষ্য করলাম আমি। বরফ। অচিরেই আরো কয়েকটা টুকরো, তারপর একটা প্রকাণ্ড বার্গ চোখে পড়লো।

কয়েকশোফুট দুর দিয়ে পাশ কাটালাম, একটা বিশাল শাদা টাওয়ার মেঘের পানে বরফের তর্জনী উঁচিয়ে রয়েছে।

দ্রুত বয়ে যাচ্ছে সময়। এক ধূসর মেঘলা দিনে আমরা উইটলেস উপসাগরে জলকেলীরত পাখিদের দেখতে পেলাম এবং উপকূল বরাবর উত্তরে মোড় নিয়ে সেনট জনস হারবারে নোঙর ফেললাম।

অসংখ্য বোট বাঁধা পোতাশ্রয়ে। ওগুলোর কয়েকটা জলদস্যুদের। এই জায়গা ওদের খুব পছন্দ। এখান থেকে খালাসি সংগ্রহ করে। নিউফাউনডল্যানডের অধিবাসীরা কর্মঠ, জাহাজ এবং সমুদ্রের যে-কোনো কাজে পটু। সবাই ওদের পেতে চায়, জলদস্যুরা সাগ্রহে ডেকে নেয়। কারণ গতি আর নৌবিদ্যা জলদস্যুদের প্রধান উপজীব্য।

'আর এগোবো না আমরা,' বললো থরভ্যালড। 'সাথে মালপত্র যা আছে বেচে দিয়ে মাছ কিনে বাড়ির পথ ধরবো।'

'তোমাকে রাজি করাতে পারলে ভালো হতো। ওই উপকূলে আমি ফার কিনেছি।' দ্বীপ পেরিয়ে দিগন্তের যেখানে সেই বিশাল দেশটা থাকতে পারে সে-দিকে ইঙ্গিত করলাম। 'ওখানে গেলে তোমার ভাগ্যের চাকা একদম ঘুরে যাবে।'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লো থরভ্যালড, তবে ওর দৃষ্টি পশ্চিম

দিগন্তে স্থির হয়ে রইলো।

'ভেবো দেখো,' বললাম, 'চারবারের মুনাফা একযাত্রায় করতে পারবে।'

আবার মাথা নাড়লো সে। 'তোমাকে নৌকো জোগাড় করে দেবো,' বললো আইসল্যানডবাসী। 'এখানকার নাড়িনক্ষত্র আমি জানি, এরাও আমাকে চেনে।'

এই দ্বীপের সবাই পরিশ্রমী। জাহাজ নির্মিত হচ্ছে। মাছ শুকোতে কিংবা কালাপানিতে আবার জাল ফেলার জন্যে রসদ কিনতে হরদম নৌকো আসছে।'

আমার ভেতরে আগ্রহের জোয়ার বইছে এখন। গন্তব্যের এত কাছে চলে এসেছি—রেবেকা, আমাদের জাহাজ আর বন্ধুদের কথা মনে পড়ছে কেবল। আমার স্বপ্নের মাঝে নীলগিরি একটা রহস্যে-ঘেরা আসন করে নিয়েছে—জীবনে আর কোনো চ্যালেনজ এত প্রবলভাবে আমাকে আকর্ষণ করেনি।

ডাঙায় গিয়ে জেলেদের মাঝে ঘুরতে লাগলাম আমরা। থরভ্যালড লিলা আর আমি কিছু প্রয়োজনীয় কেনাকাটা করলাম। প্রচুর জিনিস ওঠে এই বন্দরে।

একজন বিশালদেহী লোক আচমকা আমার পথ আগলে দাঁড়ালো। লম্বা-চওড়ায় আমার দ্বিগুণ। একনজরে বোঝা যায় শক্তিশালী, এবং নিজেকে নিঃসন্দেহে সে ভাবেও তাই।

'ওই মেয়েটার বিনিময়,' ইঙ্গিতে লিলাকে দেখালো, 'পঞ্চাশ ইংলিশ পাউনড পাবে।'

'ও স্বাধীন, দাস নয়,' বললাম আমি।

'বাহ!' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করলো লোকটা। 'টাকা দিলে কোন

মেয়েলোক আবার স্বাধীন ? ওকে আমার চাই ! ঠিক আছে, একশো পাউনড।' আমার দিকে ঝুঁকে এলো সে। লালসায় চোখদুটো চকচক করছে, অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে লাল হয়ে আছে মুখ।

'না,' বললাম আমি। 'পথ ছাড়ো।'

'পথ ছাড়বো ?' চিৎকার করে উঠলো লোকটা। 'কথাটা কি আমাকে বললে ?'

ও গায়েগতরে আমার চেয়ে বড় এবং মাতাল। এরা সাধারণত বিপজ্জনক হয়, ভাবলাম, তাছাড়া ওর সাথে লড়াই করার ইচ্ছেও আমার নেই। দক্ষিণে বেরিয়ে পড়ার জন্যে অধৈর্য হয়ে উঠেছি আমি, ও-দিকে যাবে এমন জাহাজ খুঁজছি হন্যে হয়ে—ঠিক এ-সময় এই দানবটার অশালীন আচরণ আমার বিরক্তি উৎপাদন করলো।

তলোয়ার বের করতে নিলো সে, বাধ্য হয়ে একহাতে বাধা দিলাম আমি, অন্য হাতটা মুগুরের মতো ব্যবহার করলাম ওর নাকে।

প্রচণ্ড আঘাতে ওর দম বন্ধ হবার দশা হলো। জানি, আহত লোক হিংস্র হয় : পা ফাঁক করে দাঁড়ালাম আমি, দুহাতে দুটো ঘুসি হাঁকালাম ওর চোয়ালে।

অব্যর্থ লক্ষ্য···আমার জোর দু-তিনজনের সমান, আগেই বলেছি।

তুলোর বস্তার মতো কাদার ওপর বসে পড়লো সে, নাক-মুখ ফেটে রক্ত গড়াচ্ছে। আচমকা আঘাতে ওর চিন্তাশক্তি লোপ পেয়েছে। পাশ কাটিয়ে চলে এলাম আমি, থরভ্যালড তাকালো আমার দিকে।

'তোমার গায়ে জোর আছে,' বললো ক্যাপটেন। 'কিন্তু জানো ও কে ?'

'না।'

'জলদস্যু, ওলান্দাজ জাহাজ, আয়াকসের ক্যাপটেন।' পোতাশ্রয়ে দাঁড়ানো একটা জাহাজ দেখালো থরভ্যালড।

'তাতে কী,' মুখে বললাম বটে, কিন্তু আমার মনে ঈর্ষার উদ্রেক হলো। জলযান হিশেবে আয়াকস একটা চমৎকার জাহাজ, অনায়াসে বলে দেয়া যায় অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ছুটতে পারে।

'ও আসছে,' শান্ত গলায় বললো লিলা।

পেছন ফিরে দেখলাম উঠে দাঁড়িয়েছে দানব। জনাছয়েক লোক জড়ো হয়েছে ওর আশপাশে, সবাই আমার দিকে তাকিয়ে। ধূলি-তেড়ে আসতে গেল লোকটা, পারলো না। টলে উঠলো পা, আবার শয্যা নিলো।

শুকনো চেহারার এক লোক এগিয়ে এলো আমাদের কাছে। কালো শান্ত চোখদুটিতে কৃতজ্ঞতার ছাপ। 'ভীষণ ঝগড়ুটে, ঝামেলা বাধাতে ওস্তাদ। বিদেয় হলে বাঁচি।'

'ওটা সত্যি ওর জাহাজ?' আমি শুধোলাম।

'হ্যাঁ।'

'লোকটা কি জলদস্যু?'

'হ্যাঁ...নিরীহ জেলেদের সব কিছু লুটেপুটে নিয়েছে। অ্যানটিলযে যাবে এখন। ওর মদ খাওয়া শেষ হলে রওনা দেবে।'

'আমার নাম অ্যালান ওসমান,' বললাম। 'ইংল্যানডে দেশ, আর এ হচ্ছে আমার বন্ধু, থরভ্যালড।'

'চিনি ওকে,' বললো শুকনো-মুখ। 'তোমার সঙ্গী ভালো লোক।' জলদস্যুর সাঙাতরা এ-বার এগিয়ে আসতে শুরু করলো।

'আমি আছি তোমার পাশে,' জানালো থরভ্যালড।

'লিলা,' বললাম আমি, 'এই ঝামেলা শেষ করে তোমার মালপত্র সরাতে হবে। আমরা একটা জাহাজের মালিক হতে যাচ্ছি।'

'জাহাজ?'

'হ্যাঁ।'

ক্রমশ এগিয়ে আসছে ওরা, সব ষণ্ডামার্কা লোক, ওদের অন্তত দুজনকে নীচপ্রকৃতির বলে মনে হলো আমার।

ওরা তলোয়ার বের করতে নিলে আমি হাত তুলে নিষেধ করলাম। 'আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরলে সেটা হবে বিদ্রোহের শামিল। ক্যাপটেনের বিপক্ষে যায় কেউ?'

'ক্যাপটেন!' চমকে উঠলো ওরা, বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালো।

'ওর হুকুমে চললে বাকি জীবনটা তোমাদের স্পেনের কোনো নির্জন সেলে কাটাতে হবে।' ভূতলশায়ী লোকটার প্রতি ইঙ্গিত করলাম। 'অথচ, আমার কথা শুনলে কোনো বিপদ হবে না।'

'তোমার কথা মানবো কেন? তোমার কি জাহাজ আছে?'

'আয়াকস,' বললাম আমি, 'এখন আমার জাহাজ।'

জেলে চেহারার এক লোক হেসে উঠলো। 'এর বুকের পাটা আছে বলতে হবে।'

'আমি জাহাজে ওঠামাত্র,' বললাম, 'আমার হুকুম পালন করবে তোমরা।'

কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না ওরা, একে একে আমার, লিলা আর থরভ্যালডের মুখের দিকে তাকাচ্ছে।

'চলে এসো।' ঝট করে বললাম আমি। 'ও খতম হয়ে গেছে, নিজেদের মঙ্গল চাইলে হাত মেলাও আমার সাথে।'

'কোথায় নিয়ে যাবে আমাদের?'

'যেখানে গেলে লাভ হবে। সবাই সমান বখরা পাবে, আগের মতো সিংহভাগ ক্যাপটেনকে দিতে হবে না। ভার্জিনিয়া পৌঁছে জাহাজ তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়ে আমি নেমে যাবো।'

হিশেব কষে পাশার গুটি চেলেছি। লাভটাই এদের কাছে মুখ্য। শক্তি সাহসের মর্যাদাও আছে। স্বচোখে দেখেছে তাদের ক্যাপটে-নকে গায়েগতরে তার অর্ধেকেরও কম এক ছোকরা অনায়াসে পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে দিয়েছে।

ওর প্রতি যতটুকু ভয়-ভীতি ওদের মনে জমা ছিলো, হেরে যাওয়ার সাথে সাথে সব বাষ্প হয়ে উড়ে গিয়েছে। জলদস্যুপতি হতে গেলে কেবল সাহস থাকলে চলে না, যে-কোনো চ্যালেনজ মোকাবেলার ক্ষমতা থাকতে হয়। এর কদর এই লোকগুলো বোঝে।

'তোমাকে খুন করবে ও,' বললো একজন। 'ওই যে, আসছে।'

তলোয়ার উঁচিয়ে ছুটে আসছে দস্যুনেতা। খালিহাতে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি, সজাগ দৃষ্টিতে শত্রুর প্রতিটা পদক্ষেপ মনোভাব পরিমাপ করতে লাগলাম। প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে ওর মাথায়, রাগে কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে। তার ওপর আমার হাতে কোনো অস্ত্র না থাকায় অতি মাত্রায় আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে।

বাবা আমার জন্যে এই দুনিয়াতে স্থাবর কিছুই প্রায় রেখে যেতে পারেননি—কিন্তু অস্ত্রবিদ্যা আর লোক চিনতে পারদর্শী করে তুলে-ছেন। উত্তম শিক্ষা দিয়েছেন আমাকে, সেই শিক্ষার বলে নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে আমার মনে এতটুকু সংশয় নেই।

'সাবধান, ও কিন্তু খুন করবে তোমাকে,' বললো থরভ্যালড।

আমাদের দুজনের লড়াই, অন্যেরা সরে গেল তফাতে। এটাই

নিয়ম : যার সমস্যা তাকেই মেটাতে হয়—কারো সাহায্য চাওয়া যায় না।

আমার পেট বরাবর তলোয়ারের অগ্রভাগ তাক করলো দানব। যতটা আশা করেছিলাম, ও তার চেয়ে বেশি ধীরস্থির। আমার ঘুসিতে মাতলামিভাব অনেকটা কেটে গিয়েছে, তবে এর দুঃসহ স্মৃতি যে ওর পেশীতে জেগে রয়েছে সে-বিষয় আমি নিশ্চিত।

চ্যাপটা তলোয়ার, একদিকে ধার। ধারালো প্রান্তটা নিচে রয়েছে। শক্ত মুঠিতে ধরে আছে বাঁট। ভাবছে, কী করবে আমাকে।

আচমকা লাফ দিলো। নিখুঁত মাপা পদক্ষেপ। অনুশীলনের সময় আমি কতবার করেছি এটা?

হাতের তালু দিয়ে এক ঝটকায় তলোয়ারটা সরিয়ে দিলাম বডিলাইন থেকে। দ্রুত বাঁ পা সামনে এগিয়ে দিলাম, ডান পা বড়শির মতো করে আঁকড়ে ধরলো একটা গোড়ালি, নিমেষে ডান-হাতের আপারকাট উঠে গেল চোয়াল বরাবর।

ওর মাথা পেছনে কাত হয়ে গেল, ল্যাং মারলাম আমি। আধ-পাক ঘুরে গেল দানব, ফের লুটিয়ে পড়লো কাদায়। তলোয়ারের বাঁট থেকে ঢিলে হয়ে গেল মুঠি, লাথি মেরে সরিয়ে দিলাম, তারপর কুড়িয়ে নিলাম। হতভম্বের মতো ও চেয়ে রইলো···মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়েছে দৃষ্টিতে।

হাঁটুতে চাপ দিয়ে তলোয়ারটা টুটুকরো করে ফেলে দিলাম ছুঁড়ে। 'চলো, লিলা,' বললাম আমি, 'আমাদের জাহাজে যাই।'

ছয়

আবার সমুদ্রে, দক্ষিণে, রওনা হতে পেরে নিশ্চিন্ত বোধ করছি: আমার গন্তব্য এসে পড়লো বলে।

আমাদের পশ্চিমে, দিগন্তের ও-প্রান্তে, সেই মহাদেশ। সর্বক্ষণ পালা করে মাস্তুলের মাথায় ডিউটি দিচ্ছে একজন—সর্তক দৃষ্টি মেলে দেখছে কিছু চোখে পড়ে কি না।

এখন বেলা দুপুর। উজ্জ্বল রোদ শান্ত গভীর কালো জলে সোনালি দ্যুতি ছড়িয়েছে। ফুরফুরে হাওয়া বইছে, পতপত শব্দে উড়ছে পাল। ঈষৎ পশ্চিম ঘেঁষে দক্ষিণে চলেছি আমরা। এই অন্তরীপে আমেরিকার উপকূল দক্ষিণ-পশ্চিমে ঢালু, উপকূলের অদূরে ইতস্তত-ছড়ানো দ্বীপ রয়েছে। আমার চার্টে উল্লেখ আছে এ-গুলোর।

এর ভাটিতে কোথাও রয়েছে রেবেকা। ও কি আমার অভাব বোধ করছে? ওরা এখন কেমন কী আবহাওয়ায় আছে, জানি না।

আমি আফটার ডেকে বসে, চোখে দুরবীন লাগিয়ে তাকিয়ে রয়েছি দুর-সমুদ্রের পানে। এমন সময় জন টিলি এলো।

বয়সে তরুণ হলেও টিলি একজন পাকা নাবিক; আগে ওই দানব, হ্যানসেলের অধীনে ফার্স্ট মেট ছিলো। কিন্তু লোকটাকে মোটেও পছন্দ করতো না সে।

'ক্যাপটেন,' ও বললো, 'জাগোর সাথে তোমার একবার কথা বলা উচিত।'

জাগো এই জাহাজের একজন মাল্লা। এর বাড়িও, গিলার মতোই, অ্যাংলেসিতে।

টিলির স্বরে এমন কিছু ছিলো যা আমাকে কৌতূহলী করে তুললো। 'কেন, কী ব্যাপার?' প্রশ্ন করলাম।

'আগেও দেখেছি ও অনেক সময় অস্থির বোধ করে, কিন্তু এ-বার নাকি ভয় পাচ্ছে?'

'ভয়?'

হ্যাঁ, সমুদ্রকে। আমরা যেখানে যাচ্ছি, ওই উপকূল ওর চেনা। ওখানকার দুটো খাঁড়ি এবং নদীতে আগেও গেছে, কিন্তু ওর ভয় খোদ সাগরকে। রেলিগের দেশ বলে তুমি যে-জায়গার নাম করেছো, ওখানে সমুদ্র নাকি রাক্ষুসী।'

জাহাজিদের গল্পকথার অন্ত নেই। সাগরের বুকে ভোজবাজির মতো জাহাজ অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, রহস্যময় জায়গা, ভৌতিক দ্বীপ —নানান রটনা চালু আছে ওদের মাঝে। আমরা, কেলটিক জাতির লোকেরা, এর মর্ম কিছুটা হলেও বুঝি। তাই জাগোকে ডেকে পাঠালাম।

নাম শুনে মনে হতে পারে সন্ত বা কবি কবি ভাব আছে চেহারায় — আদৌ তা নয়। মাঝারি একহারা গড়ন। বলিষ্ঠ ঘাড়ের ওপর চৌকো মাথা। বাহুতে সিংহের শক্তি।

'জাগো, তুমি নাকি এ-দিককার সমুদ্র খুব ভালো চেনো?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'ঠিক তা নয়, সমুদ্র দীর্ঘদিন এক অবস্থায় থাকে না। আপাতত আমরা নিরাপদ, আসছে হপ্তায় একদম দক্ষিণে চলে যাবো। কুয়াশা বাঁচিয়ে জাহাজ চালাতে হবে তখন, কোনো অচেনা দ্বীপে নামা চলবে না। জানো বোধ হয়, অনেক দ্বীপ আছে ওখানে?'

'জানি। পিটার টালিস নামে আমার এক বন্ধুর কাছে শুনেছি। পনেরোশো পনেরো সালে হুয়ান দ্য বারমুদেজ আবিষ্কার করেছেন। ভৌতিক দ্বীপ হিশেবে ওগুলোর বদনাম আছে।'

'ভৌতিক কি না বলতে পারবো না, তবে ওই অঞ্চলে ভয়ঙ্কর সব ডুবোপাহাড় রয়েছে—নাবিকদের জন্যে বিভীষিকার মতো।

'একটা সাগর আছে, ওটার ব্যাপারে হুঁশিয়ার থাকতে হবে। বহু জাহাজ বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে···প্রবেশমুখটা থেকে থেকে দেখা যায়, এই আছে এই নেই। কখনো ঢাকা থাকে কুয়াশার পর্দায়, আবার কখনো-বা উজ্জ্বল দিবালোকে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়—তবে যারাই একবার ঢুকেছে, আর ফিরে আসেনি। আশপাশে যে-দিন কোনো মাছ চোখে পড়বে না, সে-দিন সাবধান থাকবে। অমন দিনে প্রবেশমুখটা দেখা যায়, আর মাছেরা সেটা জানে বলেই পালিয়ে যায় দূরে।'

'তোমার পরামর্শ আমার মনে থাকবে, জাগো। আচ্ছা, তুমি এমন কোনো উপকূল চেনো যার প্রান্তে লম্বা সরু দ্বীপ রয়েছে? বাঁধের মতো করে দুটো বড় খাঁড়িকে আলাদা করে ওটার পাড় রেখেছে।'

'হ্যাঁ, চিনি। জায়গাটা পশ্চিম-দক্ষিণে·· আরো দুদিনের পথ।'

'তুমি গিয়েছো ওখানে ?'

'দু'বার মোট, একবার স্প্যানিশ জাহাজে। ওদের বন্দী ছিলাম, কিন্তু ভাষাটা জানতাম, তার ওপর ক্যাথলিক—ফলে ওরা আমাকে খালাসির দায়িত্ব দিয়েছিল। স্বাধীনতাও ছিলো···মওকা পেয়ে পালিয়ে যাই। তা তুমি ওখানে যেতে চাইলে আমি গাইড করতে পারবো। এক-একটা নদীর এক একরকম গন্ধ—কোনোটাতে সজীব পাহাড়ী গন্ধ, কাদাঘোলা পানি ছুটোয়, এবং একটাতে মাছের আঁশটে গন্ধ।'

মাঝরাত পেরিয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। বাইরে, অন্ধকার তার কালো চাদর মেলে ধরেছে অসীম কালো জলের ওপর। আকাশে হাজার তারার মেলা। বাতাসে ঢেউয়ে ফিসফাস। বোস্পিরিটের আঘাতে শব্দ করে ছলকে পড়ছে জল। নিজের কেবিনে বসে চার্ট জরিপ করছি আমি।

খাঁড়িতে এটা হবে আমার দ্বিতীয় অভিযান। ম্যাপ দেখা বন্ধ করে সেই ভাঙাচোরা জাহাজের কথা ভাবতে লাগলাম যার খোলে আশ্রয় নিয়েছিলাম একবার, রাতে লড়াই হয়েছিল কুমিরের সাথে।

ওটা কার জাহাজ ? মাল্লাদের কী হলো ? জাগোর কথা যদি সত্যি হয়ে থাকে, এখানকার সাগরে জাহাজ গায়েব হয়ে যায়, সে-ক্ষেত্রে মাল্লারাও নিশ্চয়ই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। রোয়ানোকে কলোনি এবং গ্রেনভিলের লোকদের ভাগ্যেও বোধ হয় এই পরিণতি ঘটেছে।

রানী বেসের আমলে ইংল্যানডের অধিকাংশ লোক এই দেশটাকে দুর্জ্ঞেয় বলে মনে করতো, বস্তুত আজো এর অনেকটাই তাই, তবু যেখানে সম্ভাবনার স্বপ্ন আছে মানুষ সেখানে যাবেই—যেমন ইতি-

মধ্যে গসনলড, ওয়েমাউথ, নিউপোর্ট, এবং আরো অনেকের জাহাজ ভিড়েছে এই উপকূলে।

মুষ্টিমেয় কিছু লোকের নথিপত্র মারফত এইসব জায়গা সম্পর্কে নানান তথ্য জানতে পেরেছি আমরা। এদের সংখ্যা কম, খুব কম। আমার মাল্লাদের মধ্যে মোটে তিনজন এক-আধটু লিখতে পড়তে পারে। আমাদের যদি কিছু হয়ে যায়, অন্যেরা হিশেব রাখবে কী ভাবে?

আমার গোপন ম্যাপটাও জরিপ করলাম। ওতে আরো বিশদ বর্ণনা আছে। যা যা দেখেছি সে-সবের স্মৃতি এবং এই ম্যাপগুলোর ভিত্তিতে নিজে একটা চার্ট তৈরি করলাম।

অতি সহজ সরল পরিকল্পনা আমার: সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলবো। আগে টমাস আর রেবেকাকে খুঁজে বের করবো। তারপর স্থাপন করবো একটা বাণিজ্যকেন্দ্র। বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে হবে ইনডিয়ানদের সাথে। ভেতরের দিকে কোথাও গিয়ে একটা মজবুত ঘাঁটিও স্থাপন করতে হবে- ওখান থেকে পার্বত্যাঞ্চলে অভিযান চালাতে পারবো, কোনো ব্রিটিশ জাহাজ আমাকে ধরতে এলে গা ঢাকাও দেয়া যাবে।

ভোরের পালায় পাহারা দেবার দায়িত্ব আমার কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ডেকে গেলাম। রাতেও যাত্রার বিরাম নেই, পাল গুটিয়ে স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছি।

আমি যখন বেরিয়ে এলাম কেবিন থেকে জাগো তখনো পাহারায় আছে। 'আজকের দিনটা সুন্দর কাটবে, ক্যাপটেন।' আড়চোখে তাকালো সে। 'আজ কি জাহাজ কূলে ভেড়াবো?'

'ভেড়াও।' দিগন্তে মেঘ জমেছে, সে-দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস

করলাম, 'জাগো, বুঝতে পারছো কিছু ?'

'ক্যাপটেন,' ঈষৎ কেঁপে গেল ওর গলা, 'আমাদের পাড়ের কাছাকাছি সরে যাওয়া উচিত। ওই মেঘ সুবিধের ঠেকছে না আমার।'

'মাল্লাদের হাত লাগাতে বলো,' নির্দেশ দিলাম। 'পাল তুলে দাও। হালে কোনো দক্ষ লোক বসুক। আমরা কোনো খাঁড়িতে আশ্রয় নেবো।'

দুরবীন লাগিয়ে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে মেঘের দিকে তাকালাম। দলে ভারি হয়ে নেমে আসেনি এখনো—কিন্তু আসবে। ওপরে আকাশ নীল, শাদা আহত মেঘ জমা হতে শুরু করেছে—একবার ওই মেঘের ভেতরে ঢুকলে উত্তর-দক্ষিণ-পুর্ব-পশ্চিম কোনো দিকেই আর যেতে পারবো না আমরা।

মেঘ ঝুলে রইলো ওখানে, সূর্য ওঠার সাথে সাথে পাতলা হতে লাগলো ক্রমশ। মানসিক প্রস্তুতি থাকলে, আমি ভাবলাম, কত সহজেই না মানুষ উলটোপালটা বিশ্বাস করে বসে।

ওটা সামান্য মেঘ বৈ কিছু নয়···হালকা কুয়াশাও আছে, বেলা বাড়লে কেটে যাবে।

বাস্তবে তা ঘটলো না।

ঝিরঝির বাতাস বইছে, আমরা মন্থর গতিতে এগোচ্ছি। আবার মেঘকুণ্ডলীর দিকে তাকালাম, অনেকটা কাছে মনে হলো এ-বার। জাগো ভয়চকিত চোখে চেয়ে আছে। মোটা কালো ফিতের মতো একটা রেখা ধরা পড়লো দুরবীনে—ডাঙা!

'হ্যাঁ,' বললো জাগো, 'তবে এখনো দুরে আছে'

লিলা ডেকে উঠে এসে রেইলের ধারে গিয়ে অ্যাসটার্নে তাকালো। সামান্য ফিকে হলো বুঝি কুয়াশার কেন্দ্র, আবছা একটা দ্বীপের

মতো চোখে পড়লো আমাদের।

মরীচিকা? আমার ম্যাপে এখানে কোনো দ্বীপের উল্লেখ নেই। হঠাৎ যেন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলো। ওগুলো কি বাড়িঘর? মন্দির? আফটার-রেইলের ধারে গিয়ে আমি তাকিয়ে রইলাম।

'দেখেছো, ক্যাপটেন?' বললো জাগো। 'দেখো ভালো করে, কিন্তু বলো না কাউকে, লোকে তোমায় পাগল ঠাউরাবে, যেমন আমার বেলায় হয়েছিল। দেখো…কী যেন নড়ছে। দেখেছো?'

আসলেও দেখেছি—অন্তত তাই মনে হলো আমার। আবার তুললাম দুরবীন, লাফিয়ে অবয়বগুলো কাছে চলে এলো। মানুষ …আজব পোশাক…আগে কখনো দেখিনি এমন মন্দিরও আছে কয়েকটা…

'ক্যাপটেন,' টিল্লির গলা, 'আমরা তীরের দিকে সরে যাচ্ছি। একটা খাঁড়ি আছে মনে হচ্ছে।'

অতিকষ্টে নিজেকে সংযত করে কূল বরাবর সরিয়ে নিলাম দুরবীন। দীর্ঘ শাদা বেলাভূমি, চকচক করছে রোদে, যতদূর চোখ যায় উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত…হ্যাঁ, একটা খাঁড়িও আছে মনে হলো।

'জাগো?' ডাকলাম আমি। কোনো সাড়া না পেয়ে সামান্য চড়ে গেল পর্দা। 'জাগো!'

'উঁ?'

খাঁড়িটা দেখিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'চেনো?'

'চিনি, ক্যাপটেন। তবে আমার মতে গুণ টেনে আরো ভেতরে সরে যাওয়া উচিত আমাদের।'

ও পেছন ফিরতে ফের তাকালাম ও-দিকে। কুয়াশার ফাটল বুজে গিয়েছে। যে-শহরটা স্পষ্ট ভেসে উঠেছিল চোখের সামনে,

তা এখন নেই—দিগন্তব্যাপী কেবল জল আর জল।

তবে কি ওটা মরীচিকা? মুহূর্তের জন্যে মনে হলো কোনো মায়াবী পর্দার ফাঁক দিয়ে একটা নতুন পৃথিবী দেখেছি আমরা।

জাহাজগুলো কি তবে অদৃশ্য হয়ে ওখানে গিয়েছে? পর্দার ফোকর গলে? ওই মরীচিকার মাঝে?

সাত

শালের হাওয়ায় পাল তুলে সাবধানে দুই দ্বীপের মধ্যবর্তী সঙ্কীর্ণ খাঁড়িতে আয়াকসকে নিয়ে গেলাম। হাল ঘোরাতে হলে যতটা দরকার কেবল ততটুকু পাল খাটানো হয়েছে। এখানে যদি চড়ায় আটকে যাই এবং ঝড় ওঠে জলোচ্ছ্বাস আর বাতাসের দয়ার ওপর নির্ভর ক.র বাঁচতে হবে আমাদের, এবং সে-ক্ষেত্রে আমার সব স্বপ্ন গুঁড়িয়ে যাবার আশঙ্কা আছে। তাই চড়ায় একান্তই ঠেকে গেলে সেটা যেন বেকায়দা না হয় সে-ব্যাপারে তৎপর হলাম।

প্রথমে একটা ডিঙি পাঠানো হলো, আশপাশ জরিপ করে ওটা ফিরে এলে খাঁড়ির গভীরে এগিয়ে গেলাম। এই জায়গায় লিনেকারের সাথে একদফা লড়াই হয়েছিল আমার, সে ঘটনা মনে পড়তে দুটো কামান প্রস্তুত রাখলাম।

আমাদের ভেতর সব চেয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যার, তার নাম ব্লু। মাস্তুলের মাথায় চড়ে বসলো সে। কোনো জাহাজ বা অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়লে জানাবে।

এখন গন্তব্যের খুব কাছে চলে এসেছি আমরা। সেই থেকে মুখে কুলুপ এঁটেছে লিলা। মনিবকন্যার অমঙ্গল আশঙ্কায় চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। অস্থির বোধ করছে। ওর আশঙ্কাকে অমূলক বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলাম, অথচ আমার নিজের দুশ্চিন্তা দূর হলো না তাতে—এখানে বিপদ কত ভয়ঙ্কর হতে পারে ওর চেয়ে আমি বেশি জানি।

জন টিলিকে অ্যাফট থেকে ডেকে এনে কয়েকটা প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলাম: প্রতিবারে দুজন মাল্লা নিচে গিয়ে কাটল্যাস নিয়ে আসবে। তারপর গাদা বন্দুকগুলোতে টোটা পুরে মেইন কেবিনের একটা তাকে রাখবে যাতে দরকারমত হাত বাড়ালে পাওয়া যায়।

চিন্তিত মনে আফটার ডেকে পায়চারি করতে লাগলাম আমি। তলোয়ার এবং দুটো পিস্তল সঙ্গে আছে, তবে এ-মুহূর্তে অস্ত্রের কথা ভাবছি না। আসলে এগুলো তো একটা সতর্কতামূলক ব্যবস্থামাত্র! ক্যাপটেন ব্রায়ান টমাস ঝানু নাবিক, তাঁর মাল্লারাও সবাই দক্ষ…কিন্তু আমার সাথে সম্পর্ক থাকার অজুহাতে রানীর কোনো জাহাজ যদি তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে?

কিংবা জলদস্যু বা ঝড়ের কবলে পড়ে থাকলে?

একটা করে ঘণ্টা কাটছে আর বাড়ছে আমার উৎকণ্ঠা—কোনো চিহ্ন নেই জাহাজের।

আঁধার ঘনালো, আর না এগিয়ে ভোরের অপেক্ষায় নোঙর ফেললাম আমরা।

জাহাজটা ধারেকাছে কোথাও আছে নিশ্চয়ই, আমার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে না থাকলে বড় বড় চারটে নদী আর কয়েকটা ক্ষুদ্র নালা এসে পড়েছে খাঁড়িটোতে। এইসব নালা বা ইনলেটের যে কোনো একটাতে হয়তো আছে ওটা। এখনো জাহাজের দেখা না পাবার পেছনে যতগুলো কারণ থাকতে পারে তার সব কটি খতিয়ে বিচার করেও মনে স্বস্তি পেলাম না।

রেইলে একলাটি দাঁড়িয়ে তীরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ভীষণ অস্থিরতায় ভুগছি, ঘুমুতে ইচ্ছে করছে না। মাল্লাদের বিশ্রাম দিতে নির্দেশ দিলাম টিলিকে, বললাম পরে এক সময় ওদের কাউকে জাগিয়ে আমার বদলে পাহারায় বসিয়ে দেবো।

পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। লিলা। আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। 'দিদিমণির খোঁজ পাবো তো?'

'বোধ হয়। এখানে থাকলে পাবো।'

'বিশাল দেশ। এতো বড় আর ফাঁকা কল্পনাও করিনি।'

'ইনডিয়ানরা আছে···অসংখ্য।' দম নিয়ে বললাম, 'অবশ্যি ইংল্যানডের মতো অত হবে না। ওদের জীবনধারাই এমন যে স্বল্পসংখ্যক লোকের জন্যে বিরাট জায়গা লাগে। বেশির ভাগ শিকারী, ঘুরে ঘুরে ফলমূলও সংগ্রহ করে।'

'চাষাবাদ করে না?'

'করে, কোনো কোনো উপজাতি। ভুট্টা বা এ-ধরনের জিনিস আবাদ করে। তবে শিকার, মাছধরা আর ফলমূল সংগ্রহের ওপরেই খাদ্যসংস্থান মূলত নির্ভর করে বলে যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়াতে হয় ওদের।'

'আমার বিশ্বাস, আমাদের বসতি ওদের জীবনধারা বদলে দেবে।'

'কী জানি, লিলা? হয়তো-বা। হ্যাঁ, সেটাই স্বাভাবিক, যদিও এতে ওদের উপকার হবে বলে মনে হয় না। ওদের জীবনধারা মূল্যবোধ—এগুলোর সাথে আমাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের আকাশ-পাতাল তফাত। এই দেশ সম্পর্কে ওদের কাছ থেকে বহু কিছু শিখবো আমরা, এবং ওরা শিখবে আমাদের কাছ থেকে, কিন্তু এই জ্ঞান ওদের জীবনে সুফল বয়ে আনবে কি না সে-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই।

'শুধু জানি এটাই অনিবার্য। আমরা না এলেও অন্য কেউ আসতো। কোনো জাতিই দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকতে পারে না। যেখানে জমি আছে, মানুষ সেখানে যাবেই—এটাই তার স্বধর্ম। জীবজন্তু, লতাগুল্ম মোটকথা প্রাণ আছে এমন সব কিছুর বেলায় এ-কথা খাটে।

'সভ্যতার শুরু থেকে মানুষ বিশ্বের নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। একে আমরা ব্যক্তিমানুষের স্বাধীন ইচ্ছার প্রতিফলন বলি, হতেও পারে, কিন্তু এও তো হতে পারে যে আমাদের প্রকৃতিজগতে বন্যার মতো একটা প্রচণ্ড শক্তি লুকিয়ে আছে, যে-শক্তিকে রোখার সাধ্য নেই কারো?

'দলবেঁধে মানুষ হঠাৎ এক জায়গা থেকে অন্যত্র সরে গেছে, কারণ হিশেবে এর অনেক অজুহাত দেখিয়েছে তারা, অথচ পরে হয়তো প্রমাণ হয়েছে আসল কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই মানুষ যে নিজের ইচ্ছায় সর্বদা সব কিছু করে তা কি নিশ্চয়ই বলার উপায় আছে কোনো?

'প্রকৃতির বাঁধন থেকে আমরা নিজেকে মুক্ত বলে ভাবতে ভালো-বাসি, আমাদের ধারণা পশুপাখি বা লতাগুল্মের মতো আমরা প্রকৃ-

তির ওপর নির্ভরশীল নয়। অথচ ফাঁকা জায়গা পেলেই সেটা ভরাট করতে এগিয়ে যাওয়া আমাদের স্বভাব।

'ইনডিয়ানরা নিজেরাও স্থান পরিবর্তন করেছে, একদল হটিয়ে দিয়েছে আরেক দলকে। আমি আগের যাত্রায় এ-কথা শুনেছি··· এটা অবশ্যম্ভাবী!'

লিলা ঘুমোতে গিয়েছে, অবিরাম পায়চারি করছি আমি, সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে আছে যাতে অন্ধকার খাঁড়িতে নড়াচড়ার ক্ষীণতম আভাসও ফাঁকি দিতে না পারে। অবশেষে একজনকে জাগিয়ে পাহারার দায়িত্ব দিলাম। ওর নাম ল্যুক, নিউফাউনডল্যানডের লোক।

তবু রেবেকার জন্যে দুশ্চিন্তায় ঘুম এলো না। নারীর কী অদ্ভুত তেজ। পুরুষের ক্ষেত্রে সাহস প্রত্যাশিত, ছেলে বেলা থেকে সেভাবে গড়ে তোলা হয় তাকে। কিন্তু একটা মেয়ে?

স্বামীর সঙ্গে ওদেরকেও আমি যুদ্ধে যেতে দেখেছি। যুদ্ধক্ষেত্রে আহতকে সেবা করে ওরা, কিংবা খুঁজে ফেরে প্রিয়জনের নিঃসঙ্গ লাশ। একবার একটা মেয়েকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তার আহত সঙ্গীকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যেতে দেখেছি।

রেবেকা সারা জীবন, বলতে গেলে, তার বাবার সাথে জাহাজে কাটিয়েছে। আমার জন্যে সব মেয়েলি আরামআয়েস বিসর্জন দিয়ে এক অজানা দেশে পরিশ্রমী জীবন বেছে নিয়েছে। কখনো যদি ওর সন্তানপ্রসবের বেদনা ওঠে শুশ্রূষার কোনো সুযোগ মিলবে না ওখানে। এক আমি ছাড়া কেউ সাহায্য করতে পারবে না।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে একসময় আমার দুচোখের পাতা মুদে এলো। যখন ঘুম ভাঙলো, ভোরের আলো ফুটেছে। ডেকে

বেরিয়ে এসে দেখলাম স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের জাহাজ। ছোট ছোট কয়েকটা ইনলেট আর নদীমোহানা পেরিয়ে এলাম।

কোনো জাহাজ···কিচ্ছু নেই।

এখানেই না ছুটো উপনিবেশ বেমালুম গায়েব হয়ে গিয়েছে? কোথায় গিয়েছে ওরা? কোন নরকে?

সবুজ সুন্দর বনানী ভয়ঙ্কর রিক্ততা নিয়ে নির্বাক দাঁড়িয়ে আছে। বহুদুর অবধি দেখতে পাচ্ছি আমরা, কোনো জনমানব চোখে পড়ছে না।

নদীর যে-তীরে সেই পরিত্যক্ত জাহাজের খোলটা রয়েছে, যেখানে একবার আশ্রয় নিয়েছিলাম, সে-দিকে তাকালাম। জাহাজটার এ-দশা হলো কেন? এর মাল্লা বা জিনিসপত্রের কী হলো? এই নির্জন-পুরীতে শেষ-পর্যন্ত কী পরিণতি হয়েছে ওদের?

সত্যি কি নির্জন? গাছপালা ঝোপঝাড়ের আড়ালে বসে কয় জোড়া চোখ আমাদের লক্ষ্য করছে কে জানে।

আমরা একা, বিপদ হলে সাহায্য করার কেউ নেই। যা করার নিজেদেরই করতে হবে।

'ব্লু' এক পর্যায় আমি বললাম, 'দক্ষিণের খাঁড়িটাতে চলো। ওরা হয়তো ওখানে অপেক্ষা করছে।'

'তাই হবে।' ওর কণ্ঠে আন্তরিকতার ছোঁয়াটুকু আমার খুব ভালো লাগলো।

থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে জাহাজে। সবাই মুখ বুঁজে কাজ করছে, আমার উদ্বেগ সংশয় ওদের মাঝেও সংক্রমিত হয়েছে।

ফের রোয়ানোকে আইল্যানডের পাশ দিয়ে বড় খাঁড়িটাতে

ঢুকলাম। গাছপালার ও-পাশে কোনো পাল বা মাস্তুল চোখে পড়ছে না। বড় বড় দুটো নদী এসে পড়েছে এই খাঁড়িতে। আমরা সব চেয়ে কাছেরটা বেছে নিলাম। পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। একটু যেতে আরেকটা নদীর দেখা মিললো, উত্তর থেকে আসছে। বাঁও মাপতে মাপতে মোহানা পেরিয়ে এলাম। হঠাৎ মাস্তুলশীর্ষে-বসা ব্লু চেঁচিয়ে উঠলো।

'ক্যাপটেন ? স্টারবোর্ড বীম সাইডে একটা ভাঙা জাহাজ দেখা যাচ্ছে। পুড়ে গেছে।'

রেইলে দৌড়ে গেলাম। একটা ক্ষুদ্র ইনলেট বা নদীমুখের পশ্চিম তীরে পড়ে আছে। স্রোত তেমন তীব্র নয়, দুপাশে কর্দমাক্ত পাড়।

'আমি ডাঙায় যাচ্ছি,' ব্লুকে বললাম, 'তুমি জাহাজে থাকো। চোখকান খোলা রেখো।'

ছজন লোকে নিয়ে জন টিলি আমার সঙ্গী হলো—প্রত্যেকের হাতে মাসকেট আর কাটল্যাস।

পাড়ের কাছাকাছি গিয়ে দেখলাম জাহাজের বো কাদার ভেতর অনেকটা দেবে গিয়েছে। শুধু খোলটা ছাড়া বাকি সবকিছু ছাই হয়ে গিয়েছে পুড়ে।

টিলি ইশারা করলো। 'ক্যাপটেন, কামানের গোলা পড়েছিল—গর্তটা দেখেছো ?'

ও য়টরলাইনের ঠিক ওপরে খোলের গায়ে একটা গর্ত, নিচেরটাও চোখে পড়লো। মারাত্মক চোট, সম্ভবত পালটা আঘাত হানার আগেই আগুন ধরে গিয়েছিল জাহাজে।

'এখানে জাহাজ ভেড়ানোর পেছনে কোনো কারণ আছে,' আচ-

মকা বলে উঠলো ল্যুক। 'বোধ হয় পাড়ে নামবে বলে।'

সহসা আশার সঞ্চার হলো আমার মনে। খোলের গায়ে ডিঙি ভিড়িয়ে টিলি, ল্যুক আর আমি তীরে নামলাম। সম্প্রতি তুমুল বৃষ্টি হয়েছে, কোনো ছাপ পড়ে থাকলেও ধুয়ে মুছে গিয়েছে।

অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে খুঁজতে লাগলাম আমরা। ধ্বংসস্তূপ, আগুন অতিক্রম করে কেউ ডাঙায় নেমেছে এমন কোনো চিহ্ন চোখে পড়লো না। কিন্তু তবু সন্দেহ রয়ে যাচ্ছে—কেউ না কেউ নেমে থাকতেও পারে। সাহসে ক্ষমতায় বীরত্বে রেবেকার জন্যে এদের চেয়ে ভালো পাহারাদার আর হতে পারে না। দেহে প্রাণ থাকতে ওরা লড়বে।

'চলো, ফিরে যাই, টিলি,' আমি বললাম। 'আমরা বড্ড দেরিতে এসেছি।'

'তাহলে এটাই তোমার জাহাজ ?'

'হ্যাঁ। এতগুলো মহৎ তরতাজা মানুষ, আমার হবু স্ত্রী, ওর বাবা—সব শেষ।'

'ওরা হয়তো এখনো বেঁচে আছে, অ্যালান।'

এই প্রথম আমাকে ডাকনামে সম্বোধন করলো সে। ওর মুখে সহানুভূতির ছাপ লক্ষ্য করলাম।

ল্যুক ফিরে যাচ্ছিল, আচমকা ডাকলো। 'ক্যাপটেন দ্যাখো।'

আমার দৃষ্টি ওর প্রসারিত হাত, তর্জনী অনুসরণ করলো।

জঙ্গলের প্রান্তে ওরা দাঁড়িয়ে, একদল পর্যুদস্ত মানুষ। কেউ কেউ এখনো গাছপালার আড়ালে আছে, তবে জেমেমি রিং, সাকিম, বিল হাডসনকে দেখা যাচ্ছে। এবং···

অরণ্যের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে ও, সরাসরি তাকিয়ে রয়েছে আমার পানে—ক্লান্ত মলিন অথচ ধৈর্যগম্ভীর একটি ছোট-

খাটো মানুষ।

রেবেকা···

আট

রোদে-পোড়া চেহারা, নাক ছড়ে গিয়েছে, ক্ষতবিক্ষত শরীর, জীর্ণ পোশাক। নীরবে আমার দিকে চেয়ে আছে ও, চারপাশে ভিড় করেছে একদল অর্ধউলঙ্গ লোক—সবাই সশস্ত্র।

'আমি জানতাম তুমি আসবে,' সহজ সরল গলায় বললো ও। 'ওদেরকেও বলেছি তুমি আসবে।'

বেলাভূমি পেরিয়ে আমি ওর কাছে গেলাম, জড়িয়ে ধরলাম বাহু-ডোরে। কয়েক মিনিট এভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা, অন্যেরা হেঁটে গেল পাশ দিয়ে—নীরবে।

সংখ্যায় ওরা কজন বা কী পরিচয় জানতে চাইলাম না। এ-মুহূর্তে আমার সমস্ত অনুভূতি দখল করে আছে শুধু রেবেকা। তবে একটা প্রশ্ন করলাম, এবং উত্তরটা শুনতে ভয় হলো।

'তোমার বাবা?'

'নেই। হামলায় নিহত হয়েছেন। তাঁর পরামর্শেই আমি জাহাজ

চড়ায় তুলে দিয়েছি। উনি আমাকে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে তোমার প্রতীক্ষা করতে বলেছিলেন। জানতেন তুমি আসবে। তোমার ওপর, অ্যালান, অগাধ আস্থা ছিলো বাবার।'

'আরো আগে এসে পড়া উচিত ছিলো আমার, বহু কিছু ঘটে গেল তো।'

'নিউগেটে বুঝি দুর্ভোগ হয়েছে খুব ?'

'নাহ্, তোমাদের তুলনায় কিছুই নয়।'

ঘুরে ডিঙির দিকে এগিয়ে গেলাম আমরা—হাতে হাত রেখে।

এ-বার চারপাশে তাকালাম আমি। পিম আছে, বিচ্ছিরি একটা ক্ষতচিহ্ন গালে। হুবহু সেই আগের সাকিম, সামান্য একটু রোগা হয়েছে কেবল। জুবলেনকেও দেখলাম, হাওড় থেকে আমার প্রথম সমুদ্রযাত্রার সঙ্গী।

'এখন আমরা জাহাজে ফিরে যাবো,' বললাম আমি।

কয়েক ঘণ্টা পর, রেবেকা যখন গোসল সেরে কাপড় পালটে নিলো (জাহাজের খোলে যে-সব লুটের মাল পেয়েছিলাম তার ভেতর মেয়েদের জামাকাপড় ছিলো), পুরো ঘটনাটা শুনলাম।

বেশ নির্বিঘ্নে যাচ্ছিল ওরা। পঁয়ষট্টি দিনে আটলানটিক পাড়ি দিয়েছে। রেলিগের দেশ নামে যে-জায়গাটা খ্যাত, তার উপকূলে পৌঁছে দিগন্তে একটা টপমাসট ক্ষণিকের তরে দেখতে পায়। এর মাঝে আর কোনো জাহাজ চোখে পড়েনি।

সত্বর আমি ওদের সাথে যোগ দিতে পারবো না বুঝতে পেরে বাণিজ্য কেন্দ্রের স্থান খুঁজতে থাকে ওরা, জানতো এটাই আমার উদ্দেশ্য ছিলো। বেশ কটা জায়গাও পছন্দ হয়েছিল, তার মধ্যে একটা আমরা এখন যেখানে নোঙর ফেলেছি, সেখান থেকে অল্প

দূরে একটা ক্রীকের মাথায়।

কয়েক বর্গমাইল শক্ত উঁচু জমি। চারপাশে যোজনবিস্তৃত বিল, তাতে স্প্যানিশ কচুরিপানা, আর সাইপ্রেস, ম্যরটলস এবং গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আঙুরলতার ঝোপ। নৌকো বা ক্যানোতে সহজে পারাপার করা যায়।

ছুটো বিশাল সাইপ্রেস গাছের সাথে জাহাজ বেঁধে ডাঙায় নেমে যায় ওরা। গাছপালা কেটে জায়গাটা সাফ করতে শুরু করে।

সদলে গ্যারি লিনেকার যখন উদয় হয়, কাজে মগ্ন ছিলো ওরা। একটা ক্ষুদ্র উপসাগরে জলি জ্যাককে লুকিয়ে রেখে ডিঙি নিয়ে এসেছিল লিনেকার। রাতে নদী পেরিয়ে সাইপ্রেস ঝোপের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসেছিল। ভোর হবার মুখে ঘুমন্ত জাহাজে ওচড়াও হয়।

লিনেকার জানতো না সাতসকালে কাজে হাত দেয়ার জন্যে জুবলেন এবং আরো সাতজন ডাঙায় ঘুমিয়েছে। যখন হামলা শুরু হয়, ওরা গাছ কাটতে জঙ্গলে গিয়েছে।

টমাস চোখের পলকে নোঙর কেটে ভাটিতে সরে যাবার চেষ্টা করেন, কামানের মুখ ঘুরিয়ে দেন ডিঙির দিকে। কিন্তু লিনেকার আগেভাগে এটা আঁচ করেছিল, সহসা জলি জ্যাক বেরিয়ে এসে মোহানা আগলে দাঁড়ায়। ফলে বন্ধ হয়ে যায় পিছু হটার পথ। গোলার আঘাতে প্রধান মাস্তুল ভেঙে পড়ে এবং জাহাজের তিন জায়গায় ফাটল ধরে। পালাবার রাস্তা বন্ধ, পানি ঢুকতে শুরু করেছে খোলে, ক্যাপটেন টমাস মারাত্মকভাবে আহত-- এই অবস্থায় জাহাজ চড়ায় তুলে দেয়ার নির্দেশ দেয় রেবেকা।

এ-সময় শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন ওর বাবা, এবং জাহাজ কূলে আছড়ে পড়ামাত্র অবশিষ্ট যে কজন মাল্লা ছিলো পাড়ে নেমে জঙ্গলে

ঢুকে পড়ে।

সবার শেষে রেবেকাকে নিয়ে সাকিম নেমে যায়। তার আগে জলি জ্যাকের দিকে তাক করে দুটো কামানের শলতেয় আগুন ধরিয়ে দেয় সে। জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে জুবলেন এবং তার লোকজনের সাথে যোগ দেয় ওরা, কিন্তু তখন করার মতো আর কিছু নেই। জাহাজ জ্বলছে, টমাস নিহত, এই অবস্থায় বিলে আশ্রয় নেয়াই একমাত্র উপায়।

প্রায় আড়াইহাজার বর্গমাইল জুড়ে দুর্গম বিল। চারিদিকে নিবিড় বন। কালো গঁদ, সাইপ্রেস আর জুনিপারের গা পেঁচিয়ে বেড়ে উঠেছে ভার্জিনিয়া লতা, হানিসাকল আর ঝোঁড়। গভীর কালো জল, গা ছমছমে নিঝুম। লতাপাতার ফাঁক দিয়ে সামান্য রোদ আসে, কেবল দু-একজায়গায় ঢিবিমত আছে।

আশপাশের অঞ্চল থেকে দুর্গ নির্মাণের কাঠ বয়ে আনতে জাহাজের একটা নৌকো বিলে নিয়ে আসা হয়েছিল। ওই নৌকোয় চেপে গহিন এলাকায় পালিয়ে যায় ওরা।

গাছ কাটতে আসার সময় জুবলেনরা যে-খাবার সঙ্গে এনেছিল ওটাই তখন ওদের একমাত্র সম্বল।

তবে প্রচুর হরিণ আর নানা জাতের পাখি ছিলো। অনেক মাথা খাটিয়ে কোনোমতে টিকে থাকতে সক্ষম হয় ওরা।

মালপত্র লুট করে জাহাজে আগুন ধরিয়ে দেয় লিনেকার। ওদের ধাওয়া করেছিল সে, চোরাগোপ্তা গুলির মুখে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। দিনদুয়েক পর ও চলে যায়।

'এরপর আর দেখোনি ওকে?'

'না,' বললো রেবেকা। 'তবে নজর রেখেছিলাম, কারণ তোমাকে

আশা করছিলাম আমরা। আসার দিনতারিখ না জানা থাকলেও আমাদের সবার বিশ্বাস ছিলো তুমি আসবে।'

অনেক রাত অবধি কথা হলো। ইংল্যানড থেকে আমার পালাবার ঘটনা, লিলার ভূমিকা জানালাম ওকে, হ্যানসেলের সাথে গোলমালের ব্যাপারটা এড়িয়ে গেলাম। অবশ্য একটা মৃদু সতর্কঘন্টা বেজে উঠেছে আমার মনে: আরো একজন শত্রু বেড়েছে···হ্যানসেন।

'ইংল্যানডে আমার আর ফেরার পথ নেই,' অবশেষে বললাম। 'এ-দেশে নতুন জীবন গড়ে তোলার ব্যাপারে এখন থেকেই সচেষ্ট হতে হবে।'

বেদনার্দ্র দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালাম। 'রেবেকা, তুমি যখন আসতে রাজি হও তখনো আমি জানতাম না আর কখনো দেশে ফেরা হবে না আমার। এখন ইচ্ছে করলে তুমি চলে যেতে পারো। আয়াকস রয়েছে, আমাদের মাল্লারাও ঝানু। টিলির মধ্যে ক্যাপটেন হবার মতো গুণাবলী রয়েছে। ও তোমাকে ইংল্যানডে পৌছে দেবে।'

আমার গ্লাসে ও চোলাই ঢেলে দিলো। 'তুমি প্রলাপ বকছো। আমি কচি খুকিটি নই যে আরামআয়েস না পেলে খেপে উঠবো। ইংল্যানডে এর জন্যে বহু মেয়ে আছে। মনে মনে আমি অনেক আগেই তোমার জীবনের সাথে নিজের গাঁটছড়া বেঁধেছি। সুতরাং তুমি থাকলে, আমি থাকছি···থাকতে চাই।

'স্বীকার করছি, ওই জলাভূমিতে কষ্ট হয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে এ-জায়গার প্রেমেও পড়ে গেছি। এবং তোমার ওই নীলগিরি দেখার সাধ আমারও আছে।'

'কিন্তু একটা কথা তোমার বোঝা দরকার, কোনো ইংরেজের

সাথে যোগাযোগ রাখতে পারবো না আমি। আমার গ্রেফতারি পরোয়ানা এখনো বলবৎ রয়েছে, ধরে নিয়ে যাবার জন্যে জাহাজ আসতে পারে। এখন থেকে আমরা কেবল ইংল্যানডে নয়—ইংরেজদের কাছ থেকেও নির্বাসিত।'

'হোক। আমি থাকছি।'

বর্ষণমুখর রাত। নদীর ভাটিতে কিছু দূর গিয়ে আমরা মরা-পানিতে নোঙর ফেললাম। একে আঁধার তায় বৃষ্টি, যে-কোনো সম্ভাব্য বিপদ মোকাবেলার জন্যে দুজনকে পাহারায় নিযুক্ত করলাম আমি।

বিছানায় শুয়ে ঘুম এলো না, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ভাবতে লাগলাম। আমাদের এই রুক্ষ ভবঘুরে জীবনে রেবেকার নিঃসঙ্গতাকে ভরিয়ে তোলার অনেক উপায় ঠাউরালাম। কিন্তু প্রথম এবং সব চেয়ে জরুরি বিষয়টাই আমার নজরে পড়লো না।

লিলার পড়লো।

সকালে কেবিনের বিরাট টেবিলে চার্ট বিছিয়ে নদীর গতিপথ জরিপে বসলাম। টমাসের নির্বাচিত জায়গাটা পছন্দ হয়েছে, কিন্তু রিবেকার এটা চেনে বলে সরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম।

আবার উত্তরের খাঁড়িতে ফিরে এলাম আমরা। গত যাত্রায় পরিচিত একটা নদীতে ঢোকার আয়োজন করছি এমন সময় জন টিলিকে সঙ্গে করে লিলা আমার কাছে এলো।

'এই যে, নিয়ে এলাম ধরে,' বললো ও।

'তাই? বেশ করেছো···ভালো লোক।'

'হবেই তো। ঈশ্বরভক্ত।'

'আমরা কি সবাই তাই নই?' ঠাট্টাচ্ছলে বললাম আমি।

'আমার কথার অর্থ,' ঈষৎ চড়া সুরে বললো লিলা, 'জন টিলি একজন পাদ্রি।'

এইবার আমার বিস্মিত হবার পালা। 'সত্যি, টিলি? কই, আমি কিছু টের পাইনি তো?'

'পাবার কথাও নয়। আমাকে জলদস্যুদের জাহাজে পেয়েছো তুমি। আমি ওদের বন্দী ছিলাম। পরে যখন টের পেলো এক-আধটু নৌবিদ্যা জানি, কাজে লাগিয়ে দিলো।'

'ভালোই হলো, জাহাজে একজন পাদ্রি থাকা দরকার, টিলি।'

'আপনি বুঝতে চাইছেন না, ক্যাপটেন ওসমান,' রুক্ষ সুরে বললো লিলা, 'জন টিলি একজন পাদ্রি, এর অর্থ বিয়ে পড়ানোর ক্ষমতা আছে তার।'

নিজেকে আমি নিরেট মনে করি না, তবু গোড়াতেই উলটো-পালটা ভেবে বসলাম। 'কেন, লিলা—তুমি কি যোগ্য কোনো পাত্র খুঁজে পেয়েছো?'

ওর মুখ আরক্ত হলো। 'তা তো বলিনি। আমি দিদিমণি আর আপনার কথা ভাবছি।'

এক মুহূর্ত বোকার মতো চেয়ে থেকে বললাম, 'ও, আচ্ছা··· নিশ্চয়ই···নিশ্চয়ই। আসলে কাজের চাপে ছিলাম তো···'

'যান, আপনি বরং ওঁর মতামতটা নিয়ে আসুন,' বললো ও। 'তারপর কী করতে হবে না হবে আমি আর রেভারেনড আলোচনা করে ঠিক করছি।'

ইতিমধ্যে চারপাশে ভিড় জমে উঠেছে। সবাই উপভোগ করছে ব্যাপারটা। 'এতে হাসার মতো কী আছে,' ঝাঁঝিয়ে উঠলাম। 'ও তো এখানে এসেছেই এ জন্যে। আমাদের বিয়ের কথা পাকাপাকি

হয়ে আছে।'

'বৌদি অ্যামিডশীপে,' পরিতৃপ্ত শিমপানজির মতো হেসে বললো পিম। 'যাও, গিয়ে বলো তাকে।'

সটান ওদের দিকে পেছন ফিরে নিচে গেলাম। ও মাস্তুলে দাঁড়িয়ে অদূরবর্তী নদীতীর দেখছে।

আমার পায়ের আওয়াজ পেয়ে চোখ তুলে তাকালো। 'জানো, উনি কিন্তু তোমাকে খুব ভালোবাসতেন।' বললো ও।

'উনি?'

'বাবা। তোমার প্রসঙ্গে কয়েকবার আমাকে এ-কথা বলেছেন।'

'উনি মহৎ লোক ছিলেন—দয়ার শরীর ছিলো।'

রেইলে দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক শোভা দেখতে লাগলাম আমরা। একটা সারস ডানা মেলে উড়লো আকাশে, ধীরে ধীরে চলে গেল গাছ-পালার আড়ালে।

'যথেষ্ট জ্বালানি কাঠ আছে,' বললাম, 'এমন কোনো পাহাড়ী এলাকায় আমি একটা কেল্লা বানাতে চাই। ঘরবাড়ি সব কেল্লার ভেতরে থাকবে। জায়গাটা নদীর কাছাকাছি হতে হবে যাতে জাহাজ বা নৌকো কাছে আসতে পারে।

'তারপর সবজি বাগান আর ফসলের আবাদ করবো।'

'সুন্দর পরিকল্পনা।'

'ভালো কথা, আফটারডেকে একজন ভদ্রলোক রয়েছেন, ওর সাথে তোমার পরিচয় হওয়া দরকার।'

ঘাড় ফিরিয়ে ও তাকালো আমার দিকে। 'কে? ইতিমধ্যে আলাপ হয়নি এমন কেউ আছে নাকি?'

'না, কথা হয়েছে—তবে অফিশিয়ালি নয়, অথচ ওটাই ওর সত্যি-কার পরিচয়। চলো··· অ্যাফটে গিয়ে দেখা করবে।'

'এক্ষুণি ? আমার খুব ভালো লাগছে এখানে।'

ওর হাত পেঁচিয়ে ধরে আফটারডেক মইয়ের দিকে রওনা হলাম। শেষ-ধাপে উঠে দেখলাম জন টিলি হালের অদূরে হাতে বাইবেল নিয়ে দাঁড়িয়ে। ওর পাশে লিলা, ভাবগম্ভীর ভঙ্গিতে দু'পাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে অধিকাংশ মাল্লা।

'লোকটা কী করছে ?'

'কী করছে ? কেন, বিয়ে পড়াবে। পাদ্রি।'

ঝট্ করে থেমে গেল ও। 'অ্যালান···?'

'ওকে দেরি করানো আমাদের উচিত হবে না, রেবেকা। এখন কবুল পড়ে ফেলো, ঝগড়া পরে করো।'

'না, ঝগড়া করবো কেন।' চকিতে ও চারপাশে তাকালো। 'ওহ, অ্যালান ! তুমি···নিশ্চয়ই পেত্নীর মতো লাগছে আমাকে।'

'এর চেয়ে সুন্দর আর হতে পারে না। কই, এসো।'

ও চোখ তুলে আমার মুখের দিকে তাকালো। 'এ কী—তুমি হাসছো যে বড় !'

'এই আমার এক মুদ্রাদোষ। ভাবগম্ভীর পরিবেশে খালি হাসি আসে। এগুলোকে ভক্তিশ্রদ্ধা করি—তবু মাঝে মাঝে মনে হয় আমরা বোধ হয় একটু বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলি।'

'তাই···বিয়েটাকে তুমি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে মনে করো না ?'

'আলবত করি। বস্তুত এটাই মানসিক পরিপক্কতার চূড়ান্ত পরীক্ষা। এবং অনেকেই পরীক্ষায় ফেল মারবে জেনে "ওটা আমার জন্যে নয়" বলে বিয়ে এড়িয়ে যায়।'

জন টিলির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা।

মৃদুমন্দ বাতাস দূরে খাঁড়ির জলে কাঁপন তুললো। প্রতিটা ঢেউ-য়ের মাথায় ঝলমল করছে ভোরের কাঁচামিঠে রোদ। কূলবর্তী বৃক্ষপত্রপল্লব হালকা বাতাসে অল্প অল্প দুলছে। তিনটে গাংচিল ধীরে, খুব ধীরে উড়ে গেল জাহাজের ওপর দিয়ে।

আমাদের পায়ের নিচে ঈষৎ নড়ে উঠলো ডেক। উদাত্ত কণ্ঠে বিয়ে পড়াতে শুরু করলো টিলি।

আমার পাশে-দাঁড়ানো মেয়েটার দিকে তাকালাম, হাওয়ায় কপালের ওপর একগুচ্ছ কুন্তল উড়ছে। ওর আঙুল দৃঢ় মুঠিতে চেপে আছে আমার হাত।

বাড়ি থেকে ও অনেক দূরে চলে এসেছে, ওর বাবা মারা গিয়েছেন। এমন একজন লোককে ও বিয়ে করছে যার অদৃষ্ট এক অজানা নিঃসঙ্গ দেশের সঙ্গে বাঁধা।

অনুষ্ঠান শেষে টাফরেইলের ধারে গিয়ে আমরা দুজন দাঁড়ালাম, নীরবে তাকিয়ে রইলাম দিগন্তে।

'আপাতত এখানেই থাকছি,' বললাম ওকে, 'পরে পার্বত্য এলাকায় চলে যাবো। রানীর পেয়াদারা এলে আমাদের পালাবার মতো একটা জায়গা থাকা দরকার। আমি নিশ্চিত ওরা আসবে।'

সে-রাতে আমরা জাহাজে রয়ে গেলাম। এখন ওটার নতুন নামকরণ হয়েছে "রেবেকা"।

তারার নিচে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। সাইপ্রেস বনের মাথার ওপরে থালার মতো চাঁদ উঠেছে। বনানীর বাতাস পাড় থেকে ফুল লতাগুল্ম আর কচুরিপানার সুবাস বয়ে আনছে। এর সাথে মিশে রয়েছে ধোঁয়ার ক্ষীণ গন্ধ, আমার কয়েকজন অনুচর ডাঙায় ক্যাম্পফায়ারের ধারে বসে গল্প করছে।

নয়

হাজারো সম্ভাবনা বুকে করে স্থির দাঁড়িয়ে সবুজ বনানী, ধ্যানী ঋষির মতো আত্মস্থ গম্ভীর ; খয়েরি নীরব বহতা নদী পাড়ে আঘাত হেনে চলেছে ছলাৎ ছলাৎ ছলাৎ। অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করার এই তো সময়, নতুন আশায় বুক বেঁধে কাজ শুরু করার সময়।

সরাইখানায় চোলাই খেতে খেতে ভবিষ্যতের দুঃসাহসিক পরিকল্পনা কাঁদা—লনডনের লোককোলাহলপূর্ণ রাস্তার ধূলিকণা থেকে বহু, বহুদূরে আরণ্য সৌন্দর্যের দেশে, অসভ্য বর্বরদের দেশে অচেনা পথে কীভাবে হাঁটবে, তার বর্ণনা দেয়া—খুব সহজ, বড় আনন্দের।

শব্দের ফুলঝুরি আর মদের নেশায় তরুণ যুবক ভাবে পৃথিবীটা বুঝি তার হাতের মুঠোয়, প্রতিটা ঝিনুকে থাকে মুক্তো। তার উপস্থিতিতে শত্রু নিজেকে গুটিয়ে নেবে শামুকের মতো। কিন্তু যখন বাস্তব এসে দাঁড়ায় সামনে, কথার ফানুসে আর কাজ হয় না : অসভ্য জংলীদেরও প্রেম কবিতা সম্পর্কে নিজস্ব ধারণা আছে, এমনও হতে পারে ভাবুকের ছিন্নশির তার প্রেরণার বিষয়।

স্বপ্ন চিরকাল মনোলোকের বাসিন্দা, বাস্তবায়ন নির্ভর করে দুটি

হাতের ওপর।

ইংল্যানডের নিরাপদ সীমানায় বসে রোয়ানোকে কলোনি আর গ্রেনভিলের নিখোঁজ লোকদের নিয়ে ঠাট্টা করা সহজ। ওরা যা করতে ব্যর্থ হয়েছে, আমরা তা সফল করবো।

আমরা সমস্ত সাহায্য-সহযোগিতার উর্ধ্বে চলে এসেছি। এখানে কোনো লোক রাস্তায় পা পিছলে হাড় ভাঙলে ডাক্তার-বদ্যির সাহায্য পাবে না। জংলীরা মারতে এলে বাঁচাতে আসবে না রানীর পেয়াদা। নিজের বাহুবলই এখানে সব—বাঁচামরার একমাত্র ভরসা-স্থল।

বিল হাডসনের কথা সত্যি; নতুন জায়গায় আসন করে নেয়া ভীষণ কঠিন—এবং যারা আমার সাথে এসেছে, তাদের ভালোমন্দের দায়িত্ব আমার একার। দলপতি সবাই হতে চায়, তাদের সিদ্ধান্ত নেবার ঝক্কি পোয়াতে রাজি হয় খুব কম লোক। এদেরকে আনার সময় যে-অভয়বাণী শুনিয়েছি, তা আমাকে যেভাবেই হোক রক্ষা করতে হবে।

পয়লা নম্বর, খাদ্য। পর্যাপ্ত পরিমাণে নিয়ে এসেছি, কতদিন চলবে তাতে? দেশে খাবার কী মহামূল্যবান জিনিস আমি জানি, অতএব হিশেব করে খরচ করার পাশাপাশি শীতের মজুদ গড়ে তুলতে হবে। এ-জন্যে কেবল শিকার আর ফলমূল সংগ্রহের ভরসায় থাকলে চলবে না—আবাদ করতে হবে।

কেল্লার একটা নকশা এঁকে জুবলেন, জন টিলি এবং আর সবাইকে দেখালাম। দু-একটা জায়গায় সামান্য রদবদল করলো ওরা, তারপর যে যার কুঠার নিয়ে গাছ কাটতে গেল। হাডসন আর পিম বার্ককে নিয়ে আমি গেলাম মাংসের খোঁজে।

কাজে-কর্মে-শিকারে নিজেদের অজান্তে কেটে গেল কয়েকটা দিন। এই সময়টা সর্বক্ষণ ডেকে পাহারা বসিয়ে রেখেছি আমি। টুকটাক মেরামত করে ধুয়ে-মুছে সাফ করা হয়েছে জাহাজ। দগ্ধ জাহাজটা থেকে দুটো কামান উদ্ধার করে এনে নিজেদের অস্ত্রভাণ্ডার আরো মজবুত করেছি।

কেল্লা তৈরির কাজ শেষ, চার দেয়ালে চারটে কামান বসানো হয়েছে। টিলার মাথায় নদীপথ আগলাতে স্থাপিত হয়েছে দুটো কামান। এগুলো পোড়া ভাঙাচোরা জাহাজের ভেতর থেকে উদ্ধার করে আনা হয়েছে।

কোনো ইনডিয়ানকে দেখতে পাইনি, তবে মাঝেমধ্যে ওদের ট্র্যাক এবং দুবার অন্ধকার নদীতে দ্রুত ধাবমান ক্যানো চোখে পড়েছে।

'ওদেরকে বিশ্বাস করি না আমি,' বিরক্তির সুরে বললো জুবলেন। 'আমার ভুল না হয়ে থাকলে এরা চোয়ানোকে গোত্রের লোক।'

'আমি ওদের ব্যাপারে কিছুই জানি না,' বললাম।

'আমিও না,' ও স্বীকার করলো। 'তবে আমার পরিচিত এক সৈনিক লেনের সাথে একবার এ-দেশে এসেছিল। ওর মুখে এদের বদনাম শুনেছি। এরা উইনজিনার অনুগত। লোকটা দক্ষিণের এক কুখ্যাত রেড ইনডিয়ান সর্দার—শেতাঙ্গদের ঘোর দুশমন।'

'রোয়ানোকে কলোনি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পেছনে সম্ভবত ও-ই দায়ী।'

'কেন, স্প্যানিশদের হাত থাকতে পারে না?'

'হ্যাঁ, স্প্যানিশরাও হয়তো এর সাথে জড়িত।'

চমৎকার জায়গা, ফুল আর উর্বরা জমিতে জ্যান্ত। তবে গাছ কাটার সময় ছাড়া পারতপক্ষে জলাভূমি এড়িয়ে চলি আমরা। কুমির

আর সাপের আস্তানা ওটা। তবু আমাদের প্রয়োজনীয় কাঠ সংগ্রহের এটাই সহজতম রাস্তা, গাছ কেটে স্থলপথে বয়ে আনার চেয়ে নৌকোর পেছনে বেঁধে টেনে আনা অনেক সোজা।

তাছাড়া স্থলভাগের গাছ উজাড় করে নিজেদের অবস্থান জাহির করার ইচ্ছে আমাদের নেই। বিলের গাছ কাটলে তার যেমন কোনো চিহ্ন থাকে না, তেমনি আমাদের কর্মতৎপরতা কারো চোখে ধরা পড়ার সম্ভাবনাও কম।

ইনডিয়ানরা আমাদের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে না চাইলে আপত্তি নেই, যদিও ওদের সঙ্গে ব্যবসা করতে আমি ষোলো আনা আগ্রহী। সব চেয়ে আগে আমি নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার পক্ষপাতী। কারণ, এ-রকম একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতির লোকদের সাথে মেলামেশা করার সময় আমাদের সদাসচেতন থাকতে হবে: এই দুই জাতির সামাজিক রীতিনীতির ভিত্তিতে ব্যবধান দুস্তর।

আমি এখন ক্যাপটেন টমাস, কভেনি হ্যাসলিং এবং এইরকম আরো অনেকের সাথে দীর্ঘ আলোচনার সুফল পাচ্ছি। এঁরা প্রত্যেকেই আমার দৃষ্টিভঙ্গি এবং বোধশক্তির প্রসারতা গভীরতা বাড়াতে সাহায্য করেছেন।

সাধারণ মানুষ, সরকার পদ্ধতি এগুলো সম্পর্কে জানার শেখার বহু কিছু আছে। সহসা আজ এ-সব দায়িত্ব আমার কাঁধে বর্তেছে। অন্যের উপদেশ পরামর্শ শুনি, তবে সিদ্ধান্ত আমি আমার নিজের বুদ্ধিতেই নেই।

সময় যেন বহমান নদীর মতো। আমার টেবিলে এই এলাকার একটি ক্রমবর্ধমান মানচিত্র শোভা পায়। ইনডিয়ানদের ব্যাপারে নতুন যা কিছু জানছি টুকে রাখছি।

পোটাকার কী খবর? গতযাত্রায় প্রথম সাক্ষাতেই ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল। ও ইনো উপজাতির লোক। ওদের বাসস্থান ঠিক কোথায় জানি না।

একবছর আগে, বা এর কিছু বেশি হবে, ওর সাথে দেখা হয়েছিল আমার। ইনোরা দক্ষ শিকারী হলেও চাষাবাদে পিছিয়ে নেই। ব্যবসাতেও সমান বুদ্ধিমান। ইনডিয়ানদের ব্যাপারে আমার সীমিত জ্ঞানে বুঝতে পারছি, ব্যবসা করার মতো উদ্বৃত্ত পণ্য যদি কারো থেকে থাকে তবে ইনোদের কাছেই আছে।

প্রচুর মাছ পড়ছে, তাই আরো লোক লাগিয়ে দিলাম। দিনদু-য়েকের মধ্যে বেলাভূমিতে শুটকি মাছের টাল জমে গেল। ফলে পাখির উৎপাত সামলানোর জন্যে পাহারায় বসাতে হলো এক-জনকে। অনেক পায়রা শিকার করলাম আমরা। ঝাঁক-বেঁধে এরা গাছে বাস করে বলে অনায়াসে মারা যায়।

আমাদের কেবিন কেল্লার ভেতরে। একটায় রেবেকা, লিলা আর আমি থাকি। একটা অস্ত্রাগার, একটাতে থাকে সঞ্চিত মাংস। আরেকটা ভাঁড়ার। পণ্যসামগ্রীর জন্যে রয়েছে একটা। আর সব চেয়ে বড় ঘরটা—অন্যরা থাকে। তবে জাহাজে সাতজন পাহারা দেয় সর্বদা।

আমরা সকলে একটেবিলে বসে খাই। এর পেছনে নিগূঢ় কারণ রয়েছে। আমি চাই না যে আমরা নিজেরা ভালো খেয়ে অন্যদের খারাপটা দিই—এমন রটনা চালু হোক।

শীত আসতে আর কত বাকি? নিশ্চিত জানি না বলে আমি দুশ্চিন্তায় রয়েছি—নিছক অনুমানের ভিত্তিতে নিখুঁত পরিকল্পনা সম্ভব নয়। শিকার তেমন না মিললেও প্রচুর মাছ পাচ্ছি। দ্রুত ফসল

পেকে উঠছে, আশা করছি দেরিতে হলেও ভালো ফলন তুলতে পারবো।

খেতে বসে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলাম আমি। 'নদীর উজানে আমার চেনা ইনডিয়ানদের বাস। ওরা ইনো উপজাতির লোক। এখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে টাসকারোরা গোত্রের বাস। ওদের সাথে আমার জানাশোনা নেই, তবে অন্য ইনডিয়ানরা যমের মতো ভয় করে।

'আমাদের কাছাকাছি রয়েছে চোয়ানোকে বা চোয়ানোক ইনডিয়ানদের গাঁ। ক্ষুদ্র উপজাতি। দুজনের নিরাপত্তাই নিশ্চিত হয় এমন একটা সমঝোতায় আমরা হয়তো আসতে পারবো ওদের সঙ্গে।

'ইনডিয়ান মহিলাদের এড়িয়ে চলবে। তোমাদের কেউ কেউ হয়তো ইনডিয়ান স্ত্রী পেতে চাইবে, কিন্তু প্রথমে ইনডিয়ান ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হও। জানো, কীভাবে কনের বাবাকে প্রস্তাব দিতে হয়, বিয়েতে কী উপহার পেলে সে খুশি হবে।

'আমরা এখানে সংখ্যায় কম, সুতরাং কোনো অবস্থাতেই এদের আঁতে ঘা দেয়া চলবে না।'

'ওরা জংলী,' বিড়বিড় করে বললো এমডেন, 'স্রেফ জংলীভূত।'

'কিন্তু তোমার আমার মতোই মানুষ। আমাদের রীতিনীতিকে আমরা যেমন শ্রদ্ধা করি, ওরাও তেমনি ওদেরটাকে করে। বন্ধুসুলভ ব্যবহার করবে ওদের সাথে।'

এমডেনের চেহারায় উষ্মা প্রকাশ পেলেও, আমার বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস পেলো না। তবু ওর হাবভাব চিন্তিত করে তুললো আমাকে। ও জলদস্যু জাহাজের মাল্লা। টিলি আর জুবলেনের সঙ্গে

এ-ব্যাপারে আলোচনা করলাম।

'হ্যাঁ,' একমত হলো জুবলেন, 'ব্যাটা বজ্জাতের ধাড়ি। এ-রকম আরো কয়েকটা জুটেছে। দিনরাত খালি ফুসফুস করে। নিশ্চয় কোনো বদমতলবে আছে।'

তো আমরা একজন ইনডিয়ানের সংস্পর্শে এলাম শেষ পর্যন্ত।

রেবেকাই প্রথম দেখতে পেলো। লিলাকে নিয়ে ও জঙ্গলের ধারে ভেষজ লতাপাতা সংগ্রহ করতে গিয়েছিল। শান্ত রৌদ্রোজ্জ্বল সকাল, কিন্তু বিলের প্রান্তে গাছপালা থাকায় জায়গাটা অন্ধকারাচ্ছন্ন, ছমছমে।

রেবেকা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিলের ও-প্রান্তে কোথাও একটা কাঠঠোকরা পাখি গাছে বসে নিজের কাজে মেতে আছে। জাহাজের ডেকে দড়িদড়া দিয়ে একটা কিছু খাটানোর চেষ্টা করছে একজন। তার খুটখাট শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে ও। কেল্লা থেকে তক্তা চেরাইয়ের আওয়াজ ভেসে আসছে···এখানে, গাছের-তলায়, সব কিছু নিঝুম।

প্রথমে ও কুমিরটাকে দেখতে পেলো। দশ-বারোফুট লম্বা একটা দানব, জলের ওপর শুধু নাক আর একজোড়া চোখ জেগে রয়েছে। কূলের দিকে ওর আসার ধরন দেখেই রেবেকা বুঝতে পারলো কুমি-রটা শিকারের গন্ধ পেয়েছে।

'লিলা?'

'দেখেছি।'

ওর পানে এগিয়ে আসছে। ঢিল ছুঁড়ে তাড়াবার চেষ্টা করে এক-বার দেখবে নাকি?

গাছের ডাল বা মাটির ঢেলা কুড়িয়ে নেবার জন্যে উবু হতেই

হাতটা ওর নজরে পড়লো।

একমুহূর্ত দম আটকে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলো, বুঝতে পারলো ওটা কোনো পুরুষের হাত, ঝোপের প্রান্তে ভেজা পচা লতাপাতা আঁকড়ে ধরে আছে।

হাতটা অনুসরণ করে নুয়ে-পড়া ঝোপের নিচে ও একজন লোককে আবিষ্কার করলো—ভীষণ আহত, সারা গা রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

'দিদিমণি? চলো, এই বেলা কেটে পড়ি। ও এসে পড়লো বলে!'

'ঢিল ছুঁড়ে তাড়াবার চেষ্টা কর।'

সাহায্যের আশায় চারপাশে তাকালো রেবেকা—কেউ নেই। হাতটা চেপে ধরে অতিকষ্টে লোকটাকে ঝোপের ভেতর থেকে টেনে বের করে আনলো।

'লিলা? হাত লাগা।'

আচমকা সভয়ে চেঁচিয়ে উঠলো লিলা। এই ওয়েলশ রমণীর চিৎকার আগে কখনো শোনেনি রেবেকা, ঝট করে হাতটা ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে এলো।

দানবাকৃতির কুমির, রক্তের গন্ধে ডাঙায় উঠে আসতে চাইছে।

এ-বার রেবেকাও চেঁচিয়ে উঠলো।

হঠাৎ চেঁচামেচির আওয়াজে ছুটে গেলাম আমরা। তলোয়ার হাতে সবার আগে পৌঁছুলাম আমি। পরমুহূর্তে জুবলেন আর হাডসন এলো। আমার আশঙ্কা ছিলো ইনডিয়ান বা লিনেকারের সাঙাতদের দেখবো।

'লেজের প্রতি খেয়াল রাখো,' সাবধান করলাম। 'ঝাপটা মেরে

তোমাদের পানিতে টেনে নিয়ে যাবে।'

পানির ভেতর থেকে অর্ধেক শরীর জাগিয়ে দানবটা দেখছে আমাদের। ভাটার মতো জ্বলছে চোখদুটো। চোয়াল খুলছে, বন্ধ হচ্ছে। রক্তের গন্ধ টেনে এনেছে ওকে, কিন্তু আমাদের এতগুলো লোকের উপস্থিতি নিশ্চয় ওর মস্তিষ্কে কোনো সতর্কসঙ্কেত দিয়ে থাকবে—জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একে একে পরিমাপ করছে সবাইকে। হঠাৎ আমার মনে হলো এইবার ও তেড়ে আসবে।

আমার পায়ের কাছে একটা মোটা গাছের ডাল পড়েছিল, সজোরে ওর মাথায় আঘাত করলাম ওটা দিয়ে। আচমকা ব্যথা পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো দানবটা, হিংস্রভাবে এগিয়ে এলো ফুটদুয়েক, তারপর ধীরে ধীরে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, লেজ গুটিয়ে নেমে গেল পানিতে।

'কী ব্যাপার, রেবেকা?' জিজ্ঞেস করলাম।

'একটা লোক··· আমার বিশ্বাস, এখনো মরেনি।'

ওর অঙ্গুলিনির্দেশ লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলাম, তলোয়ার নিয়ে জুবলেন পাশে এসে দাঁড়ালো।

আহত লোকটা একজন ইনডিয়ান, কোন গোত্রের বুঝতে পারলাম না, এই চেহারার কাউকে আগে দেখেনি। দীর্ঘ শক্তসমর্থ দেহ, জখমগুলো দেখে আঁচ করলাম আহত হবার পর নির্যাতন চালানো হয়েছিল, কোনোমতে পালিয়ে এসেছে।

'চারজন লোককে,' আমি বললাম, 'একটা খাটিয়াসহ পাঠিয়ে দাও। একে কেল্লায় নিয়ে যাবো।'

'জংলী? আমাদের কেল্লায়?' আপত্তি জানালো জুবলেন। 'সেরে উঠেই বেঈমানি করবে।'

'তবু বাঁচাতে চেষ্টা করবে। এই শরীরে কেউ যদি পালিয়ে আসতে পারে, তার বাঁচার অধিকার আছে।'

দশ

স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে লোকটার, মাথার পেছনে তীরের আঘাত, পাথুরে ফলা প্রায় কানের হাড় অবধি গিয়ে ঠেকেছে।

মাথায় মুগুরের চোট, কালো চুল শুকনো রক্তে চটচটে হয়ে আছে। সারা গায়ে অসংখ্য ছোটখাটো জখম আর পোড়া দাগ।

গা ধুইয়ে আমাদের সাধ্যমত আহতস্থান পরিচর্যা করলাম, তারপর ভাঙা ভাঙা ইনো উপভাষায় ওর সঙ্গে কথা বললাম আমি। জবাবে অস্ফুট স্বরে কিছু বললো সে, অনুমান করলাম আমার কথা বুঝতে পারছে।

আমার বুকে হাত রেখে ধীর গলায় বললাম, 'অ্যালান।' ওর শিয়রে-দাঁড়ানো লিলাকে দেখিয়ে বললাম, 'লি-লা।'

তারপর ওর প্রতি ইশারা করলাম। 'তুমি?'

'ওয়া-গা-স্থ,' টেনে টেনে বললো সে।

ফাঁদে-পড়া পশুর মতো সতর্ক হয়ে উঠেছে ও, এখনো বশ মানেনি।

'রেবেকা, লিলা, তোমরা খুব সাবধানে থাকবে,' আমি বললাম। 'আমরা অপরিচিত, এখন ওর কাছে অপরচিত লোক মানেই সম্ভাব্য শত্রু। ও এখানে কেন, বা আমাদের শুশ্রূষার কারণ কিছুই জানে না। আবার নির্যাতন চালাবার জন্যে সেবাযত্ন করছি—এমনটা ভেবে বসা বিচিত্র নয়।'

'কোন গোত্রের লোক?' জানতে চাইলো লিলা। 'মনে হলো আপনার কথা বুঝতে পারছে।'

'হ্যাঁ···দু-একটা শব্দ। বোধ হয় ওর কাছ থেকে পশ্চিমের এলাকা সম্বন্ধে কিছু জানা যাবে—ওকে এই অঞ্চলের লোক বলে মনে হচ্ছে না। আমার ধারণা বহু দূর থেকে আসছে। শরীরের গঠন চেহারা একদম ভিন্ন, ইনোদের চেয়ে গায়েগতরেও বড়।'

পরবর্তী তিনটে দিন ওর সাথে দেখা হলো না আমার। ঋতু-বদলের সময় ঘনিয়ে এসেছে, কাজকর্মের চাপ বেশি। আসন্ন শীত-কাল নিয়ে উদ্বেগে রয়েছি আমি, তবে মাঠের চেহারা দেখে আশা করছি ভালো ফসল পাবো।

ফার তেমন নেই, শীতের পোশাক তৈরিতে অধিকাংশ চামড়া লেগে যাচ্ছে। তাসত্ত্বেও শেয়াল আর নেউলের ছাল জমেছে।

জংলী লোকটাকে উদ্ধারের পঞ্চম দিনে ওর ঘরে গেলাম। সঙ্গে জুবলেন। হঠাৎ করে ভাঙা ভাঙা স্প্যানিশে কথা বলতে শুরু করলো ইনডিয়ানটা। জুবলেন এই ভাষা জানে, এক সময় ওদের কয়েদি ছিলো।

'ও একজন কাতাওবা···পশ্চিমের লোক।' আরো শোনার জন্যে

থামলো জুবলেন। 'পাহাড়ী এলাকায়।'

'আহ!' হর্ষধ্বনি করলাম আমি। এমনটাই চাইছিলাম। 'পাহাড়ের কথা জিজ্ঞেস করো।'

'তোমার কথা জানতে চাইছে। তুমি ওর মাতৃভাষার কিছু শব্দ শিখলে কীভাবে জিজ্ঞেস করছে।'

'ওকে বলো, আমি পোটাকা নামে এক ইনোর বন্ধু।'

পোটাকার সাথে আমার বন্ধুত্ব এবং ব্যবসার ঘটনা জুবলেন ব্যাখ্যা করার সময় বারকয়েক আমার দিকে তাকালো ওয়াগাস্থ।

'বলো, আমরা ওর বন্ধু এবং ওর স্বজনদের সাথেও বন্ধুত্ব করতে চাই। ও সুস্থ হয়ে ওদের মাঝে ফিরে যেতে চাইলে আমরা সাহায্য করবো।'

সেই থেকে রোজ ওর কাছে গিয়ে বসছি, দফায় দফায় ওর মাতৃভাষার একটা-দুটো শব্দ শিখছি। এবং সবিস্ময় লক্ষ্য করছি আমি যা শিখছি তার চেয়ে দ্রুত আমার ভাষা রপ্ত করছে ও। আমাদের ছোট কেল্লাটা একদিন ওকে ঘুরিয়ে দেখালাম।

প্রতিটি জিনিস দেখলো ওয়াগাস্থ. সব চেয়ে বেশি প্রভাবিত হলো কামানের কাছে এসে। 'মোটা আওয়াজ!' হঠাৎ বললো সে।

'তাই।' একটা গোলা দেখালাম ওকে, যতটা অবাক হবে মনে করেছিলাম তা হলো না।

'একজন মানুষ মারার জন্যে বেশি বড়,' নিজের অভিমত প্রকাশ করলো।

ওর ধারণা যথার্থ। কেল্লা বা জাহাজের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয় এগুলো, বুঝিয়ে বললাম। তারপর কামানগুলো কেল্লার ভেতরে বসানো হয়েছে কেন জানতে চাইছে ভেবে বললাম, আমাদের সাথে

বনিবনা নেই এমন কিছু লোকের জাহাজ আসতে পারে।

'ওয়াগাসু, একদিন ওই পাহাড়ে যাবো আমি। ওখানেই থাকবো।'

'বেশ তো,' ও বললো, 'আমি পথ বাতলে দিচ্ছি।'

মাটিতে রেখা টেনে ওদের গাঁ আর সংলগ্ন নদীর অবস্থান দেখালো। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ব্যবসাপত্রের যে-ট্রেডরুট রয়েছে তাও আঁকলো। ইনডিয়ানরা যাতায়াত করে ওইসব রাস্তায়। অল্প অল্প করে আমরা একে অন্যের ভাষা শিখছি। ও জানালো শত্রুরা ওর খোঁজে আসতে পারে, এবং ইতিমধ্যে হয়তো আমাদের কাছাকাছি চলেও এসেছে।

'কারা খুঁজছে?'

'টাসকারোরা···সংখ্যায় অনেক। দারুণ যোদ্ধা।'

'এখানে তুমি নিরাপদ, ওয়াগাসু। সুস্থ হয়ে ওঠো, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবো। সম্ভব হলে, আমরাও যাবো।'

ধীরে ধীরে জানলাম ওর পালানোর ইতিহাস। মৃগয়ায় গিয়ে বন্দী হয় ও। পরপর তিনদিন অকথ্য নির্যাতন চলে, প্রতিদিন বাড়তে থাকে অত্যাচারের মাত্রা। পুড়িয়ে মারার উদ্দেশে হাতপা বেঁধে ফেলে দেয় আগুনে। অতিকষ্টে দুপায়ের সাহায্যে একটা আধ-পোড়া লাকড়ি টেনে এনে পায়ের বাঁধন কাটে সে। তারপর কোনো-মতে হাতের বাঁধন মুক্ত করে ছুটে অগ্নিকুণ্ড থেকে বেরিয়ে পেছন দিকে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ওকে ধাওয়া করেছিল ওরা, কিন্তু ও ফাঁকি দিতে সক্ষম হয়। এরপর রক্তক্ষরণে, ক্ষুধাতৃষ্ণায় দুর্বল হয়ে ওই বিলের ধারে লুটিয়ে পড়ে।

কেল্লার সিংহ দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে হুড়কো লাগিয়ে দেয়া হয়

রাতে। নদীর দিকে যে-খিড়কিটা আছে, ওটাও আটকে দেয়া হয়। দুজন সান্ত্রী দেয়ালের ওপর পায়চারি করে তখন। জাহাজে যারা পাহারায় থাকে, তাদের সঙ্গে সঙ্কেত আদানপ্রদানেরও একটা বিশেষ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

ভাগ্যের ভরসায় বসে থাকা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। আমার বিশ্বাস, সৌভাগ্য কেবল তাদের কাছেই আসে যারা পরিশ্রমী এবং পরিকল্পনা মাফিক কাজ করে। এ-পর্যন্ত ইনডিয়ানদের সাথে আমাদের বিরোধ বাধেনি। আশা করি ভবিষ্যতেও বাধবে না।

পাহারাদারদের মাঝে সমন্বয়সাধনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। রোজ রাতে একজন করে লোক থাকে এই দায়িত্বে। জুবলেন, পিমারটন বার্ক আর সাকিমের ওপর এর ভার দিয়েছি। আজ পিমের পালা। মাঝরাতের কয়েক মিনিট পর আমাকে জাগালো সে।

'অ্যালান? একটু আসবে?'

'কী ব্যাপার?' আমার ঘুম চিরকাল পাতলা, মুহূর্তে সজাগ হলাম।

'বুঝতে পারছি না। তুমি এলে ভালো হয়।'

নিঃশব্দে চলে গেল ও। আমি উঠে দ্রুত পোশাক পালটাতে শুরু করলাম।

'কী হয়েছে, অ্যালান?' রেবেকা জেগে গিয়েছে।

'জানি না, নিশ্চয়ই কোনো বিপদ—পিম সহজে শঙ্কিত হয়ে ওঠার লোক নয়।'

পিস্তল, তলোয়ার আর গাদা বন্দুক নিয়ে অন্ধকারে পা রাখলাম। রেবেকার নড়াচড়ার আভাস পেলাম পেছনে। মই বেয়ে দেয়ালে উঠলাম আমি।

একজন রক্ষী পাশে এসে দাঁড়ালো। নিউফাউনল্যানডের লোক,

বেশ কর্মপটু। নাম, নেড ট্যানার। 'ওরা এসে পড়েছে, ক্যাপটেন,' ফিসফিস করে ও বললো। 'অনেক।'

'সজাগ থাকো।'

কারনিস ধরে অপর রক্ষীর কাছে যেতে পিমকেও পেলাম সেখানে।

'ট্যানার বলছে লোক জমায়েত হয়েছে বাইরে। তোমার কী মনে হয়?'

'আসলেও তাই,' চাপা সুরে বললো প্রাক্তন ব্রিসটলবাসী। 'ওদের কোনো মতলব আছে, ক্যাপটেন। দেয়ালের নিচে চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে।'

চলাফেরার আওয়াজ পাচ্ছি, কিন্তু মতলবটা আঁচ করতে পারলাম না। 'পিম,' বললাম আমি, 'তুমি নেমে গিয়ে বাছাই করে ছজন লোক নিয়ে এসো। অন্যরা চাইলে বিশ্রাম নিতে পারে। আমাদের সামনে বোধ হয় দুর্দিন আসছে।'

প্রতিরোধকারীরা সতর্ক হলে একটা কেল্লা দখল করা সহজ নয়। কামান থাকলে অবশ্যি আলাদা কথা, অন্যথায় দুর্গরক্ষীরা দায়িত্ব-পালনে অবহেলা না করলে প্রায় অসম্ভব। তবে ওরা এখনো হামলা না করায় একটা পরিকল্পনার আভাস মিলছে। এর অর্থ, যুদ্ধ এবং সুদৃঢ় ঘাঁটি সম্পর্কে ওদের ধারণা আছে। সম্ভবত ওদের মাঝে কোনো শ্বেতাঙ্গ রয়েছে।

ফ্লোরিডার বসতি স্প্যানিশ ভার্জিনিয়াতে ইংরেজদের আগমনকে সুনজরে দেখছে না। এটা ওই স্প্যানিশদের পরিচালিত কোনো প্রচেষ্টা হতে পারে। তবে এ-সবই নিছক অনুমান, কোনো প্রমাণ নেই।

তারার অবস্থান দেখে বুঝতে পারছি, আমি জেগে ওঠার পর একটা ঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছে। লোকজন তাদের জায়গায় গিয়ে অবস্থান নেবার সময় ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে মইয়ে।

কারনিস ধরে হাঁটা আর শোনার চেষ্টায় অনেকটা সময় চলে গিয়েছে, অথচ ওদের পরিকল্পনার ব্যাপারে কিছুই আন্দাজ করতে পারিনি। নিচে, কমপক্ষে ওদের দুজন বা হয়তো আরো বেশি ঘুরে বেড়াচ্ছে—সম্ভবত ঢোকার কোনো পথ খুঁজছে।

নরম গলায় মুখ খুললাম। 'তোমরা কী চাও।' কাতাওবা ভাষায় জিজ্ঞেস করলাম।

অমনি থেমে গেল সব আওয়াজ।

'আমরা ঘুমিয়ে নেই,' বলে চললাম, 'তবে কোনো ঝামেলা চাই না। কথা বলতে চাইলে সকালে এসো, শুনবো। কিন্তু রাতে এলে তোমাদেরকে শত্রু ভাবা ছাড়া উপায় নেই।'

একটু বাদে একটা গলা শোনা গেল। 'কাতাওবাকে ছেড়ে দাও। ও আমাদের।'

'ও কারো নয়। আমাদের কারো কোনো দাবি নেই ওর প্রতি।'

'ওকে ফিরিয়ে দাও, চলে যাবো।'

'লোকটা ভালো। আমাদের সাথে কাজ করে। ওকে বের করে দেবো না। নিরাপত্তার খাতিরে আশ্রয় নিয়েছে আমাদের গাঁয়ে।'

'তাহলে ধরে নিয়ে যাবো। আমি, নাগুসকা, এ-কথা বলছি।'

'তুমি টাসকারোরা?'

'তাই।'

'টাসকারোরা সাহসী লোক, ভালো যোদ্ধা। কিন্তু আমি ইংরেজ। আমাদের কাছে কেউ সাহায্য চাইলে আমরা বিমুখ করি না।'

'ঠিক আছে।' তেমন অখুশি বলে মনে হলো না ওকে। 'এ-জন্যে তোমাদের মরতে হবে। তোমাদের সবাইকে।'

তারপর বিস্ময়করভাবে ইংরেজিতে কথা বলে উঠলো সে। 'তোমরা, ইংরেজরা, দুর্বল জাত। সাগরপাড়ে নিজেদের দেশ সম্পর্কে তোমরা মিথ্যে কথা বলো। তোমরা ছোটজাত। শিকার করতে পারো না। তোমাদের ফার নেই। বড় গাছপালা নেই। থাকার মধ্যে আছে কেবল বড় বড় ক্যানো আর পরের ধনে লোভ।'

'ইংরেজি শিখলে কেমন করে?'

'আমার বাপ ইংরেজ ছিলো। তার দুর্বলতা আমার চোখে ধরা পড়ার আগে আমাকে অনেক শব্দ শিখিয়েছে সে। যুদ্ধ, শিকার কিচ্ছু জানতো না—অকম্মার ধাড়ি ছিলো।'

'আমাদের দেশে অল্প কিছু লোক যোদ্ধা হয়, আর শিকার কম মেলে বলে আমরা সবাই শিকারী নই। প্রয়োজনীয় জিনিস আমরা বিনিময় করি।'

'বাহ্! এটা তো মেয়েলোকের কায়দা! একজন যোদ্ধা তার প্রয়োজনীয় বস্তু ছিনিয়ে নেয়!'

'কী করতো তোমার বাবা? নাম কী?'

'কিস্সু না। যাই পেতো তার ওপর খালি আঁকিবুঁকি কাটতো। আমাদেরকে বলেছিল ওগুলো নাকি জাদুবিদ্যার ছক। তাই আমরা পুড়িয়ে ফেলিনি, কিন্তু সে-সব তার কোনো উপকারে আসেনি।'

'মারা গেছে?'

'বহুদিন আগে। ভালোই হয়েছে মরে। সাহসী কোনো বাপ পাইনি বলে আমার ভীষণ লজ্জা করে।'

'মনে হচ্ছে তোমার মামাই তোমার কাছে সব?'

'বটেই তো! মামা আমার খুব বড় যোদ্ধা।'

কথা বলার ব্যাপারে বেশ উৎসাহী মনে হলো ওকে, এর ফলে লড়াই বাধছে না কোনো। পিমকে এটা জানিয়ে আরো বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে নির্দেশ দিলাম।

'সকালে ফটকে এসো—একা। তোমার সাথে আমি কথা বলবো, নাগুসকা।'

'সকালে? সকালের আগেই তোমরা সাফ হয়ে যাবে।'

'তুমি বলছিলে তোমার বাবা কিছু নকশা এঁকেছিল। ওগুলো আছে? আমি একটু দেখতে চাই।'

'আছে। কোথায় লুকোনো আছে জানি। আমার বাপ দুর্বল ছিলো। অস্ত্রের ব্যবহার জানতো না। দুর্বলতার কারণে প্রচুর হাসির খোরাক হয়েছিল সে।'

অদ্ভুত কিছু শব্দ শুনতে পাচ্ছি, শনাক্ত করতে চেষ্টা করলাম।

হঠাৎ বুঝতে পারলাম! মই! মই আছে ওদের!

দেয়ালের কয়েক জায়গায় শুকনো ঘাস খড় রাখার ব্যবস্থা আছে। সহজেই ধরানো যায়। একগোছা তুলে নিলাম, তারপর আগুন ধরিয়ে উঁচু করে ধরলাম দেয়ালের ওপর।

ক্ষুদ্র অথচ উজ্জ্বল আলোয় ডজনাবারো জংলীর মুখ ভেসে উঠলো চোখের সামনে, সারা গায়ে রং। ধীরে ধীরে উঠছে মইগুলো।

আমার পাশে একটা তীরে এসে পড়লো। সব চেয়ে কাছের লোকটার বুক লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লাম।

এ-বার ধেয়ে এলো ওরা।

এগারো

'মই। মই!' আমি চেঁচিয়ে বললাম যাতে আসল ব্যাপার সবাই জানতে পারে।

মই। ইনডিয়ানরা এর ব্যবহার জানে আগে শুনিনি। অবশ্যি নাগুসকা দোআঁশলা, বোধ হয় যে-বাপকে সে ঘৃণা করে তার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছে।

একঝাঁক গুলির শব্দ হলো। আরেকগুচ্ছ জ্বলন্ত খড় ছুঁড়ে দিলো কেউ, তারপর আরো একটা। দুজন ইনডিয়ান একটা আহত লোককে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করছে, আমার পাশে দেয়ালে একটা মই এসে লাগলো। মইটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলাম। একজন পড়ে গেল নিচে, অন্যজন ওটা আবার ফিরিয়ে আনলো।

মইটা দেয়ালের গায়ে ঠেকতেই ওর বুকে তলোয়ার ঢুকিয়ে দিলাম। একমুহূর্ত ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো জংলীটা, পরক্ষণে আমি তলোয়ার বের করে নিতে হাতপা ছড়িয়ে নিচে পড়ে গেল।

বন্যার মতো উঠে আসছে জংলীরা। আমাদের সবাই এখন গুলি ছুঁড়ছে, আচমকা ভাটা পড়লো।

'আরো খড় ধরাও।' চেঁচিয়ে উঠলাম। 'ওরা যেন মই নিয়ে যেতে না পারে।'

টুকটাক গুলি হচ্ছে এখানে-সেখানে। তারপর সব কিছু থেমে গেল। নিস্তব্ধ হয়ে গেল রাতের কালো প্রকৃতি। একঝলক প্রশান্ত হাওয়া ছুটে এলো সাগর থেকে—পোড়া কাঠ, খড় আর বারুদের গন্ধ ভাসছে।

পরক্ষণে আরেকটা ঘ্রাণ পেলাম···তাজা কফি! ইংল্যানডে জিনিসটা নতুন, অনেকেই এখনো এর স্বাদ পায়নি। কিন্তু বাপের জাহাজে লোহিত সাগর আর ভারত মহাসাগরে ঘুরে বেড়ানোর সুবাদে রেবেকা বহু আগে থেকে এর সাথে পরিচিত।

আমরা সকলে এককাপ করে পেলাম, চমৎকার উষ্ণ পানীয়।

জুবলেন আর পিম এলো আমার কাছে। 'ওরা কি আবার হামলা করবে?'

'জানি না। মইতে কাজ হয়নি আমরা সতর্ক ছিলাম বলে। তবে ওরা ভাববে ওদের ওষুধ খারাপ ছিলো। অতএব, চুপচাপ অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।'

মাত্র কয়েকমিনিট আক্রমণ চলেছে, এখন আবার চারিদিক নিঝুম। আরো কফি পান করলাম, কয়েকজন চলে গেল বিশ্রাম নিতে। ধীর, অতিধীর একটা ঘন্টা পেরিয়ে গেল, তারপর আরো একটা। পুবদিগন্তে ফিকে আলো দেখা দিয়েছে কি দেয়নি—তবে আমি মনে-প্রাণে প্রার্থনা করছি যেন তাড়াতাড়ি সকাল হয়।

কারনিসে এসে হাডসন দেখা করলো আমার সাথে। 'বস, বাইরে

গেটের কাছে দুটো মই পড়ে আছে। তুমি অনুমতি দিলে ভেতরে নিয়ে আসতে পারি।'

দোটানায় পড়লাম। ফটক খোলায় ঝুঁকি রয়েছে, অথচ ওদের কাছ থেকে যত পারি মই কেড়ে নিতে চাই। ইতিপূর্বে যে-সব ক্ষেত্রে ইনডিয়ানরা কেল্লা আক্রমণ করে ব্যর্থ হয়েছে তার প্রতিটিতে ফটক বন্ধ ছিলো, ভেতরে ঢুকতে পারেনি ওরা।

'কজন লাগবে তোমার?'

'বারোজন হলেই চলবে। দুজন করে এক-একটা মইয়ের জন্যে, আর অন্যরা কাভার দেবে।'

'বেশ, ঝটপট করবে।'

অপেক্ষা করতে লাগলাম···ভারি পাল্লার কঁ্যাচকঁ্যাচ আওয়াজ নিস্তব্ধ রাতে অসম্ভব জোর শোনালো। ইনডিয়ানরাও নিশ্চয়ই শুনেছে ও-শব্দ, কী ভাববে ওরা? আমরা পিছু নিচ্ছি?

সত্যি হাডসন খুব দ্রুত কাজ সারলো। একটু বাদে ফের বন্ধ হয়ে গেল গেট, দুটো মই আমাদের হস্তগত হলো।

ও আমার কাছে এলো। এখন আরেকটু ফরসা হয়েছে, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওর সামনের দুপাটি দাঁত। 'আরো একটা মই ছিলো, আনা সম্ভব নয় দেখে বাঁধনগুলো কেটে দিয়েছি,' বললো সে। 'ওরা উঠতে গেলে যা মজা হবে না।'

ঝোপেঝাপে গাছেপালায় অন্ধকার পুরোপুরি আড়মোড়া ভাঙেনি। ঘুরেফিরে নাগুসকার কথা মনে পড়ছে আমার।

মানুষের নেতৃত্ব নির্ভর করে একটা পলকা সুতোর ওপর। নিজের সাফল্যের ব্যাপারে ও একটা নতুন জিনিসের সাহায্য নিয়েছিল। জিনিসটা অ-ইনডিয়ান—এবং বিফল হয়েছে। ওদের কেউ কেউ

নিঃসন্দেহে ব্যর্থতার জন্যে এই আজব বস্তুটিকে দায়ী করবে, ওকে দুষবে। ওর জন্যে দুঃখ হচ্ছে। জন্মদাতার প্রতি ওর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই জেনে আমার খারাপ লেগেছে, কিন্তু সেই সাথে লোকটাকে যোগ্য বলেও মনে হয়েছে।

তবে এমনও তো হতে পারে যে, মনে মনে বাপকে সত্যি ভালোবাসে ও? আসলে এটা মুখোশ, ওর আবেগকে ঢাকা দেবার একটা অস্ত্র মাত্র? এ-পর্যন্ত যত ইনডিয়ানের সাথে আমাদের আলাপ-পরিচয় হয়েছে তাদের প্রায় কেউই বাপকে শ্রদ্ধা করে না। বস্তুত, আমরা যে-সম্মান বাবাকে দেখাই, ওরা সেটা করে মামাকে।

অপেক্ষা করছি আমরা, কিন্তু আর কোনো হামলা আসছে না। একটু একটু করে সকাল হচ্ছে।

এখানে-ওখানে ঘাসের ওপর কালো ছোপ, জমাটবাঁধা রক্ত; কোনো আহত লোক বা লাশ চোখে পড়ছে না। রাতের আঁধারে ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে সব। আরো চারটে মই দেখতে পেলাম একটা ঝোপের ধারে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে।

যুদ্ধের এই কৌশল ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে—আমাদের, এবং আরো যারা কেল্লার ভেতরে বাস করে তাদের জন্যে এটা অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার। প্রাথমিক ব্যর্থতার কারণে এ-রকম কত আবিষ্কার যে অবহেলিত হয়েছে কে জানে। মজবুত মই, পশুর চামড়া দিয়ে ধাপগুলো খুঁটি দুটোর সাথে বাঁধা।

নিচে এসে দেখলাম রেবেকার নাস্তা বানানো সারা। আমি ক্ষুধার্ত থাকবো বুঝতে পেরে ডাইনিং টেবিল সাজানোর অপেক্ষায় বসে থাকেনি। ওকে নাগুসকার কথা জানাতে আমুদে গলায়

হাসলো। 'তুমি মানুষটা ভারি অদ্ভুত, অ্যালান। মনে হচ্ছে নাগুস-কার-ব্যর্থতায় দুঃখ পেয়েছো। অথচ ওর সাফল্যে আমাদের সকলের প্রাণহানির আশঙ্কা ছিলো।'

ওর সুরে সুর মিলালাম।

'হ্যাঁ, সত্যি ওর জন্যে দুঃখ হচ্ছে, আশা করি আবার দেখা হবে আমাদের…তবে ভিন্ন পরিস্থিতিতে। ওর বাবার ব্যাপারে আরো জানবো—কী নাম, কবে এবং কীভাবে এখানে এলো।'

সাকিম আর পিম কফি পান করতে এলো। আমার চিন্তাভাবনা জানালাম ওদের। 'আমাদের সমস্ত জ্ঞান, দক্ষতা অনভিজ্ঞ লোকের হাতে পড়ে কীরকম মূল্যহীন হয়ে গেল ভাবতেই অবাক লাগছে।'

কাঁধ ঝাঁকালো সাকিম। 'এটাই স্বাভাবিক। বহুদিন আগে জাহাজে করে মালাক্কায় গিয়েছিলাম। এক দ্বীপে ব্যবসা উপলক্ষ্যে আমাদের জাহাজ থেমেছিল। ওখানে কেউ ইস্পাত বা আর কোনো ধাতব পদার্থের ব্যবহার জানতো না। হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি সবই ছিলো পাথরের।

'একটা কুঠার আমার খুব পছন্দ হয়ে যায়। আমার নিজেরটা ছিলো ইস্পাতের। ওটার বিনিময়ে আমি ওর পাথরের কুঠারটা চেয়েছিলাম। ও সেটা নিয়ে নেড়েচেড়ে ব্যবহার করে দেখলো, অবাক হয়ে গেল কার্যক্ষমতা দেখে, তারপর ফেরত দিয়ে নিজেরটা তুলে নিলো। অর্থাৎ বিনিময় করবে না। পরিচিত অভ্যস্ত জিনিসই তার পছন্দ, যার মালমশলা সম্বন্ধে জানে না এমন কোনো বস্তুর হাতিয়ার নেবে না।'

কফিতে চুমুক দিলো সাকিম। 'ভালো জিনিস,' বললো, 'তবে আমার অনুপাতে পাতলা। একদিন দেখাবো আমার দেশে কীভাবে

বানায়।'

কাপ নামিয়ে রাখলো সে। 'আজ রাতে তোমাকে সে-কথাই বলতে এসেছি।'

'তোমার দেশের কথা? আমার বাবা জানতেন, খুব সামান্য। পিটার পুবের অঞ্চল সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়েছে, আমার জ্ঞানও এ-ব্যাপারে সীমিত—শুধু জানি, মশলা, চা, কফি, সোনা এবং আরো কিছু জিনিস উৎপন্ন হয় ওখানে।'

সাকিম হাসলো, ঠেলে সরিয়ে দিলো কাপটা। 'আরো বহু কিছু হয়।' আমার দিকে তাকালো সে, ওর কাকের মতো গভীর কালো চোখ দুটিতে চাপা কৌতুক খেলা করছে। ঈষৎ সংশয়ের ছাপও লক্ষ্য করলাম যেন। 'এক অর্থে ওই নাগুসকার সাথে আমার মিল আছে। এমন অনেক কিছু জানি যা নিয়ে লোকে হয়তো ঠাট্টা করবে আমাকে।'

'যেমন? আমি অন্তত কোনো জ্ঞানকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবো না তা তুমি ভালো করেই জানো, সাকিম।'

'তাই তো, বন্ধু, তোমাকে বলবো বলে ঠিক করেছি। ইউরোপিয়ানদের হাতে প্রথম বন্দী হবার সময় থেকে আজতক কাউকে জানাইনি এ কথা। সবার কাছে নিজেকে মুর বলে পরিচয় দেয়াটাই সহজ বলে মনে হয়েছিল, কারণ মুর কাদের বলে সকলে জানে। অন্যদিকে আসল পরিচয় দিলে কেউ বুঝবে তো, নাই—বরং অহেতুক সন্দেহ, ধাঁধার সৃষ্টি হবে।

'মানুষ ধাঁধা পছন্দ করে না, অ্যালান। তারা পরিচিত গণ্ডিতে চলতে ভালোবাসে। ধাঁধার চেয়ে জানাশোনা তথ্য নিয়ে কাজ করা সোজা।'

'তুমি মুর নও ? তাহলে মুসলমান হলে কীভাবে ?'

'মোহাম্মদের বহু অনুসারী মুর নয়, এমনকি আরবও নয়। তারা বিজিত জাতি। হযরতের মৃত্যুর পর আরবরা মরুভূমি অতিক্রম করে বহু দেশ জয় করেছিল। পারস্য সেগুলোর একটা। আমি, যাকে এখন তোমরা সাকিম নামে চেনো, খোরাসানের লোক। নিশাপুর শহরে বাড়ি।

'বাপদাদার ভিটেও ওখানে। আমরা জ্ঞানচর্চা করতাম। মুলত দর্শন, সাথে এক-আধটু আইন আর ডাক্তারি বিদ্যাও।

'চিকিৎসা বিজ্ঞানে অনেক এগিয়ে ছিলাম আমরা। শত হলেও আদিগ্রীসের উত্তরাধিকারী। তবে ভারত আর ক্যাথের কাছেও ঋণী।'

'তো ?' আচমকা সংশয়ের সুরে প্রশ্ন করলো বার্ক।

'মোঙ্গলদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে পড়ে সর্বনাশ হয়ে যায় আমাদের। রক্ত, লুটপাটের নেশায় সব জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেয় ওরা। অসংখ্য লোক হতাহত হয়।

'পরে, তৈমুর লং-এর আমলে বিদ্বান পণ্ডিতদের পুনর্বাসনের চেষ্টা হয়, কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। বহু শিল্পীসাহিত্যিক নিহত হয়েছেন।

'মুষ্টিমেয় যে-কজন জীবিত ছিলেন তখনো, তাঁদের মধ্যে আমার পূর্বপুরুষরাও ছিলেন। তাঁরা পালিয়ে পামির, টাকলামাকান প্রভৃতি দুরবর্তী মরুভূমিতে আশ্রয় নেন।

'তারপর পরিস্থিতি যখন স্বাভাবিক হয়ে আসে, আবার নিশাপুর মারভ, মশাদ নগরীতে ফিরে আসেন।

'ছেলে বেলায় আমি নিশাপুর আর মারভে লেখাপড়া করেছি, পরে ইসপাহান আর কনসট্যানটিনোপোলে। কিন্তু তখন আমার

মন পশ্চিমের ডাক শুনেছে। তাই কনসট্যানটিনোপল থেকে ত্রিপোলির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ি। জলদস্যুরা আমাদের জাহাজ দখল করে ...আমি বন্দী হই...তারপর আরেক দল জলদস্যু ছিনিয়ে নেয়। তোমার সাথে যখন দেখা হলো তখন আমি পুরোদস্তুর জাহাজি বনে গেছি, স্বদেশে ফিরে যাওয়া ছাড়া কোনো স্বপ্ন নেই।'

'কিন্তু এখন এখানে আছো,' বললো রেবেকা।

'আছি,' নিরুত্তাপ গলায় বললো ও, 'এবং কাজেও লাগবো। আমার ক্ষমতায় মরচে পড়ছে। প্রথমে ভেবেছিলাম বলবো না কিছু, পরে ওয়াগাস্থকে নিয়ে আসার পর মনে হলো বলা উচিত, বাধো-বাধো ঠেকছিল।'

'আমাদের কাছে ওষুধপত্র বিশেষ নেই,' আমি বললাম।

'লতাগুল্ম, খনিজপদার্থ এগুলো আছে। ওষুধ বানিয়ে নিতে পারবো। সম্প্রতি বিল আর পাহাড়ের ধারে কিছু পরিচিত ভেষজ লতাপাতা চোখে পড়েছে।'

'তাহলে তো আর কথাই নেই,' আমি বললাম, 'নেমে পড়ো কাজে। অসঙ্কোচে সাহায্য চাইবে, আমরা যথাসাধ্য করবো।'

উঠে পড়লাম আমি। 'সকাল হয়েছে, প্রচুর কাজ বাকি পড়ে আছে। সাবধান, সাকিম, ইনডিয়ানরা কাছেপিঠেই থাকবে। তোমাকে একজন শিষ্য দিচ্ছি,' ইঙ্গিতে লিলাকে দেখালাম। 'যতটা পারো ওকে শেখাও। ও নিজেও অল্পবিস্তর জানে। প্রয়োজনে সাহায্য করতে পারবে তোমাকে।'

পরে এক সময় উঠোনে দাঁড়িয়ে পিম জিজ্ঞেস করলো 'তোমার কী ধারণা? ও মিথ্যে বলছে?'

'না...বিশ্বাস করি। মানুষের জীবন বড় বিচিত্র। আমরা ভাগ্য-

বান িনে একজন ডাক্তার পেয়েছি আমাদের মাঝে, অসুখেবিসুখে চিকিৎসা পাবো। ও যদি একজনকেও বাঁচাতে পারে, তাই বা কম কী। এর আগেও সাকিমের সাথে ঘুরেছি আমি। ও লোক ভালো —এবং বিশ্বস্ত।'

প্রতিদিন কাজের চাপ বাড়ছে। এই দেশ সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছু জানি না টের পেয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ওয়াগাসু। বাদাম, ফলমূল, সবজি পাওয়া যায় এমন সব জায়গা চিনিয়ে দিচ্ছে। বিলের পাড়ে কয়েকজায়গায় কালোজাম, খেজুর প্রভৃতির গাছ আবিষ্কার করলাম। ভাঁড়ার পুরোপুরি ভরে ওঠা না পর্যন্ত একনাগাড়ে সংগ্রহ করলাম। বাদামও মিললো কিছু, সব পাকেনি এখনো।

ওয়াগাসু বালুর ওপর তার গাঁয়ের ছবি এঁকে দেখালো। কাতাওবা নদীবিধৌত বিশাল এলাকা। দুপাশে আরো দুটো নদী আছে। জায়গাটা একেবারে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত।

আখরোট বা চিনেবাদাম মিশিয়ে কীভাবে স্যুপ, স্টু ঘন করতে হয় দেখালো সে। নদীতীরে শামুক খোঁজার নিয়মকানুন শেখালো।

এখন রেবেকার দায়িত্বে রয়েছে জন টিলি। নৌকো নিয়ে ও গিয়েছে মাছ আর শামুকের সন্ধানে।

হঠাৎ হাডসন আমার কাছে এলো। 'অ্যালান,' অন্যরা যাতে সচকিত হয়ে না ওঠে তাই নরম সুরে বললো, 'টিলি ফিরে আসছে। খুব তাড়া আছে মনে হলো।'

নদীর ধারে দৌড়ে গেলাম আমরা। একটু বাদে দুজন-সঙ্গীকে নিয়ে ফিরে এলো টিলি। বাকি দুজন জাহাজ পাহারা দিচ্ছে।

'জাহাজ ভাসাও,' সংক্ষেপে বললো ও। 'দূরবীনে ধরা পড়েছে··· জলি জ্যাক।'

গ্যারি লিনেকার···

আমার পুরোনো শত্রু ফিরে এসেছে। একবার আমাকে অপহরণ করেছিল, বারকয়েক হত্যার চেষ্টা করেছে, রেবেকার বাবা, ব্রায়ান টমাসকে খুন করেছে।

দেখার জন্যে রেবেকায় গেলাম আমি।

ওর জাহাজটা তেমন বড় নয়, ভারি কামান আছে অনেকগুলো। জনবলও বেশি, সম্ভবত আমার তিনগুণ।

'টিলি,' বললাম, 'জাহাজ সুবিধেজনক অবস্থানে নিয়ে গিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও।'

কেল্লার চারটে কামানের মুখ আমরা নদীর দিকে ঘুরিয়ে দিলাম। স্থলপথের হামলা ঠেকানোর জন্যে টিলার কামান আর হালকা অস্ত্রপাতি রইলো।

ভয়ের ছায়া ঘনিয়েছে রেবেকার মুখে। 'চিন্তা করো না,' প্রবোধ দেবার চেষ্টা করলাম, 'আমরা হারিয়ে দেবো ওকে।'

মাথা নেড়ে ও সায় দিলো বটে, স্পষ্ট বুঝতে পারলাম দুশ্চিন্তায় ভুগছে। উদ্বেগ আমারও কম নয়, লড়াই দীর্ঘস্থায়ী হলে কাজের প্রচুর ক্ষতি হবে—অথচ জাঁকিয়ে শীত পড়তে বেশি বাকি নেই। গত কদিনে গাছের পাতা রং বদলাতে শুরু করেছে, ভোরের কুয়াশা এখন আগের চাইতে ঘন।

ভাটিতে, যেখানে লিনেকারের জাহাজ প্রথম চোখে পড়বে, তাকালাম। ঈষৎ কাঁপুনি অনুভব করলাম শরীরে। ভয় করছে আমার: পরিস্থিতি আর আগের মতো নেই যখন আমার ভুলের

মাস্তুল শুধু আমি-একাই গুণতাম। এখন আরো অনেকের ভাগ্য জড়িত, তারা নিজেদের ভালোমন্দের দায়িত্ব আপনার ওপর সঁপেছে।

'তোমার আমার কথা ভাবছি না,' সহসা বললো ও, 'আমি ভাবছি তোমার ছেলের জন্যে।'

'আমার ছেলে?'

বোকার মতো তাকালাম।

'কী, কী বললে? আমার সন্তান?'

বোধ হয় কথাগুলো একটু চেঁচিয়ে বলেছিলাম, সবাই একযোগে ঘুরে তাকালো। তারপর আসল ব্যাপার উপলব্ধি করে সোল্লাসে চিৎকার করে উঠলো।

আমার ছেলে!'

'ক্যাপটেন?' জুবলেনের গলা। 'ওই যে, আসছে।'

সবুজ বনানীর ওপর দিয়ে মাস্তুল দেখা যাচ্ছে। জঙ্গল ওখানে ততটা ঘন নয়, গাছের পাতা ঝরে গিয়েছে। প্রথমে মাস্তুল, বো, ফোর-সেইল।

'বিল,' হাডসনকে ডাকলাম 'শুধু তোমার কামানটাদাগো!'

বারো

গর্তে আগুন ফেলে দিলো হাডসন। একমুহূর্তের নীরবতা, তারপর আগুন আর ধোঁয়া উদ্‌গীরণ করলো কামান। ঝাঁকুনির চোটে মনে হলো শকট থেকে বুঝি পড়ে যাবে ওটা। গোলার আঘাতে বো-স্পিরিটের খানিকটা ভেঙে ছড়িয়ে পড়লো। হুড়মড় করে নেমে এলো ইয়ার্ড, দড়ির সাথে ঝুলছে কোনাকুনিভাবে।

এ-বার রেবেকার গোলন্দাজরা জলি জ্যাকের সামনের অংশ লক্ষ্য করে ব্রডসাইডের কামান ছুঁড়লো।

তারপর জ্যাকের ব্রডসাইড তাক করে কেল্লার বাকি কামানগুলো দাগলাম আমরা।

আগেভাগে হামলা করায় কিছুটা বাড়তি সুবিধে পেলাম। সম্ভবত লিনেকার কেবল রেবেকাকেই দেখতে পেয়েছিল, কিংবা দুর্গটা চোখে পড়ে থাকলেও কামানগুলোর অস্তিত্ব টের পায়নি।

হাডসনের আচমকা আক্রমণে বেসামাল হয়ে পড়েছে ওরা, সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে রেবেকা।

সোনালি সকালের উজ্জ্বলতা কামানের ধোঁয়ায় ম্লান হয়ে গিয়েছে,

আগুয়ান জাহাজের সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়েছে আমাদের গোলার আঘাতে। ধোঁয়ায় সব কিছু ঢেকে যাবার আগমুহূর্তে আমি দেখলাম জ্যাকের রেইল প্রায় গুঁড়িয়ে গিয়েছে, গর্ত সৃষ্টি হয়েছে একটা পালে। বাকিগুলো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পানিতে পড়েছে।

গোলা ছুঁড়তে ছুঁড়তে পিছু হটছে জ্যাক, ধোঁয়ার ফাঁক দিয়ে আবছাভাবে দেখলাম। সহসা থেমে গেল আওয়াজ, জেগে রইলো শুধু কাতরধ্বনি আর মুমূর্ষুর সাহায্যের ডাক।

কেল্লার ভারি ফটক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একটা কামান পড়ে গিয়েছে শকট থেকে। রেবেকা আর লিলা ঝুঁকে একজন নিহত লোককে দেখছে। পরমুহূর্তে আরেকজনের কাছে ছুটে গেল।

দুজন লোককে ধরাধরি করে মই বেয়ে নামতে সাহায্য করা হচ্ছে, দুজনই আহত। আরেকজন নিজের চেষ্টায় নামছে, এক হাত ভাঙা।

ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে রেবেকার টপমাসট দেখতে পাচ্ছি। চারপাশ আরেকটু পরিষ্কার হলে বুঝতে পারলাম বমপক্ষে দু-জায়গায় চোট লেগেছে। কর্মব্যস্ত লোকজন ছোটাছুটি করছে ডেকে। এর অর্থ, কিছু লোক বেঁচে আছে এখনো।.

জুবালেন এলো। 'নিহত দুই, আহত সাত। একজনের অবস্থা মারাত্মক।'

হাত দিয়ে ফটকটা দেখালো ও। 'মেরামত শুরু করে দিয়েছি, জ্যাক ফিরে আসার চেষ্টা করলে ওটার প্রয়োজন পড়বে। মনে হচ্ছে আমাদের জাহাজের অবস্থাও ভালো নয়।'

জেরেমি রিং উঠে এলো মই বেয়ে। 'জেরেমি ডিঙিতে করে এগিয়ে গিয়ে নজর রাখো জ্যাকের ওপর। ওয়াগাসুকে নিয়ে যাও, ও

হয়তো বিলের ভেতর দিয়ে সোজা রাস্তা দেখাতে পারবে। টেলিস্কোপটাও নিও। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রিপোর্ট চাই। দেখো, ওদের নজরে পড়ে যেও না আবার।'

আমার দুরবীনটা দিয়ে রেবেকাকে জরিপ করলাম। বেদনায় বুক টনটন করে উঠলো। একটা সুন্দর জাহাজের ক্ষতি কখনো সইতে পারি না আমি। আকাশের বুকে শাদা পাল তুলে সাগরে যখন কোনো জাহাজ চলে—সে এক নয়নাভিরাম দৃশ্য। সপ্রাণ।

খোলের একটা গর্ত জলসীমার ঠিক ওপরে, অন্যটা আরেকটু উঁচুতে, সম্ভবত গানডেকে।

'কামানগুলো আবার রেডি করো,' বললাম আমি। 'দুজন গোলন্দাজ ছাড়া বাকি সাবাই ফটক মেরামতে লেগে পড়ো।'

নিচে নেমে হলঘরে গেলাম। লিলাকে নিয়ে সাকিম আহতদের সেবাশুশ্রূষা করছে।

ইতিমধ্যে একজনের হাতে পট্টি বাঁধা হয়ে গিয়েছে, চোলাইয়ের গ্লাস হাতে এককোণে বসে আছে সে। আমাকে দেখে দাঁত বের করে হাসলো।

'গুড ফাইট!' বললো সে।

সব চেয়ে মারাত্মক চোট যার, সে বয়সে তরুণ। স্প্লিনটারের ঘায়ে ওর ঘাড়ে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, আরেকটা ঢুকেছে উরুতে। ভীষণ রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

আমার পানে তাকিয়ে সলজ্জ কণ্ঠে ও বললো, 'দুঃখিত।'

'লজ্জা পাবার কী আছে,' বললাম আমি, 'তুমি তো বাহাদুর ছেলে। সাকিম ভালো করে দেবে তোমাকে।'

মিনিটদুয়েকের মধ্যেই বুঝে ফেললাম, সাকিম দক্ষ সার্জন, আত্ম-

বিশ্বাসের অভাব নেই কাজে। আর কোনো সংশয় রইলো না আমার।

কেল্লা তৈরির সময় কিছু খুঁটি বেঁচে গিয়েছিল, ওগুলো দিয়ে নতুন ফটক বানানো হচ্ছে।

টেবিলে খাবার দেয়া হয়েছে এমন সময় জাহাজ থেকে দূত এলো। খোলের ফাটলদুটো সাময়িকভাবে মেরামত করা হয়েছে, সেঁচে ফেলা হয়েছে পানি—তবে আবার সমুদ্রযাত্রার উপযোগী করে তুলতে হলে ব্যাপক সারাই প্রয়োজন।

জলি জ্যাকের ব্যাপারে জেরেমি রিং আর ওয়াগাস্তুর তরফ থেকে কোনো সংবাদ আসেনি। রেবেকা ইতিমধ্যে আমাদের ঘরে গিয়েছে, ওর কাছে গিয়ে বসলাম।

'সত্যি কি ছেলে হবে?' প্রশ্ন করলাম।

'বাচ্চা হবে এটুকু বলতে পারি,' খানিক ইতস্তত করে ও জবাব দিলো। 'তবে সেটা ছেলে কি না, মেয়ে জানি না।'

'ছেলে হলে সুবিধে হতো,' আমি বললাম।

ওপর-নিচ মাথা দুলিয়ে সমর্থন করলো ও। 'এই খানিক আগেও, জানো, ব্যাপারটা আমি এভাবে তলিয়ে দেখিনি। এই বিরানপুরীতে ছেলে তবু মানুষ করা যাবে। কিন্তু একটা মেয়েকে? সভ্যজগৎ থেকে এতদূরে বাস করে ও কি পূর্ণাঙ্গ মহিলা হয়ে উঠতে পারবে?'

'যেখানেই মানুষ হোক,' আমি বললাম, 'তোমার মেয়ে রুচিশীল হবে।'

ভাবী সন্তান এবং খুঁটিনাটি আরো অনেক বিষয়ে আলাপ করতে লাগলাম আমরা। একটা কানও সজাগ রইলো সেই সঙ্গে।

জেরেমি রিং ভেতরে ঢুকলো। গ্লাসে চোলাই ঢেলে নিয়ে

আমার মুখোমুখি বসলো।

'জলি জ্যাকের ক্ষতি তত মারাত্মক নয়। বোস্পিরিট শেষ, স্পিরিট-সেইল আর স্পিরিট-টপসেইলও খতম। বোতে সামান্য চোট লেগেছে। অ্যামিডশীপের বুলওঅর্ক নেই বললেই চলে। আমরা যখন ফিরে আসি তখন পর্যন্ত তিনটে লাশ ভাসিয়েছে পানিতে। তবে চলার মতো শক্তি এখনো আছে।'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, 'ওরা বোধ হয় জানে না ওই খাঁড়িটা অগভীর। নইলে চড়ায় তুলে দিতো।'

'না তুললেই আমি সুখী হবো,' সোজাসাপটা জবাব দিলাম। 'বিদেয় হলে বাঁচি।'

'তোমার সাথে আমি একমত।' গ্লাসে চুমুক দিলো জেরেমি। 'তুমি থাকতে চাও এখানে?'

বাইরে মৃদু হাওয়া বইছে। ফটক মেরামতের শব্দ ভেসে আসছে।

'এই শীতের শেষে,' আমি বললাম, 'আমরা পাহাড়ে চলে যাবো, জেরেমি।'

গ্রীষ্মের মাঝামাঝি পার্বত্যাঞ্চলে রওনা হবার তোড়জোড় শুরু হলো। নীলগিরির পর কী আছে তা নিয়ে জল্পনাকল্পনা চলছে। বিভিন্ন মানচিত্রের সাহায্যে বোঝার চেষ্টা করছি কত সহজে এবং দ্রুত পৌঁছুনো যায়। ওয়াগাম্বুর উপস্থিতবুদ্ধির তুলনা হয় না, ওর অভিজ্ঞতার আওতায় থাকলে চট করে ধরে ফেলে আমাদের চাহিদা। এ-ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না।

ওর দেশে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে ও। পাহাড়ে ঢোকার রাস্তা বাতলে দেবে। কিন্তু আমরা যখন ওকে স্বজনদের মাঝে একা

ফিরে যাবার প্রস্তাব দিলাম ও প্রত্যাখ্যান করলো।

আগেভাগে উদযোগী হয়েছিলাম বলে শীতে আমাদের কষ্টে পড়তে হয়নি। আমরা এখানে ছিলাম না। সঞ্চিত ফার এবং মাস্তুলের কাঠ নিয়ে আইরিশ উপকূলে গিয়েছিলাম ব্যবসা করতে। ইংল্যানডের সাথে ওদের তুমুল যুদ্ধ চলছে। লর্ড মাউনটজয়ের নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনী আইরিশ বিদ্রোহ প্রায় দমিয়ে এনেছে। আইরিশদের সমর্থন করছে স্পেন। গ্র্যানডোর বেতে ওদের কাছেই কাঠ বিক্রি করেছি। ফেরার পথে ইংরেজ রণতরীর হাতে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছি। নিজেদেরকে আমরা ওলানদাজ বণিক বলে পরিচয় দিয়েছি ওদের কাছে। পাশাপাশি রেবেকার অনিন্দ্যসৌন্দর্য ওদের সন্দেহ নিরসনে অনেকখানি সাহায্য করেছে।

ইতিমধ্যে আরো একটি ঘটনা ঘটে গিয়েছে। জোনাথন ডেলভ নামে আমাদের এক সঙ্গী ছিলো, দস্যুজাহাজ আয়াকসের আদিমাল্লাদের একজন। জাত তস্কর। ওর নেতৃত্বে কয়েকজন বিদ্রোহ করেছিল—সাগরে নতুন করে দস্যুবৃত্তি শুরু করতে চেয়েছিল। কিন্তু অন্যরা রুখে দাঁড়ানোয় সুবিধে করতে পারেনি। ওদেরকে প্রাণে মারিনি, শাস্তিস্বরূপ দল থেকে বহিষ্কার করেছি। খালি হাতে নয়, অতটা হৃদয়হীন আমরা নই, দিনসাতেক চলার মতো খাদ্য এবং মাথাপিছু একটা করে গাদাবন্দুক দিয়ে বিদেয় করেছি।

পশ্চিমে আমাদের যাত্রাকে সুনজরে দেখছে না জন টিলি। ওর মনের অবস্থা উপলব্ধি করতে পারছি, আমার কোনো ক্ষোভ নেই ওর প্রতি। আনন্দোল্লাসের আরো বহু জায়গা আছে ওর জন্যে। এক অর্থে কেউ চলে যেতে চাইলে নিজেকে আমি অনেক হালকা

বোধ করবো। আমাদের হদিস জানে এমন বন্ধু সভ্যজগতে থাকা দরকার। কখনো কোনো অঘটন ঘটে গেলে ওদের মারফতে দুনিয়াবাসী আমাদের কথা জানতে পারবে।

অবশেষে, জুবলেন জানিয়েছে সেও থাকছে না। এই ভবঘুরে জীবন আর ভালো লাগছে না তার।

টিলিকে জাহাজ দেবার সিদ্ধান্ত নিলাম। জুবলেন দায়িত্ব নিতে চাইলো না, ইউরোপে বা উত্তরের কোনো ফরাসি উপনিবেশে ফিরে যেতে পারলেই খুশি। পিমারটন বার্ক, বিল হাডসন, আর জেরেমি রিংসহ বাকি সবাই আমার সাথে পশ্চিমে যেতে মনস্থ করছে। জুবলেন কথা দিয়ে সুযোগ পেলে আবার ফিরে আসবে।

বিদায়ের সানাই বাজছে। কাজেকর্মে ব্যস্ত থেকে যথাসাধ্য ভুলে থাকার চেষ্টা করছি ওই প্রসঙ্গ।

ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম আমরা। এতদিন একসঙ্গে যা ভোগ করেছি তাতে ইতি টানার কথা কেউই প্রথম উচ্চারণ করতে চাইছে না।

ওদের ভেতর জুবলেন আমার সব চেয়ে পুরোনো বন্ধু। অথচ আর কোনো দিন দেখা হবে না ওর সাথে। হবে কি? কী জানি—এই বিচিত্র পৃথিবীতে এ-কথা কি কেউ দিব্যি দিয়ে বলতে পারে?

তবে নীলগিরিতে বসতি গড়ার দোলাও আমাদের প্রাণে লেগেছে। পাহাড়-পরবর্তী দেশটা একটা স্বপ্নের মতো। একটা চ্যালেনজ। প্রতিটা প্রজন্মেই এ-স্বপ্নের দরকার হয় মানুষের—কোনো দূরদেশে যাবার স্বপ্ন, অনায়ত্তকে করতলগত করার স্বপ্ন।

এখানে আসার জন্যে আমরা মহাসাগর পাড়ি দিয়েছি ; কেন? কীসের টানে সবাইকে ফেলে জন্মভূমি ছেড়ে এসেছি? কেন পিমের মতো জুবলেনও থাকছে না? কেনই-বা জন টিলির সঙ্গী হচ্ছে না

অসমসাহসী জেরেমি রিং ?

এ পর্যন্ত একসাথে এসেছি আমরা, কিন্তু এখন নতুন উদ্দীপনা জন্ম নিয়েছে আমাদের মনে যার তাগিদে আমরা কজন পশ্চিমে চলে যাচ্ছি।

ওয়াগাম্বুর সঙ্গে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করছি আমি। দেখা-মাত্র আমার চার্ট চিনতে পারলো ও, আঙুল দিয়ে খাঁড়ি নদীর অবস্থান দেখিয়ে দিলো। দু-এক জায়গায় নদীর খাত পরিবর্তন, বা ছোটখাটো ভুল শুধরে দিলো।

'বছরে একবার এই উপকূলে আসবো আমি,' বললো টিলি। 'এবং অন্যদেরও চোখ খোলা রাখতে অনুরোধ করবো যাতে তোমরা কোনো সঙ্কেত পাঠালেই দেখতে পায়।'

যেখানে বসতিস্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছি সেই জায়গাটা ম্যাপে আরেক দফা ওকে দেখালাম। 'স্বচোখে না দেখা অবধি অবশ্যি নিশ্চিত বলা যাচ্ছে না কিছু, তবে এই নদী ধরে পাহাড়ে এর উৎস-মূলে পৌঁছুবো। তারপর বিপদেআপদে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায় এমন জায়গা বেছে নিয়ে থিতু হয়ে বসবো।

'হাতিয়ার, শস্যবীজ, গোলাবারুদ আছে আমাদের। বসন্তে বীজ-বপন করবো। সোনার প্রতি ঝোঁক নেই, আমরা চেষ্টা করবো মানুষের কল্যাণে আসে এ-ধরনের খনিজপদার্থ খুঁজে বের করতে। পেলে ক্লেইম ফাইল করবো সেখানে। তোমার জন্যেও কিছু জায়গা রেখে দেবো, যদি কখনো মত বদলায় তোমার।'

'অ্যালান?' আমার কাঁধে হাত রাখলো জুবলেন। 'এই শেষ-মুহূর্তেও কি আমার কথায় ফিরে যাবে না তুমি? শ্বেতাঙ্গদের বসতি

গড়ে উঠতে এখনো বহু দেরি, তোমরা একলাটি হয়ে পড়বে। রেবেকার কথা ভাবো·· কোনো মেয়েবন্ধু না পেলে···'

'লিলা থাকছে। ইনডিয়ানদের সাথে বন্ধুত্ব করবো।'

'বেশ,' কাঁধ ঝাঁকালো ও, 'তাই হোক। হয়তো এটাই তোমার অদৃষ্ট, অ্যালান। কিন্তু তোমার ছেলেপুলে হলে একটাকে অন্তত ইংল্যানডে পাঠিয়ে দিও। এখানে লেখাপড়া শিখতে পারবে না ওরা।'

'আমি পড়াবো। আমার কাছে বই আছে। তবে একটা কাজ করতে পারো তুমি—মনে আছে, প্রথম কোথায় ফার রেখেছিলাম? একটা গুহায়?'

'আছে।'

'তুমি এ-দিকে এলে বইপত্র নিয়ে এসো। ভালো করে অয়েলস্কিনে মুড়ে লুকিয়ে রেখো ওখানে। কোনো দিন ওই উপকূলে গেলে খোঁজ করবো ওগুলোর।'

অবশেষে নদীর মোহানা থেকে নোঙর তুললো আমাদের জাহাজ, সরঞ্জামসহ তিনটে নৌকো নামিয়ে দেয়া হলো। দুটোতে লোকলস্কর থাকবে, অন্যটা বাঁধা অবস্থায় পেছন পেছন আসবে। হঠাৎ সাকিম নেমে এলো জাহাজ থেকে।'

'তুমি অনুমতি দিলে,' শান্ত গলায় ও বললো, 'আমি থাকবো। যেখানে যাচ্ছো, তোমাদের একজন ডাক্তার লাগবে। তোমার স্ত্রীর প্রয়োজন হবে। আমি আসতে চাই তোমাদের সাথে।'

মুহূর্ত কথা সরলো না আমার মুখে। নীরবে হাত বাড়িয়ে দিলাম, ও চেপে ধরলো। এবং এভাবেই যোগ্য লোকের সমাবেশে আমাদের দল ক্রমশ ভারি হয়ে উঠলো।

তেরো

প্রথম নৌকোয় চড়লাম আমি, রেবেকা, লিলা, সাকিম, পিম বার্ক, আর বিল হাডসন। দোভাষী-গাইড হিশেবে এলো ওয়াগাস্থ।

দ্বিতীয়টায় রইলো : কামার টিম গ্রাসকো, মাঝারি গড়নের স্বাস্থ্যবান যুবক, স্বর্ণকেশী সদাউৎফুল্ল ; প্রাক্তন ফার্মবয় জন কুইল ; কেন ও'হারা, সাবেক ভাড়াটে সেনা ; ছুতোর পিটার ফিচ ; তাঁতী ও পিপে প্রস্তুতকারক ব্যারি ম্যাগিল ; এবং জেরেমি রিং।

সামনে, নদীর দিকে ঠায় তাকিয়ে রইলো রেবেকা, ঈষৎ ফ্যাকাসে মুখ ; চোখ-জোড়া বিস্ফারিত স্বপ্নিল। লিলা একবারও পেছনে তাকালো না, কোথাও যাবার ব্যাপারে ওর মন একবার স্থির হয়ে গেলে, আমার ধারণা, ও পিছুটান ভুলে যায়।

উজানে যেতে যেতে আবার নিজেদের শক্তি এবং দুর্বলতা বিচার করতে বসলাম আমি। দেহে-মনে আমরা শক্তিশালী, কিন্তু পয়লা শীতটা কাটিয়েছি সাগরে—উপকূল বা পাহাড়ী এলাকায় এর প্রকোপ আরো তীব্র হতে পারে।

কোনো ইনডিয়ান বা বন্য পশু চোখে পড়ছে না। মন্থর অথচ

একতালে মাঝনদী দিয়ে উজানে এগিয়ে যাচ্ছে তিনটে নৌকো, যেখানে একমুখী স্রোত এড়ানো সম্ভব হচ্ছে, পাড়ের কাছে অপেক্ষাকৃত অগভীর শান্ত জলে সরে যাচ্ছি।

প্রত্যেকেই দাঁড় বাইছে, আমিও বাদ নেই। কেবল ওয়াগাম্বুকে এই শ্রম থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে যাতে ওর সমস্ত মনোযোগ নদী এবং এর দুই তীরে সীমাবদ্ধ থাকে। বোতে বসে আছে ও।

সে-দিন আনুমানিক দশমাইল পাড়ি দিলাম। সাঁঝের মুখে কেন ও'হারা হরিণ মারলো, এবং কোঁচ দিয়ে সাকিম একটা বড় মাছ গাঁথলো। একটা দ্বীপে গিয়ে ক্যামপ করলাম আমরা, চারদিক আড়াল করে সাবধানে আগুন ধরালাম।

ধীরে স্বচ্ছন্দ গতিতে সমুদ্রকে আলিঙ্গন করতে বয়ে যাচ্ছে নদী, গাছের পাতায় মৃদু কাঁপন তুলে থেমে গেল বাতাস। ক্যামপফায়ারের ধারে অর্ধবৃত্তাকারে খেতে বসলাম আমরা। চাপা অথচ উজ্জ্বল অগ্নিশিখা লাল আভা ছড়িয়ে দিয়েছে সবার মুখে। আমাদের নৌকোগুলো একটা ক্ষুদ্র খালে ঝোপঝাড়ের আড়ালে বাঁধা আছে। পিটার ফিচ পাহারা দিচ্ছে, ওর সাথে কথা বলতে গেলাম আমি।

ডানা ঝাপটে একটা পেঁচা উড়ে গেল। 'বেশ বড়,' বললো ফিচ।

'হ্যাঁ, তাই।' একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলাম, 'ফিচ, তুমি এলে কেন?'

চারপাশে তাকালো ও, খানিকটা বিব্রত মনে হলো। 'শূন্যহাতে বাড়ি ফিরতে চাই না,' বললো সে। 'অনেক বড়মুখ করে বলেছিলাম একবার সাগরে যেতে পারলে প্রচুর ধনদৌলত কামাবো। গাঁয়ে থাকতে রাজকুমারীসহ অর্ধেক রাজত্ব জয়ের স্বপ্ন দেখতাম।

'তো প্রায় চার বছর হলো বাইরে, অথচ ক্ষতচিহ্ন আর দুঃখের স্মৃতি ছাড়া কোনো সম্বল নেই।

'স্বপ্নে সব কিছু ঝলমলে, দুঃসময়ের বালাই নেই—তাই খালিহাতে বাড়ি ফিরতে পারবো না আমি, ক্যাপটেন ওসমান।'

'খালিহাতে যাবে কেন?' আমি বললাম। 'সবাই জমি পাবে, জায়গা পছন্দ হলে প্রত্যেককে দেয়া হবে একখণ্ড করে, পাশাপাশি থাকবে সবাই।'

'তাহলে তো বেশ হয়। লাগোয়া নদী, গাছপালা এগুলো থাকবে?'

'নিশ্চয়ই।'

ফেরার সময় আবার বললাম, 'চোখকান খোলা রেখো—নইলে তোমাকে আর পেতে হবে না কিছু। তোমার চুল কাটতে রং দেখার প্রয়োজন পড়বে না জংলীদের।'

রান্নার সুবাস ম-ম করছে বাতাসে। দিশি খাবার। হরিণের মাংস দিয়ে বনমোরগের স্যুপ। তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে সকলে।

খেতেখেতে আমি আর রেবেকা আমাদের ভাবী সন্তানের ব্যাপারে অনেক আলাপ করলাম। রোয়ানোকে নদীর পানিটা বেশ মিষ্টি, খেয়ে প্রাণ জুড়িয়ে গেল। নীলগিরিতে আমাদের ঘরদোর কেমন হবে সে-বিষয় কথা হলো প্রচুর।

ওয়াগাসু সহসা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে নিচু গলায় কথা বললো আমার সাথে, আমি নিঃশব্দে তলোয়ারের খাপটা তুলে নিয়ে আলতোভাবে জেরেমির কাঁধ স্পর্শ করলাম। ও পালা করে আমার আর ওয়াগাসুর মুখের দিকে তাকালো, তারপর ধীরে ধীরে উঠে চুলো থেকে আরেক কাপ স্যুপ ঢেলে নিয়ে ফিরে এলো।

'তিনটে ক্যানো,' বললো ওয়াগাসু, 'জনাতিরিশেক লোক। যুদ্ধের

সাজ।'

'জেরেমি,' বললাম আমি, 'যত চুপিসারে পারো স্লেটার, ম্যাগিল আর বিল হাডসনকে নৌকোয় ফিচের সঙ্গে যোগ দিতে পাঠাও। অন্যরা ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে এক-এক করে যাক। আগুন যেমন জ্বলছে জ্বলুক।'

'কী ব্যাপার, অ্যালান ?' প্রশ্ন করলো রেবেকা।

'লড়াই বাধবে। তুমি আর লিলা নৌকায় যাও।'

কোনো শব্দ বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত ঘটালো না রাতের নীরবতাকে। গাদাবন্দুক হাতে করে গেল ওরা। আমি নিলাম তিনটে পিস্তল আর একটা বন্দুক।

শান্ত নিশুতি রাত। কোথাও একটা হুতোম পাখি ডাকলো এবং চুপ করলো।

ধেয়ে এলো ওরা, আচমকা।

আমাদের মনে ভয় জাগানোর উদ্দেশে বুনোরবে হামলা করলো। অসতর্ক, বা ঘুমিয়ে থাকলে ওই চিৎকার সত্যি সত্যি পিলে চমকে যেতো। যা ভেবেছিলাম ততটা পরিকল্পিত আক্রমণ নয়। ক্যামপ-ফায়ারের আগুন দেখতে পেয়েছিল ওরা। কাছ থেকে ভালোমত জরিপ না করেই ধরে নিয়েছে আমরা সবাই আছি।

ফলে বল্লম কুঠার উঁচিয়ে যখন হামলা চালালো, হতভম্ব হয়ে গেল কাউকে না পেয়ে। একজন যোদ্ধা চট করে বুঝে ফেললো ব্যাপারটা, ও ঘুরে নদীর দিকে রওনা হতেই স্লেটার গুলি করলো।

ওটাকে সঙ্কেত হিশেবে ধরে নিয়ে আমরা সবাই একযোগে গুলি ছুঁড়লাম। চকিতে হাওয়া হলো ওরা।

তিনজন পড়ে আছে মাটিতে, দুজন নিঃসন্দেহে মৃত, অপরজন

আহত। নিঃসাড়ে পড়ে রইলো সে।

ওর চোখ দেখতে পাচ্ছি আমি। খোলা, সতর্ক—তবে মারাত্মক চোট পেয়েছে লোকটা।

আবার বন্দুকে গুলি ভরে নিলাম আমরা। ভীষণ নিস্তব্ধ রাত, এত যে কূলবর্তী রীড ঝোপের ভেতরে পানির কুলুধ্বনি পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছি। সিম দাঁড়িয়েছিল পাশে, নৌকো ভাসিয়ে সবাইকে উঠতে বলার জন্যে ফিসফিস করে নির্দেশ দিলাম ওকে।

ও চলে গেল। কাদা আর কচুরিপানার ভ্যাপসা গন্ধের সাথে বারুদ আর মরাটে ক্যামপফায়ারের ধোঁয়ার গন্ধ মিশে গিয়েছে। পেছনে অস্পষ্ট নড়াচড়ার আভাস পেলাম, গ্রাসকো পাশে এসে দাঁড়ালো। 'আমার ভালো ঠেকছে না,' বিড়বিড় করে বললো। 'এত সহজে পার পেয়ে গেলাম।'

'ঠিক ধরেছো। আমরা এখুনি রওনা দেবো। একজনকেও হারাতে চাই না আমি, দরকার হলে সারা রাত দাঁড় বাইবো।'

কূলের ভাটি থেকে একটা ঝুপ শব্দ ভেসে এলো, তারপর আরেক-টা, এবং আরো একটা।

ফের নীরব হয়ে গেল পরিবেশ।

সকলে উঠে পড়েছে নৌকোয়, শেষ-মুহূর্তে পাড়ে দাঁড়িয়ে শোনার চেষ্টা করছি আমি। অস্পষ্ট ক্ষীণ নড়াচড়ার শব্দ আসছে, পরক্ষণে থেমে গেল। মাথার ওপর জোনাক পোকার মতো জ্বলছে তারা।

নৌকোর অমসৃণ কিনারে ভর দিয়ে উঠে বসলাম। নিঃশব্দে রওনা হলাম আমরা— এমনকি দাঁড় বাওয়ার আওয়াজও উঠছে না।

'ওরা কি অনুসরণ করবে?' জিজ্ঞেস করলাম ওয়াগাসুকে।

'ক্যানোতে নয়,' ও জবাব দিলো।

'কেন, ওদের কাছে তো ক্যানো থাকার কথা।'

'থাকলেও লাভ নেই,' জবাব দিলো ও, সন্তোষের সুর বাজলো গলায়। 'ফুটো করে দিয়েছি।'

রাতের অন্ধকারে দাঁড় বেয়ে দূরে সরে যাচ্ছি আমরা। রেবেকা আমার গা ঘেঁষে বসেছে। একহাতে ওকে জড়িয়ে ধরলাম আমি, ও মাথা রাখলো আমার কাঁধে।

'ঘুম পাচ্ছে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ...'

'পাবার কথাও। দেখি, একটা ভালো জায়গা খুঁজেপেতে বিশ্রামের ব্যবস্থা করা যায় কি না।'

'না না, ঠিক আছে, অ্যালান। কষ্ট হচ্ছে না আমার।'

টিম গ্রাসকোর হাত থেকে দাঁড়টা নিয়ে ওকে বিশ্রামের সুযোগ দিলাম আমি। আধঘন্টাবাদে কেন ও'হারার জায়গায় গিয়ে বসলাম।

আবার যখন ফিরে এলাম বোতে, রেবেকা আর লিলা ঘুমিয়ে পড়েছে। ওয়াগাসুর কাছে সরে বসলাম। 'এই নদীর ব্যাপারে বলো কিছু,' বললাম ওকে।

'গ্রাম আছে কয়েকটা,' জবাব দিলো ও। 'কাল বা পরশু দেখতে পাবো ওগুলোর একটা।'

'কাতাওবা গোত্র কি শক্তিশালী,' জিজ্ঞেস করলাম।

বিষণ্নভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানালো ওয়াগাসু। 'আমরা শক্তিশালী, তবে ইরোকুইদের সঙ্গে যুদ্ধে অনেক লোক হারিয়েছি। উত্তরের পিতৃভূমি থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে আমাদের। ইরোকুইরা নির্বিচারে হত্যা করে। ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর।'

গত কয়েকমাসের অনুশীলনে ও এখন ভালো ইংরেজি বলতে পারে, আমিও মোটামুটি শিখেছি ওর মাতৃভাষা।

'তারপর চিরোকীদের হামলায় এখন যেখানে আছি সেখানে এসেছি। আর কোথাও যাবো না। বারবার লড়াই করবো, তবু একচুল হটবো না।'

'তোমাদের সকলেই এসেছে?'

'না·· কেউ কেউ এখনো রয়ে গেছে উত্তরে, তবে ওরাও এসে পড়বে।'

'ওয়াগাস্থু, ইংরেজদের সংখ্যা কত তোমাকে জানিয়েছি। শিগগিরই তারা আসবে এই দেশে। কেউ কেউ ফিরে যাবে, মারাও যাবে অনেকে, কিন্তু আসা থেমে থাকবে না। আমরা তোমাদের বন্ধু হবো, ওয়াগাস্থু। আচ্ছা, তোমার লোকেরা এটাকে কীভাবে নেবে?'

'অর্থাৎ তুমি বলতে চাইছো, রানীর লোকদের সাথে হাত মেলালে কাতাওবা গোত্রের মঙ্গল হবে?'

'আমার পক্ষে কোনো পরামর্শ দেয়া সম্ভব নয়, ওয়াগাস্থু। বলা যায় না, অনেক ক্ষতিও হয়ে যেতে পারে এতে। আমাদের বেলায় যেটা ঠিক, তোমাদের ক্ষেত্রে সব সময় সেটা প্রযোজ্য নয়। তাছাড়া যারা আসবে, তারা জমির জন্যে হামলে পড়বে···'

'জমি এখান যথেষ্ট রয়েছে—অনায়াসে সবার হয়ে যাবে।'

'তা হয়তো হবে, কিন্তু যথেষ্ট বলে কখনো কিছু ছিলো কি না আমি জানি না। ইংরেজ, ফরাসি, আর স্প্যানিশদের মাঝে গোলবাধবে, যেমনটা ইরোকুইদের সাথে তোমাদের বেধেছিল।'

ওয়াগাস্থু চুপ করে রইলো।

দাঁড় বেয়ে চললাম আমরা।

ভোরের প্রথম আলো ছড়িয়ে পড়ছে জলের ওপর, ম্লান হলেও নদীর ঘূর্ণি লহরী দেখা যাচ্ছে। ধূসর আকাশের পটভূমিতে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে গাছগাছালি। সুদূরবর্তী প্রদীপের মতো কেবল এখনো মিটমিট করে জ্বলছে শুকতারা।

ঘুরে হালে-বসা জেরেমিকে বললাম, 'ওইখানে!' হাত দিয়ে দেখালাম, 'খেয়ে বিশ্রাম নেবো।'

নৌকো কূলে ভিড়িয়ে আমরা পাড়ে উঠলাম, প্রতিটায় একজন করে বন্দুকহাতে পাহারায় রইলো। আমি হাঁটতে হাঁটতে ঝরা-পাতা বাকল কুড়োতে লাগলাম। অন্যরা ডালপালা সংগ্রহ করছে। স্রোতে ভেসে-আসা কয়েকটা গাছের গুঁড়ি আর পাথরের আড়ালে একটা সমান জায়গা খুঁজে পেলাম। লম্বায়-চওড়ায় বিশফুটের মতো। একটা চলনসই ফায়ারপ্লেসের জন্যে আমি কয়েকটা পাথর জড়ো করে তাতে কিছু বাকল আর লতাপাতা ফেলে দিলাম। তারপর বাকলের মসৃণ পিঠে এক চিমটি বারুদ রেখে ফাঁকা পিস্তল ফোটাতেই ফুলকি ছুটলো এবং পরমুহূর্তে ধরে উঠলো লতাপাতা।

ওয়াগাম্বু ঝোপের ভেতর অদৃশ্য হয়েছে। ও যাতে এলোপাতাড়ি গুলিতে মারা না পড়ে সে-ব্যাপারে সবাইকে সাবধান করে দিয়ে আমি নৌকোয় ফিরে গেলাম।

'বসে থাকো,' বললাম, 'চোখ খোলা রাখবে। তোমরা দেখতে পাবার আগেই ওরা এসে পড়তে পারে।'

নদীতে মাছ ধরতে গেল ম্যাট স্লেটার। নৌকোগুলো যেখানে রাখা হয়েছে ঠিক তার নিচেই গভীর জল, ওখানে একটা বড়শি ফেললো সে।

আহারপর্ব চুকলে দুজনকে পাহারায় রেখে ঘেসো জমিতে ঘুমিয়ে পড়লাম আমরা ; একটু বাদে ওদের রেহাই দিলো অন্য দুজন। ওয়াগাসু ফিরে এলো। প্রচুর হরিণ আর বনমোরগের ট্র্যাক দেখতে পেয়েছে ও।

দুপুরের পরপর আবার উজানে রওনা হলাম, বাতাস থাকায় পাল খাটিয়ে দিলাম। তেমন কিছু নয়, তবু প্রতিকূল স্রোতে দাঁড় বাওয়ার কষ্ট থেকে রক্ষা পেলাম। শ্লথ গতিতে এগোচ্ছি। সন্ধ্যেয় আবার যখন ক্যাম্প করলাম, লড়াইয়ের জায়গা থেকে বিশ মাইল দূরে সরে গিয়েছি আমরা।

এক-এক করে কেটে যাচ্ছে দিন। ক্রমশ সরু হয়ে আসছে নদী, মাঝেমধ্যে স্বচ্ছ জলের দেখা মিলছে। তীরধনুক দিয়ে রোজ বনমোরগ মারছি, দু-একটা হরিণও পড়ছে।

আমরা সবাই বদলে যাচ্ছি। মোটামুটি ভালো শিকারী ছিলাম, এখন আরো দক্ষ শক্তিশালী আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছি। নৌভ্রমণে পর্যাপ্ত শিকার আর মাছ মেলে। টোপ ফেলে ইনডিয়ানরা বড় একটা মাছ ধরে না, ফলে অতিসহজে বড়শিতে ধরা দিচ্ছে ওরা।

দশমদিনে সূর্যাস্তের সময় লিলা আমার কাছে এলো। 'শিগগিরই আমাদের আশ্রয় নিতে হবে কোথাও,' বললো। 'আমার ধারণা সময় হয়ে এসেছে।'

'ওর কথা ঠিক,' বললো সাকিম। 'বোধ হয় এই হপ্তায়।'

পশ্চিমে, যেখানে নীলগিরি রয়েছে সে-দিকে তাকিয়ে আমি হিশেব কষতে চেষ্টা করলাম, নদীতে খুব বেশি ঢেউ বাঁক বা কোনো জল প্রপাত না থাকলে দুহপ্তার ভেতর পাহাড়ে পৌঁছুতে পারবো কি না।

সাকিম কাঁধ ঝাঁকালো। 'দেখি কী করা যায়।'

রেবেকার কাছে ফিরে গেল লিলা, আমি আমাদের ক্যাম্প পরিদর্শনে বেরোলাম।

ওয়াগাস্থুর কাছে হুহপ্তার কথা উল্লেখ করায় ও নেতিবাচক জবাব দিলো। 'আরো দূরে,' বললো সে।

বাতাসে হাত খেলিয়ে সামনে এবং দক্ষিণে ইঙ্গিত করলো। 'ঠাণ্ডা পড়বে। তুষারপাতও হতে পারে। নদীতে বরফ জমে থাকবে। আমাদের গাঁয়ে থাকলেই বোধ করি সব চেয়ে ভালো করবে তোমরা। কাতাওবারা দক্ষ চাষী। খাদ্যের অভাব নেই। তোমরা থাকো।'

নৌভ্রমণের মোহিনীশক্তি আছে, সম্মোহিত করে ফেলে মনকে। অপেক্ষাকৃত কম স্রোতস্বিনী এলাকা বেছে নিয়ে তীর ঘেঁষে চলছি আমরা। বিশাল প্রাচীন গাছপালার শাখা প্রায়শ প্রখর দিবালোকে ছায়া দিচ্ছে মাথায়।

এদিকে রাতে ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে ইদানীং।

বারকয়েক নদী অতিক্রমরত হরিণ দেখতে পেয়েছি সামনে। মাংসের জন্যে একবার শিকার করেছি একটা। বনমোরগ মেরেছি কিছু, এবং একবার ভালুক।

একটা-দুটো ইনডিয়ান চোখে পড়েছে, নিঃসন্দেহে ওরাও দেখতে পেয়েছে আমাদের। বিস্মিত কৌতূহলী চোখ তুলে তাকিয়েছে। তবে ক্রমশ দূরত্ব বাড়ার সাথে সাথে আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ছে, বিমুগ্ধবিস্ময়ে চারপাশের প্রাকৃতিক শোভা অবলোকন করছি।

রাতে আমাদের ক্যাম্পফায়ারের শিখা নির্জন বনস্থলীকে আলো-

কিত করে তোলে। কখনো কখনো হারানো দিনের গান গাই। কেন ও'হারা আর জেরেমির গলা দরাজ। আমার নিজের গান সম্পর্কে যত কম মন্তব্য করা যায় ততই ভালো। গান আমি পছন্দ করি, এবং গাইবোও সর্বদা, তবে গলায় মিষ্টতা নেই।

ওয়াগাস্তুর সাহচর্যে আমার জ্ঞান বাড়ছে। ওষুধ বা খাদ্য হিশেবে ইনডিয়ানরা ব্যবহার করে এ-রকম গাছ লতাগুল্ম চিনিয়ে দিচ্ছে। ইনডিয়ানদের স্বভাব-রুচি সম্পর্কেও বলছে বহু কিছু। ইনডিয়ান সমাজে একটা প্রবাদ চালু আছে, কাতাওবা এবং চিরোকীরা বহু-কাল আগে, এমনকি দ্য সোতো বা হুয়ান পারদোর মতো শেতাঙ্গ-দেরও আগে, উত্তর থেকে এ-দেশে এসেছে—অথচ ওরা পরস্পরের চিরশত্রু।

প্রতিটা ঢেউয়ের মাথায় রোদ ছড়িয়ে যেমন ভোর হয়, পাড়ে জাফরি কাটে সব ছায়া, তেমনি মাঝেসাঝে এমন অঝোর বর্ষণ হয় যে সামনে মাত্র এক-দুহাত দূরের জিনিসও দেখতে পাই না আমরা। কখনো কখনো স্রোতেভেসে-আসা বিশাল গুঁড়ি পথ আগলে দাঁড়ায়, তবু রোজ একটু একটু করে এগোচ্ছি।

'অনেক সময় লাগছে,' একদিন অস্ফুট বললো পিটার ফিচ। 'পৃথিবীটা যে এত বড়, কোথাও এত খালি জায়গা থাকতে পারে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না আমি।'

'সত্যি, ভাবা যায় না,' সায় জানালো স্লেটার 'পাহাড়ের ও-পাশে নাকি আরো আছে।'

আচমকা আমার হাত খামচে ধরলো ফিচ। 'ক্যাপটেন, দেখো তো, দূরে ওটা কী দেখা যাচ্ছে?'

নদীর পাড়ে কতগুলো বড় বড় প্রাচীন গাছের তলায় ক্যামপ

করেছি আমরা। গাছপালার পেছনে তৃণভূমি, একটা কালো লোমশ দানবসদৃশ প্রাণী শুয়ে আছে। হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, তাকালো আমাদের দিকে। চওড়া চ্যাপটা মুখ ঘন লোমে পরিপূর্ণ, দাড়ি প্রায় মাটি ছুঁয়েছে।

সহসা ওর মতো আরো হাজির হতে শুরু করলো।

ওয়াগাসু আমার পাশে চলে এলো। 'সুস্বাদু মাংস,' বললো সে। 'চামড়াটাও ভালো। মারবে?'

বিষয়টা দুবার ভাবতে হলো আমাকে। ষাঁড় ইতিপূর্বে দেখেছি, সেগুলো এত বড় ছিলো না। সন্দেহ হলো, একটা বুলেটে ওকে ঘায়েল করা যাবে কি না, কিন্তু ওয়াগাসু জানালো ইনডিয়ানরা প্রায়ই বধ করে এদের, অধিকাংশ সময় তীর দিয়ে, কদাচিৎ বল্লমের সাহায্যে।

ওর উৎসাহে দুই শিঙের মধ্যস্থল গাদা বন্দুকের নিশানা স্থির করলাম, একটু সময় নিয়ে ঘোড়া টিপলাম।

অতিকায় জন্তুটা একচুল নড়লো না, ঠায় চেয়ে রইলো, তারপর বিরাট মাথাটা এমনভাবে ওপর-নিচ ঝাঁকালো যেন বিরক্ত করা হয়েছে ওকে। বন্দুকে আবার টোটা পুরে নিলাম, গুলির শব্দে সিম আর ও'হারা ছুটে এসেছে।

জন্তুটা এককদম এগোলো সামনে, তারপর হঠাৎ ভাঁজ হয়ে গেল হাঁটু, লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। অন্যগুলো একটুও বিচলিত হলো না এতে, এই শব্দ আগে শোনেনি বলে এর সাথে কোনো বিপদের যোগসূত্র আঁচ করতে পারেনি।

ওয়াগাসু এ-বার সব চেয়ে কাছের গাভীটার দিকে নির্দেশ করলো। ওটা আমার দিকে ঈষৎ পেছন ফিরে থাকায় বাঁ-কাঁধের পাশে লক্ষ্য-

স্থির করতে বেগ পেতে হলো না। খানেওয়ালা মুখ অনেকগুলো, তাই ধীরেসুস্থে ট্রিগার টিপলাম। অব্যর্থ নিশানা, তবে একটা কথা স্বীকার করতে হবে, দুটোই মাত্র গজপঞ্চাশেক দূরে খোলামাঠে স্থির দাঁড়িয়েছিল। এখন রক্তের গন্ধ পেয়ে সরে পড়ছে বাকিগুলো, একবার পেছনে তাকিয়ে তৃণভূমি ছেড়ে চলে গেল। অন্যদের ডেকে নিয়ে মাংস কাটতে এগোলাম আমরা।

কুইল আর স্লেটার এ-কাজে পটু, ওদের হাতে মাংস কাটার ভার দিয়ে ওয়াগাম্বুকে তদারক আর ফিচকে সাহায্য করতে বললাম। স্থলভাগের দিকে সতর্ক নজর রাখার জন্যে বনের প্রান্তে পাহারায় নিযুক্ত করলাম ব্যারি ম্যাগিন্সকে।

রেবেকা আগুনের ধারে খড়ের তোশকে শুয়ে আছে, ওর কাছে গিয়ে বসলাম। একটা হাত তুলে নিলাম কোলের ওপর। ওকে আজ সকালে খুব ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে, শঙ্কিত হয়ে উঠলাম মনে মনে, আমার মনোভাব আঁচ করে ও আমার হাত চেপে ধরলো। সন্তানপ্রসবের সময় ঘনিয়ে এসেছে।

হাডসন আর গ্রাসকো মাছ ধরছে, দড়ি দিয়ে নৌকোর পাটাতন জোড়া দিচ্ছে পিম। একটা জলপ্রপাত পেরুনোর সময় নৌকোগুলো ডাঙায় তুলতে হয়েছিল আমাদের, তখন ভেঙে গিয়েছে।

হঠাৎ ম্যাগিন্সের চাপা শিস শোনা গেল, মুহূর্তে কাজ থামিয়ে বন্দুক তুলে নিলো হাডসন আর গ্রাসকো। পিম একটা অতিকায় গাছের পেছনে আড়াল নিলো, আমি আর বিল জঙ্গলে ঢুকলাম।

আমাদের কসাইয়েরা মাংস কাটা বন্ধ করে টান টান দাঁড়িয়ে আছে। ম্যাগিন্স তার বন্দুক উঁচিয়ে ধরেছে, নিহত ষাঁড়ের পেছনে হাঁটু গেড়ে পজিশন নিয়েছে ফিচ।

প্রথম যে-টিপির মাথায় মোষটা দেখতে পেয়েছিলাম, এখন সেখানে কয়েকজন ইনডিয়ান দাঁড়িয়ে। প্রত্যেকের হাতে ধনুক বল্লম, বাঁ-কাঁধের পেছনে তূণবোঝাই তীর। সভয়ে তাকিয়ে রইলাম আমরা, একে একে আরো তিনটে ইনডিয়ান হাজির হলো।

বন্দুকহাতে সতর্ক চোখে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি।

অবশেষে, প্রায় তিরিশজন যোদ্ধা সারবেঁধে দাঁড়ালো টিপির চুড়োয়।

ওরা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে আমরা মোটে তিনটে গুলি ছুঁড়তে পারবো।

চোদ্দ

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমরা, সহসা ওয়াগাস্থ এগিয়ে গিয়ে মাতৃভাষায় ডাকলো ওদের।

মুহূর্তে ওরা সচকিত হয়ে উঠলো। একজন কয়েকপা এগিয়ে এসে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালো। আবার কথা বললো ওয়াগাস্থ, হঠাৎ করে আগে বাড়লে গোলাগুলি শুরু হতে পারে আঁচ করে ও বুদ্ধিমানের মতো ইশারায় ওদের পিছিয়ে যেতে নির্দেশ

দিলো।

কথা বলতে বলতে এগিয়ে গেল সে, ওরা অপেক্ষা করতে লাগলো। হঠাৎ ওকে ঘিরে ধরলো লোকগুলো, আনন্দউত্তেজনায় লাফাতে লাগলো। মনে হলো ওয়াগাস্থ ওদের পরিচিত, তবু আমি স্বস্তি পেলাম না।

এরপর সে ঘুরে আমার কাছে এলো। 'ওরা আমার লোক,' বললো। 'কাতাওবা। মাংসের খোঁজে বেরিয়েছিল, পায়নি।'

'ওয়াগাস্থ, তোমার লোকেরা না খেয়ে থাকবে এ হয় না। গাই আর চামড়াদুটো আমরা নেবো, ষাঁড়টা ওরা নিক।'

মাংস কাটার জায়গায় ফিরে গিয়ে কুইল, স্লেটার, আর ফিচকে সব কিছু ব্যাখ্যা করলাম। 'গাভীর ছাল ছাড়িয়ে মাংস আর চামড়াটা নাও। মনে হচ্ছে এখানে আমরা কিছু বন্ধু পাবো।'

ওয়াগাস্থর আমন্ত্রণে ওরা সোল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়লো ষাঁড়ের ওপর, এবং খানিকবাদে দুটো চুলোয় কাবাব তৈরি হতে লাগলো।

জঙ্গলের প্রান্তে আমার সাথে দেখা করলো লিলা। 'বোধ হয় এখানেই থাকতে হবে আমাদের,' ও বললো। 'দিদিমণির হয়ে এলো বলে।'

চিন্তিত মনে চারপাশে তাকালাম। নৌকোগুলো যেখানে ভেড়ানো হয়েছে সেই কুঞ্জবনটা চমৎকার শান্তিপূর্ণ জায়গা, মাথার ওপরে খোলা আকাশ, চারদিকে বহুদূর অবধি দেখা যায়—লাকড়িও আছে।

মিঠে পানি, জ্বালানি রয়েছে, মোষের উপস্থিতি থেকে বোঝা

যাচ্ছে শিকারও মিলবে। আমার ছেলেকে যদি জন্ম নিতেই হয়, এটাই হচ্ছে আদর্শ জায়গা।

'তোমার দেশ এটা?' জিজ্ঞেস করলাম ওয়াগাম্নুকে।

'না···তবে আমরা ওস্তাদ শিকারী, ভবঘুরে। মাংসের খোঁজে অনেক দূরে দূরে যাই।'

'ওদের সঙ্গে স্ত্রীলোক, শিশু আছে?'

'আছে।' দক্ষিণপশ্চিম দিকে ইশারা করলো সে। 'ওখানে।' তারপর আবার বললো, 'তুমি ওদের প্রচুর মাংস দিয়েছো। ওরা খুশি হয়েছে।'

'ওরা তোমার লোক হয়ে থাকলে,' আমি বললাম, 'আমাদেরও লোক।'

ও খুশি হলো এই মন্তব্যে, শীত এসে চলে না যাওয়া পর্যন্ত ওদের কাছে থাকলে আমরা কী কী সুবিধে পাবো আরেক দফা বললো।

'তোমার লোকেরা যদি এতে সন্তুষ্ট হয়,' আমি বললাম, 'থাকবো। তবে পাহাড়ের কাছাকাছি পানি কাঠ আছে এমন কোনো ক্ষুদ্র উপত্যকা খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।'

'অনেক আছে, পাহাড়ের ও-পাশে অসংখ্য।'

'কারা থাকে?'

ও কাঁধ ঝাঁকালো। 'ওখানে সবাই শিকার করে, কেউ থাকে না।'

আমরা এক সঙ্গে ক্যাম্পে ফিরে গেলাম। আগুন জ্বলছে, কূলে নৌকো বাঁধা, পালের কাপড় দিয়ে একটা চাঁদোয়া টাঙানো হয়েছে, তার নিচে শুয়ে আছে রেবেকা।

ওর পাশে বসে আমি বললাম সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া অবধি এখানেই থাকবো আমরা। মোষ শিকার এবং ইনডিয়ানদের কথা

জানালাম। ওদেরকে এখনো দেখেনি ও।

'জায়গাটা ভালো,' বললাম, 'কাছেপিঠে শিকার আছে। বাদাম, ফলমূল পাওয়া যাবে। ঠিক এ-রকম আরেকটা জায়গা খুঁজে বের করবো।'

'এখানে থাকতে দোষ কী, অ্যালান?' ও প্রশ্ন করলো।

'না। এটা সুন্দর, তবে নীলগিরি নয়। আমার ধারণা ওই পাহাড়ে আমরা কেবল আমাদের স্বপ্নের নীড়ই নয়, আরো একটা জায়গা খুঁজে পাবো।'

'আরেকটা?'

'কোনো দিন যদি ঠিকানা বদল করতে হয় তাই। তাছাড়া, আমাদের সন্তানদের কথা ভাবতে হবে। এই দেশ এমন বিরান পড়ে থাকবে না, রেবু, আরো লোক আসবে—বসতি করবে।'

রেবেকা শুনছে, পরিতৃপ্ত হাসি ফুটে আছে মুখে।

'খনি স্থাপিত হবে। স্প্যানিশরা যে-সব খনিজপদার্থের সন্ধান পেয়েছে সেগুলোর নাম আমি জানি। আর পিটার টালিসের কাছে ফার চালান দেবো।'

ওর হাতে হাত রেখে অনেকক্ষণ আলাপ করলাম। বীজ বোনা, খাদ্য সঞ্চয়, ফলমূল তরিতরকারির গাছ লাগাতে হলে কী কী করতে হবে সব জানালাম।

সাকিম আমাদের সাথে যোগ দিলো। 'এখানে আমার পরিচিত বেশ কিছু লতাপাতা আছে। অন্যান্য দেশে ওগুলো ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।'

ক্যাম্পফায়ারের ধারে গোল হয়ে বসে গল্প করতে লাগলাম।

'যা যা দরকার আমাদের তার সবই হবে এখানে। কী বলো, জন?'

জন কুইল মাথা ঝাঁকালো। 'তাই।' চারপাশে তাকিয়ে মাথা নাড়লো সে। 'আমার বিশ্বাসই হতে চাইছে না, ক্যাপটেন। আমাদের দেশে সব কিছুর মালিক লর্ডরা, সাধারণ মানুষ জমির জন্যে মাথাকুটে মরে—আর এখানে অফুরন্ত জমি, অথচ সে-তুলনায় মানুষ কত কম।'

'ঠিক,' সায় জানালো বিল হাডসন। 'তবে লালমুখোদের বিশ্বাস করো না। আমাদের জিনিসপত্র দেখে ওদের চোখের অবস্থা কী হয়েছিল খেয়াল করেছো? আমাদের কাছে মাল-বোঝাই স্প্যানিশ বাণিজ্যতরীর যে-মূল্য, ওদের চোখে আমাদের নৌকোগুলো তেমনি।'

এ-বার টিম গ্রাসকো মুখ খুললো। 'অনেকদূর এসেছি আমরা, যা বলেছো তাই করেছি, কিন্তু তোমার প্ল্যানটা কী?'

যে-উপত্যকাটা খুঁজছি, শান্ত গলায় তার কথা জানালাম ওদের। মিঠে পানি, উর্বরা জমি এবং জ্বালানী আর বাড়িঘর তৈরির জন্যে পর্যাপ্ত কাঠ আছে এমন একটা ভালো জায়গা। প্রথমে, আগের মতোই, একটা কেল্লা বানাবো, তারপর প্রত্যেকের জন্যে এক বর্গমাইল করে জমি মাপজোক করে দেবো।

ফ্যালফ্যাল করে ওরা তাকালো আমার দিকে। 'এক বর্গমাইল?'

'হ্যাঁ, কেন নয়? সম্ভব হলে প্রত্যেকের জমিতেই যেন নালা, খানিকটা তৃণভূমি আর গাছপালা থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে আমার মতে প্রাথমিক অবস্থায় রাতে আমাদের এক সাথে কেল্লার ভেতরে থাকা উচিত।

'দিনের বেলায় যে যার কাজ করবো। আগে এজমালি জমিতে, তারপর নিজেরটায়। কেল্লার ভেতরে গুদাম, শস্যগোলা, কামার-

শালা বসাতে হবে। ম্যাগিল পাবে একটা দোকান, কাপড় বোনার পাশাপাশি আমাদের জন্যে পিপে তৈরি করবে।

'ওখানে আমরা, কপাল ভালো হলে, একটা ছোটখাটো সমাজ গড়ে তুলতে পারবো ; আমাদের নিজস্ব ভুবন। ফার সংগ্রহ করবো, পর্যাপ্ত পরিমাণে জমলে সমুদ্রে গিয়ে বাণিজ্য করবো। এতে অসুবিধে হবে না কোনো, আরো জাহাজ আসবে—নতুন নতুন উপনিবেশ গড়ে উঠবে।'

জানি, আমি যা বললাম তা বাস্তবে রূপায়ণ করতে হবে, এবং সেটা নেহাত সহজসাধ্য কাজ নয়। তাছাড়া আমাদের মাঝে মনোমালিন্যের অবকাশ রয়েছে। পরিস্থিতি অনেক গোলমেলে লোককে সরে পড়তে বাধ্য করেছে, তবু যেহেতু আমরা মানুষ—মতভেদ থাকবেই। ফলে আদর্শ পরিবেশ যদি-বা মেলে, আদর্শ মানুষ কখনোই পাওয়া যায় না। আমি জ্ঞানী না হতে পারি, কিন্তু নিজের দোষত্রুটি ধরার মতো বুদ্ধি আছে। রাগ, দুঃখকষ্ট আমাকে পাগল করে তোলে …কাজে কোনো বাধাই সইতে পারি না।

ইনডিয়ানদের মাঝে বাস করলে আমরা অচিরে ইনডিয়ান হয়ে উঠবো, অতএব নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাই বোধ হয় উচিত হবে। বন্ধুসুলভ আচরণ করবে ? ওদের সাথে আমরা প্রয়োজনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবো। ষাঁড়টা দিয়ে এ-ক্ষেত্রে শুভসূচনা করেছি, মাংসের জোগানদারের কদর সর্বত্র।

এ-পর্যন্ত ভাগ্য আমাদের সহায়তা করেছে, কিন্তু এখন আবার শীতের মুখোমুখি হতে যাচ্ছি। ওয়াগাস্তুর বক্তব্য অনুযায়ী হয়তো এর প্রকোপ ততটা তীব্র হবে না—তবে জ্বালানী, খাদ্য, আশ্রয়

ইত্যাদি লাগবে। এবং এগুলো পেতে হলে চাই কঠোর পরিশ্রম।

আমরা সকলে বদলে যাবো। আমি ইতিমধ্যেই গিয়েছি, কারণ সহসা আমার ওপর এতগুলো লোকের নেতৃত্ব বর্তেছে। এখন থেকে আমাকে সতর্কভাবে চিন্তাভাবনা পরিকল্পনা করতে হবে, সবাই যাতে সমভাবে কাজে অংশ নেয়, সমপরিমাণ খেতে পায় তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। ইনডিয়ানদের নিজস্ব ব্যাপারে আমি নাক গলাতে চাই না, তবে ওদের মারফত শিখতে চাই। ওরা এ-দেশের গাছ-পালা পশুপাখি, এখানকার ঋতুপ্রকৃতি চেনে—একজন লোকের পক্ষে নৌকোয় নদীর উজানে কত দূর যাওয়া সম্ভব জানে। ওদের চিন্তাধারা যাই হোক, এই দেশের উপযোগী জীবনধারা আবিষ্কার করেছে—এবং উপকারও পেয়েছে তাতে।

রেবেকা বিছানায় শুয়ে থাকার পাত্রী নয়, লিলার সাথে কাজে-কর্মে মেতে উঠলো। ওর সময় ঘনিয়ে এসেছে। ওর ভালোমন্দের কথা ভাবতে ভাবতে একা জঙ্গলে ঢুকলাম আমি, সন্তানপ্রসব সম্পর্কে আমার তেমন ধারণা নেই, লিলা আর সাকিমের উপস্থিতিতে তবু কিছুটা স্বস্তি বোধ করছি।

ঘেসো কূল ঘেঁষে রীড ঝোপের ভেতর দিয়ে কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে নদীর কালো জল। ছোট ছোট ঢেউয়ের মাথায় আলোছায়ার খেলা, ওপরে, ডাঙায়, গাছের পাতা রূপ বদলাচ্ছে, বনে শরতের রং বয়ে এনেছে হিম। শিগগিরই সব পাতা ঝরে যাবে, বসন্তকাল অবধি ন্যাড়া প্রকৃতি হয়ে যাবে।

বনের পথ চিন্তাভাবনার পক্ষে উপযুক্ত জায়গা। ছোট ছোট পশু-পাখির কিচিরমিচির ছাড়া কোনো শব্দ নেই। শীতের আশ্রয় খোঁজার জন্যে বেশি সময় নেই আমাদের হাতে। তবু আরো কিছু দিন

অপেক্ষা করা সঙ্গত হবে।

চিন্তায় বিভোর হয়ে আছি, মানসপটে দেখতে পাচ্ছি আমাদের স্বপ্নরাজ্য। একে একে কেল্লা তৈরি, খাদ্য সংগ্রহ, শিকার প্রতিটি কাজ নিয়ে ভাবলাম। এগুলো সমাধা করতে গিয়ে আমাদের স্বভাব রুচি বদলাতে বাধ্য।

সুপরিকল্পিতভাবে এগোনোর অর্থ অর্ধেক কাজ হাসিল করা। তাই প্রতিটা ধাপ খতিয়ে বিচার করলাম। নদীপথে আরো খানিকটা এগোবার সিদ্ধান্ত নিলাম।

এক কাতাওবা প্রথম সাবধান করলো আমাদের।

হঠাৎ জঙ্গলের ভেতর থেকে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলো সে, 'ওকানিশি! ওকানিশি!' বলে চেঁচাচ্ছে। এঁকেবেঁকে দৌড়ে আসছে। ওর কাছেই একটা তীর এসে পড়লো, ঝটকরে কূলবর্তী একটা গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে-রাখা বন্দুকটা তুলে নিলাম আমি।

ধাবমান এক ইনডিয়ানকে লক্ষ্য করে মুহূর্তে ঘোড়া টিপলাম, বুলেটটা আঘাত করলো ওকে, কিন্তু একটুও বেসামাল হলো না। লোকটার সাহস আর শক্তি দেখে ওই সঙ্কটময় মুহূর্তেও ঈর্ষা জাগলো আমার। এগিয়ে এলো সে, বন্দুকটা নামিয়ে রেখে এ-বার পিস্তল ছুঁড়লাম।

ঈষৎ টলে উঠলেও নিরস্ত হলো না, সামনাসামনি ছুরি মেরে হত্যা করলাম ওকে।

চারদিকে গোলাগুলি চলছে, আচমকা প্রায় মাটি ফুঁড়ে হাজির হলো কয়েকজন কাতাওবা, ওদের ধাওয়া খেয়ে হানাদারেরা পিছু

হঠলো। কাতাওবাদের উপস্থিতি ছিলো সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, রণে ভঙ্গ দিয়ে ওকানিশি হামলাকারীরা পালাতে শুরু করলো।

এ-বার রুক্ষ প্রান্তরে বেরিয়ে এলাম আমরা। আমার বন্দুক আর পিস্তলে আরেকদফা টোটা পুরে নিলাম, রক্ত মুছে ফেলার জন্যে কোমরে-গোঁজা নরম কালো চামড়ার খাপে ঢুকিয়ে দিলাম ছুরিটা। এখানে-ওখানে বিক্ষিপ্ত লড়াই চলছে এখনো। দেখলাম, তাড়াহুড়ো করে আমার দিকে নিশানা স্থির করছে একজন।

গুলি করে ওর মাথার পালকের টুপি উড়িয়ে দিলাম, ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল ও, তীরটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গাছে আঘাত করলো।

আরেকজন কুঠার উঁচিয়ে তেড়ে এলো, বন্দুকের নল দিয়ে আঘাতটা ঠেকিয়েই ওর গায়ের কাছে চলে এলাম আমি, কাঁধ-সমান উঁচুতে বন্দুকটা দুহাতে আঁকড়ে ধরে বাঁট দিয়ে মুখে সজোরে আঘাত করলাম। টলে উঠলো লোকটা, কয়েক পা পিছিয়ে গেল, তারপর হুড়মুড় করে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। কিছুক্ষণ তুমুল হাতাহাতি চললো, কিন্তু ওরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়তে আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'ফল ব্যাক অন দ্য ক্যামপ। ফল ব্যাক!'

কয়েকজন আমার নির্দেশ শুনতে পেয়ে জানালো অন্যদের, এবং আমরা আস্তে আস্তে পিছিয়ে এলাম—জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ে নিজেদের শক্তি অপচয় করতে চাই না আমি।

কুইল আমার কাছাকাছি একটা ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো, তার একটু দূরে ও'হারা। গ্রাসকো, পিটার ফিচ, স্লেটার··· এক-এক করে ওরা বেরিয়ে আসছে আর আমি মাথা গুনছি।

সব শেষে এলো ব্যারি ম্যাগিল, মুখের একটা জখম থেকে রক্ত ঝরছে। জেরেমি ছাড়া সবাই হাজির।

'রিং কোথায় ?' জানতে চাইলাম।

'আসেনি,' বললো পিম। 'ক্যামপে রয়ে গেছে।'

'জেরেমি ?' বিশ্বাস হতে চাইছে না আমার।

'হ্যাঁ,' পিম বললো, ওর চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি লক্ষ্য করে ধাঁধায় পড়লাম।

কাতাওবারা ফিরে এলো। কয়েকজনের হাতে ঝুলছে করোকটি-ছাল ওকানিশিদের উচিতশিক্ষা দিয়েছি আমরা···পাঁচজন নিহত হয়েছে। অন্যদিকে, চকিত হামলাসত্ত্বেও, আমাদের কেউ মারা যায়নি। কারণ এর জন্যে বেশ কিছু দিন ধরেই আমরা তৈরি ছিলাম, এবং আমাদের নতুন বন্ধু কাতাওবারাও প্রস্তুত ছিলো।

দুজন কাতাওবা আহত হয়েছে, একজন মারাত্মকভাবে। আশাতীত ভালো করেছি আমরা, তবে এটাও সত্যি যে হামলাকারীরা তাদের ঘোরশত্রু লড়াকু কাতাওবাদের উপস্থিতির কথা জানতো না। বস্তুত ওদের আচমকা পালটা আক্রমণেই রক্ষা পেয়েছি আমরা।

'জেরেমি রিংকে আসতে বলো,' সামান্য চড়া স্বরে বললাম, আমার গলা পেয়ে এগিয়ে এলো সে।

কাছে এসে আভূমি নুয়ে অভিবাদন জানালো, ওর জীর্ণ টুপির কিনারা মাটি ছুঁয়ে গেল। 'আমার অনুপস্থিতির জন্যে দুঃখিত,' ছদ্মগাম্ভীর্যের সাথে বললো ও, 'কিন্তু কী করি বলো, ভাবলাম তোমার স্বজনদের পাশে থাকাই উচিত হবে।'

'আমার স্বজন ?' বোকার মতো ওর দিকে তাকালাম।

'হ্যাঁ, তোমার বউ,' বললো সে, 'আর ছেলে।'

পনেরো

তো এইভাবে, ইনডিয়ানদের সাথে এক উত্তপ্ত লড়াইয়ের মাঝে, হিংস্র নির্জন দেশে, গাছের তলায় নদীর পাড়ে আমার ছেলে বাফেলো রোবের কাঁথায় জন্ম নিলো। ওর নাম রাখা হলো কিন বা স্বজন। আসলেও সে তাই—আমাদের ; এই তৃণভূমি আর বনের।

সন্তানপ্রসবে রেবেকার স্বাস্থ্যহানি হয়নি, আমাকে পুত্রসন্তান উপহার দিতে পেরেছে বলে এক অপরূপ গর্বিত হাসি লেপটে আছে মুখে। ছেলের ভালো নাম রাখলাম রিং। জেরেমি ইনডিয়ান হামলার মুখে একা ওকে রক্ষা করতে দাঁড়িয়েছিল, তাই ওর প্রতি এই সামান্য সৌজন্য।

কিন রিং ওসমান···নামটার একটা ছন্দ আছে, ছন্দটা আমার পছন্দ হলো।

লিলা ওকে নিয়ে এলো আমার কাছে। এখনো বারুদের গন্ধ মুছে যায়নি আমার হাত থেকে, অতিসাবধানে কোলে তুলে নিলাম। ওর মুখের দিকে তাকালাম, চোখদুটো লক্ষ্মীটেরা কালো। সারা মুখ এখনো লাল। আমার পানে চেয়ে হাসতে চেষ্টা করছে।

দুদিন পর আস্তানা গুটিয়ে উজানে রওনা হলাম। পুরো তিনটে

দিন পথ চললাম ; এখন খরামৌসুম, পানি কমে আসছে, তায় ইদানীং বৃষ্টি হয়নি। অবশেষে একটা ক্ষুদ্র বাইয়ু বা জলাভূমিতে নোঙর করলাম আমরা। মালপত্র ডাঙায় তুলে নৌকো তিনটে রীড বনের গভীরে টেনে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখলাম।

আমাদের কিছু কিছু জিনিস ওখানেই লুকিয়ে রেখে বাকি মালপত্র নিয়ে ট্রেডিং ট্রেইল ধরে রওনা হলাম। আমার বোঝাটা সব চেয়ে ভারি। এটা বইবার ক্ষমতা আমার আছে, তার ওপর এখন ছেলের বাপ হয়েছি—কর্মোদ্যমও যেন বেড়ে গিয়েছে। এই নতুন দেশে ও আমার প্রথম বংশধর, অরণ্যজগৎ ছাড়া আর কোনো সভ্যতার সাথে যার কোনো পরিচয় ঘটবে না।

বনের পথে পথে ও বেড়ে উঠবে, নির্জন খরস্রোতা নদীতে ক্যানো বাইবে, বনেজঙ্গলে শিকার করবে নিজের আহারের ব্যবস্থা করতে। নিজেকে দিয়ে আমি উপলব্ধি করছি, ওকে যা দিচ্ছি একজন পুরুষের জন্যে এর চেয়ে ভালো জীবন আর হতে পারে না। নিঃসঙ্গ জীবন ; তবে সপ্রাণ স্বাধীন জীবন।

'কিন্তু আরো কিছু থাকা দরকার, অ্যালান,' বললো রেবেকা। 'সভ্য লোকের সঙ্গে মেলামেশা কায়দা জানতে হবে ওকে, ভবিষ্যতে এখানে কারা থাকতে আসবে তা কি কেউ বলতে পারে?'

আমরা ঘোরা পথে যাচ্ছি, কাতাওবারা সঙ্গে আছে, নিজেদের গাঁয়ে ফিরে যাচ্ছে। ওদের কাছ থেকে আমি ওদের ভাষা, সামাজিক প্রথা, গাছপালা, ঊষর অঞ্চল সম্বন্ধে ওদের জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে শিখছি। জানি, ওদের পুরো জ্ঞানভাণ্ডার কোনো দিন আয়ত্ত করতে পারবো না ; এর বহু জিনিস ওদের জীবনধারার সঙ্গে এত সহজ স্বাভাবিকভাবে চলে এসেছে যে, ওরা মনে করে সবাই এগুলো জানে—আলাদাভাবে

শেখাবার প্রয়োজন নেই।

শীত অত্যাসন্ন। বাড়ি ফেরার পথে শিকার-ফলমূল সংগ্রহ করতে করতে যাচ্ছে ওরা, ফলে অগ্রগতি ধীর। এই মন্থর যাত্রা আমি উপভোগ করছি—এতে দেশটাকে ভালোমত চেনার সুযোগ মিলছে।

আমরা যে-পথে অগ্রসর হচ্ছি সেটা পণ্যচলাচলের একটা প্রাচীন ট্রেইল, সারা দেশে এর বহু শাখা ছড়ানো। জীবনধারণের প্রশ্নে ব্যবসাবাণিজ্যের প্রয়োজন আছে বলে বণিকদের সাধারণত শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়, কেউ তাদের জ্বালাতন করে না। তবে দলছুট আউট-ল ইনডিয়ান বা ওয়ার পার্টিদের হামলার আশঙ্কা সব সময়ই আছে, ওরা ট্রেড রুটকেও রেহাই দেয় না।

ওয়াগাসু অধিকাংশ সময় আমাদের সঙ্গে কাটাচ্ছে, ওর জ্ঞাতি-ভাইদের মধ্যে ওকে এড়িয়ে চলার মনোভাব লক্ষ্য করছি। ওকে আজকাল প্রায়শ বিমর্ষ মনে হয়।

'বন্ধু, তোমার কী হয়েছে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

আড়চোখে আমাকে দেখলো সে, তারপর মাথা নাড়লো। কিছুক্ষণ পর বললো, 'আগে আমাকে খুব সম্মান করতো ওরা। ভালো-বাসতো, বিশ্বাস করতো। আমার চেয়ে বড় শিকারী আমাদের গাঁয়ে কেউ ছিলো না। কিন্তু আজ সব কিছু বদলে গেছে?'

'কেন—কী ব্যাপার?'

'ওরা আর আমাকে বিশ্বাস করে না, ওসমান। আমি ওদেরকে সাগরের গল্প করায় ওরা মুচকি হেসেছে—শিকার না করেও যে কোনো জাতি উন্নতি করতে পারে এটা বিশ্বাস করতে চায় না। ওরা আমাকে মিথ্যেবাদী মনে করে, ওসমান।'

'দুঃখ করো না, ওয়াগাম্বু। আমি দেশে গিয়ে এই বিশাল প্রান্তর, এখানকার বড় বড় নদী, গাছপালার গল্প করলে ওরাও হয়তো বিশ্বাস করবে না আমার কথা।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়, ওসমান। তোমার-আমার জ্ঞান বেশি, আর জ্ঞানের পথে দুঃখ কষ্ট থাকে। আমার গোত্রের কেউ অদ্দূর যায়নি। আমি ছাড়া সাগর দেখেনি কেউ। কিন্তু একটা কথা কি জানো, আমার লোকেরাই যদি আমাকে বিশ্বাস না করলো—তবে আর কী মূল্য রইলো না আমার, ওসমান?

'কার জন্যে মানুষ জানে, শেখে? মানুষের জন্যে, আপনারজনদের জন্যেই নয় কি? শুধু কি নিজের ভালোর জন্যেই আমার এই জ্ঞান? আমি ওদের সাহায্য করার জন্যে এতকিছু শিখেছি···কিন্তু ওরা বিশ্বাস করে না, আমার কথা ফাঁকা ক্যানিয়নে প্রতিধ্বনির শামিল। এখন আমার এই দুই কান আমার একমাত্র শ্রোতা।'

'ওয়াগাম্বু, ইচ্ছে করলে তুমি যতদিন খুশি আমাদের সাথে থাকতে পারো।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু এতে তো সমস্যা মিটছে না, মিটছে কি?'

এক সাথে হাঁটতে লাগলাম আমরা দুজন, আমাদের চারপাশে নিবিড় সবুজ বন।

'পাহাড়ের ও-ধারে কী কী শিকার পাওয়া যায়, ওয়াগাম্বু?'

'মোষ, বড় বড় হরিণ, খরগোস। আর এক ধরনের বিরাট জানোয়ার আছে, ইয়া লম্বা নাক, মুলোর মতো শাদা দাঁত।'

'কী!'

'সত্যি। আমি নিজে অবশ্যি দেখিনি, ঠাকুর্দার কাছে গল্প শুনেছি। লোমশ দেহ, হাতের মতো লম্বা নাক।'

হাতি ? এখানে ? অসম্ভব। আফ্রিকাতে হাতি আছে, বাবার কাছে শুনেছিলাম রোমানদের বিরুদ্ধে কার্থেজবাসীরা ব্যবহার করেছিল। ইউরোপে এদের আরো প্রাচীন ফসিল পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু এখানে ?

'পাহাড়ের পর আর কোনো সমুদ্র আছে কি না জানো ?'

মাথা নাড়লো সে। 'উত্তরে সমুদ্র আছে, অনেক দূরে। দক্ষিণে আছে, এটাও বহুদূরে, কিন্তু পাহাড়ের পর নেই। ওখানে কেবলই মাটি।'

পশ্চিমে সাগর নেই ? নাহ্., নিশ্চয়ই ওয়াগাম্বু জানে না। সব বড় বড় পণ্ডিতই বলেছেন পাহাড়ের পরেও একটা সমুদ্র আছে!

তো হাঁটতে হাঁটতে আমরা কাঁতাওবাদের দেশে পৌঁছুলাম। অপেক্ষাকৃত অগভী স্থান দিয়ে একটা বিরাট নদী পেরোলাম পথে। পাহাড়ের পদদেশে গেলাম, ওয়াগাম্বু পথ দেখিয়ে একটা ক্ষুদ্র উপত্যকায় নিয়ে গেল। খাড়া ঢালে ঘন জঙ্গল, নিচে তৃণভূমির পাশে স্রোতস্বিনী ঝরণা।

রেবেকা আমার পাশে এসে দাঁড়ালো, তাকিয়ে দেখলো চারদিকে।

'অমরা এখানেই থাকবো,' আমি বললাম, 'বাড়ি বানাবো।'

'অ্যালান, আমাদের বাড়ি ?'

'আপাততত, রেবেকা···আপাএত এর পরেও পাহাড় আছে···এবং তরপর সমভূমি।

ষোলো

আবার কাজেকর্মে মেতে উঠলাম। গাছ কেটে তক্তা চেরাই করে সে-বারের মতো কেল্লা বানালাম। বিল হাডসন আর কেন ও'হারা শিকার করতে বনে গিয়েছিল, হরিং পাহাড়ের অদূরে খোলা প্রান্তরে দুটো মোষ মেরেছে। আসন্ন শীতের জন্যে ওগুলোর মাংস শুকিয়ে তুলে রেখেছি।

পূর্বঅভিজ্ঞতার ফলে আমাদের দক্ষতা বেড়েছে, তাই সংখ্যায় কমে যাওয়া সত্ত্বেও সহজেই কেল্লা নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

লতার মতো লকলকিয়ে বেড়ে উঠছে কিন, হেসে খেলে দৌরাত্ম্যে ওই ছোট্ট শিশুটি মাতিয়ে রাখছে আমাদের সবাইকে। রেবেকার অধিকাংশ সময় কাটছে ওকে নিয়ে, আর লিলা ব্যস্ত থাকে ওদের দুজনকে নিয়ে।

পিটার ফিচ কাঠের কাজে আমাদের মাঝে সেরা। আগে ও জাহাজের ছুতোর মিস্ত্রি ছিলো। একদিন কাজ থামিয়ে সে বললো, 'জোনাথন ডেলভের কথা ভাবছিলাম। লোকটা একটা আস্ত শয়তান, সাহসও আছে।'

'ঠিক,' আমি একমত হলাম।

'বিপজ্জনক লোক,' যোগ করলো পিটার।

'হ্যাঁ, চলে গিয়ে ভালোই হয়েছে।'

পিটার তার কুড়োলটা তুলে নিতে উবু হলো। 'আদৌ গিয়ে থাকলে,' বললো সে।

আমি ফিরতে নিয়েছিলাম, থমকে গেলাম। 'তোমার ধারণা যায়নি?'

'ও যার খোঁজে গেছে সেটা না পেলে তোমার কথা মনে পড়বে ওর। রাজা জনের রত্নভাণ্ডারের কাহিনী বিশ্বাস করবে। ভাবতে বসবে পশ্চিমের অজানা দেশে যাওয়ার ব্যাপারে তুমি উতলা হয়েছো কেন।

'তোমার কর্মদক্ষতাকে সে আমল দেবে না। সবাইকে ও নিজের মতো শয়তান মনে করে, ভাবে পরের মাথায় বাড়ি দিয়েই বুঝি সকলে বড়লোক হয়।'

পরে কথায় কথায় ফিচের মন্তব্য জেরেমি আর পিমকে জানালাম। 'তাই,' সায় জানালো জেরেমি। 'আমিও ভাবছিলাম ওর কথা। আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি, তবু বলা যায় না।'

কিন্তু এখন ও-সব নিয়ে ভাবার অবকাশ কম। শিকার করে এতগুলো লোকের আহার জোগাতে হিমসিম খাচ্ছি, তার ওপর ইনডিয়ান অতিথি আপ্যায়ন আছে। ওদের মাংস খাওয়ার বহর দেখলে বিস্মিত হতে হয়।

রেবেকা আর লিলাকে নিয়ে প্রায়ই আমি জঙ্গলে ফলমূল কুড়োতে যাই। কিন এ-সময় আমাদের কারো কোলে চড়ে আসে।

ইনডিয়ানদের মতো বাকস্কিনের জামাকাপড়, মোকাসিন বানাতে

শিখেছি আমরা। ভোজ্য শেকড় লতাপাতা কীভাবে চিনতে হয় এখন জানি। তবে শীত প্রায় এসে পড়ায় বেশির ভাগ পাতা ঝরে গিয়েছে, আর যাও-বা আছে সেগুলো কচি নয়।

ব্যারি ম্যাগিল উঠোনের একপ্রান্তে দোকান খুলে নিজের পেশায় নেমে পড়েছে। বাদাম, ফলমূল সংরক্ষণের জন্যে পিপে দরকার। অবশ্যি পিপে ছাড়াও লম্বা হাতলওয়ালা ঝাঁটা এবং নানা ধরনের গামলাও বানিয়েছে।

একদিন দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে চারফুটের মতো একটা স্লেট পাথর নিয়ে এলো বিল হাডসন। 'একটু বড়ই,' ও বললো, 'তবু ভাবলাম বাচ্চার জন্যে তুমি হয়তো কেটে ছোট করে নেবে। উপত্যকার নিচের দিকে চকপাথরও দেখেছি।'

উরুর কাছে প্যানটে হাত ঘষলো সে। 'শিক্ষা ছাড়া ওর কোনো দাম থাকবে না। এক-আধটু লেখাপড়া, অঙ্ক শেখা উচিত।'

'ধন্যবাদ, বিল,' বললাম আমি। খুশি হয়ে ও চলে গেল।

ওয়াগাম্বু বেশির ভাগ সময় আমাদের সাথে থাকে, প্রায়ই সাকি-মের সাথে জঙ্গলে যায়।

কেল্লার উঠোনে এখনো কিছু কাঠ পড়ে রয়েছে। ওগুলো সরিয়ে শাকসবজি লাগাতে হবে। তাহলে প্রথম দুটো দায়িত্ব সম্পন্ন হবে। অথচ, জানি, এতসবের পরেও আমরা কখনো সম্পূর্ণ নিরাপদ বোধ করতে পারবো না।

একদিন দরজার ওপরে হুক থেকে রাইফেল পেড়ে নিয়ে কেন ও'হারা আর পিম বার্কের সঙ্গে দুরপাহাড়ে রওনা হলাম।

'আজ রাতে না ফিরলে দুশ্চিন্তা করো না,' যাবার সময় রেবেকা-কে বললাম। 'দূরতম পাহাড়ে যাবার রাস্তা খুঁজে বের করতে হবে—

দু-একটা রাত নাও ফিরতে পারি।'

'আচ্ছা··· সাবধানে থেকো,' বলে লিলার কাছে গেল ও।

মুসক্র্যাট ক্রীকের ঢালু পাড় বেয়ে, চাংকি গ্যাল মাউনটিনের দক্ষিণ পাশ অতিক্রম করে, ইনডিয়ানদের কাছেইউনউইৎসুলেনুনাই (Yun-witsulenunyi) নামে খ্যাত ন্যাড়া চুড়োটায় উঠলাম আমরা। ওই নামের অর্থ: যেখানে লোকটা দাঁড়িয়েছিল। ইনডিয়ান সমাজে এ-ব্যাপারে একটা কাহিনী চালু আছে। কাহিনীটা ওয়াগাস্থর কাছে শুনেছি। একদিন আকাশ থেকে কুঁতকুঁতে উজ্জ্বল চোখের ডানা-ওয়ালা সাপ নেমে এসে একটা শিশুকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। কয়েকবার এ-রকম ঘটালে পরে ইনডিয়ানরা আগুন ধরিয়ে পর্বত-চুড়ো সাফ করে ওখানে পাহারা বসায়। তারপর চুড়োর পাশে এক দুর্গম জায়গায় ওর আস্তানার হদিস পেয়ে ওই দানবকে হত্যা করার জন্যে ওদের দেবতার কাছে মিনতি জানায়। দেবতা সে-ই ডাকে সাড়া দিয়ে বজ্রবান মেরে ওই দানবকে বধ করেন।

ন্যাড়া চুড়োয় পাহারারত ইনডিয়ানটা ভয়ে পালাতে নিলে দেবতা রুষ্ট হয়ে তাকে পাথরে পরিণত করেন। আজো সে ওভাবে ওখানেই আছে।

একজোড়া বনমোরগ শিকার করলাম আমরা এবং সে-রাতের মতো একটা চুড়োর পাথুরে ঢালে ক্যামপ করলাম। কোণের দিকে বলে বাতাসের বেগ এখানে কম, কয়েকটা বুড়ো হিক্যারিগাছ আড়াল সৃষ্টি করেছে। ক্যামপের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নদী, আমার ধারণা ওটার নাম নানতাহালা। জায়গাটা বেশ উঁচুতে এবং নির্জন।

অন্ধকারে মাথার ওপর গাছের ছায়া পড়েছে, আগুনের

শিখায় দুলছে থেকে থেকে ; লাকড়ি পোড়ার শব্দ হচ্ছে, গ্রীষ্মের বিদায়ে গাছের পাতা কাঁপিয়ে কাঁদছে ঝিরঝিরে বাতাস।

ডালপালার ফাঁক দিয়ে তারা দেখা যাচ্ছে, নিশাচর প্রাণীদের আনাগোনার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, বাতাস আর তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে সাথে ক্ষীণ শব্দে ডুকরে উঠছে পাহাড়। আগুনের ধার ঘেঁষে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোর হবার আগেই জেরেমি উঠে শুকনো ডালপালা কুড়োতে লাগলো, পিম নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছে।

তৃতীয়দিন সকালে ফিরতি পথ ধরলাম। আমি কয়েকটা শুকনো হরিণের চামড়া এনেছিলাম সাথে। ওগুলোর ওপর এ-পর্যন্ত যতটা দেখেছি তার মানচিত্র আঁকলাম। ভিন্ন একটা রাস্তায় ফিরলাম আমরা। কেবল নতুন নতুন জায়গা দেখার উদ্দেশেই যে এমনটা করলাম তা নয়, শত্রু টের পেয়ে ওত পেতে থাকতে পারে এ-রকম পথে দুবার চলতে নেই।

পরবর্তী কয়েক হপ্তায় বারকয়েক বেরোলাম, একবার রেবেকাও এলো। হাঁটার অভ্যেস আছে ওর, এই দেশটাও সে আমার মতোই ভালোবাসে। কিনকে ইনডিয়ানদের মতো করে পিঠে ঝুলিয়ে নিয়েছি। অধিকাংশ পাহাড়ের চুড়োয় গাছগাছালি নেই, এর যথার্থ কারণ আমরা বুঝতে না পারলেও পিম বার্ক অনুমান করলো চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখার জন্যেই ইনডিয়ানরা পুড়িয়ে ফেলেছে ওগুলো।

কনকনে উত্তুরে হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আমরা এখন বড় মাপের আগুন ধরাচ্ছি। কাদামাটি লেপার পরও কাঠের দেয়ালে যে-সব ফাটল ছিলো সেগুলো খুঁজে পেতে অসুবিধে হয়নি কোনো।

প্রতিটা ফাঁক দিয়ে হু-হু করে হাওয়া আসছে আর সেই সঙ্গে বাড়ছে আমাদের সতর্কতা।

জ্বালানি সংগ্রহের কাজ নিয়মিত চলছে, মাঝেমধ্যে শিকারেও যাচ্ছি। বসন্তে চাষাবাদ শুরু করার লক্ষ্যে আগাছা কেটে পাথর সরিয়ে জমি সাফ করা হচ্ছে।

ভরাশীতের মুখে পাহাড়ের আরো ওপরে গিয়ে ফাঁদ পাতলাম।

'ফারগুলোর কী ব্যবস্থা হবে?' জানতে চাইলো স্লেটার।

'উপকূলে যাবো,' বললাম। 'রেবেকাকে' নিয়ে টিলি আসবে। অন্য জাহাজ আসার সম্ভাবনাও আছে। নৌকোয় চেপে ভাটিতে গিয়ে আমরা ফার এবং আর যা কিছু আছে বিক্রি করে আবার ফিরে আসবো এখানে।'

একদিন ডাবল মাউনটিনে উঠলাম। আমি, ওয়াগাস্থ, জেরেমি রিং আর টিম গ্লাসকো। রেবেকাও এসেছে। একজায়গায় দাঁড়িয়ে তাজা হিমের পরশ আর পাইন-সিডারের গন্ধ উপভোগ করছি হঠাৎ ওয়াগাস্থ বললো, 'চলো, ফিরে যাই। ইনডিয়ানরা আসছে।'

অভিজ্ঞতা আমাকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে শিখিয়েছে। বোকার মতো প্রশ্ন করে সময় নষ্ট করলাম না, চকিতে রেবেকার হাত ধরে একটা ঝোপের ভেতর আশ্রয় নিলাম।

নিচে একচিলতে সমভূমি, শেষ-প্রান্তে স্তূপীকৃত পাথরের চাঁই, বর্ষার ঢলে নেমে এসেছে। পাশেই একটা ঝরনা। ওই ঝরনার কাছে জোর কদমে আমাদের নিয়ে গেল ওয়াগাস্থ।

গন্তব্যে প্রায় পৌঁছে গিয়েছি, পেছন থেকে বাতাসে শিস কেটে একঝাঁক তীর উড়ে এলো। তাড়াতাড়ি পাথরগুলোর আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম আমরা। যে-পথে এসেছি সেটা দেখার জন্যে ঝট

করে আমি পেছন ফিরলাম।

কিছু নেই…

ওয়াগাস্থ একটা তীর কুড়িয়ে নিয়েছিল। 'সেনেকা,' বললো সে। 'কাতাওবাদের পুরোনো শত্রু।'

চারটে মাসকেট আছে, এছাড়া আমি আর জেরেমি দুটো করে পিস্তল এনেছি। 'অপ্রস্তুত অবস্থায় ওদের সামনে পড়া চলবে না,' আমি বললাম। 'ওয়াগাস্থ, তুমি আমার সাথে গুলি ছুঁড়বে। জেরেমি আর টিম অপেক্ষা করবে। তারপর আমরা যখন টোটা ভরবো, ওরা ফায়ার করবে।'

বারকয়েক জঙ্গলের প্রান্তে নড়াচড়ার আভাস পেলাম, কিন্তু ওরা হুঁশিয়ার লোক। বোধ হয় জানে না আমরা কজন, তবে কোথায় লুকিয়েছি নিশ্চয় টের পেয়েছে। কাছেপিঠে এই পাথরগুলোই যা একটু আড়াল সৃষ্টি করেছে, এবং ঝরনাটার অস্তিত্ব সম্ভবত ওরা জানে।

একটা নিরাপদ জায়গা বেছে নিয়ে কিনকে সেখানে শুইয়ে দিলো রেবেকা। একজন সেনেকা একটা ঝোপের ভেতর বসেছিল, ওয়াগাস্থ মওকা পেয়ে গুলি করলো।

টলে উঠলো ইনডিয়ানটা, তারপর পড়ে গেল। অনেকগুলো ক্রুদ্ধ চিৎকারের সাথে সাথে আবার একঝাঁক তীর ছুটে এলো, ওগুলোর দুটো হাইড-আউটের ভেতরে এসে পড়লো।

ঠিক বৃত্ত এটাকে বলা যায় না, প্রায় ষাটফুট লম্বা স্তূপ, চওড়ায় এর অর্ধেক হবে। মাঝখানে কয়েকটা পাথর উঁচু হয়ে টিলার মতো সৃষ্টি করেছে। ওরই একটা সঙ্কীর্ণ ফাটলে শুয়ে আছে কিন।

বৃত্তাকারে এগিয়ে আসছে ওরা, গুলি করার জন্য উসকানি দিচ্ছে

আমাদের। একটা ইনডিয়ান ফাঁকা মাঠে বেরিয়ে এলো, পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে ঝোপের আড়ালে চলে গেল। বারকয়েক এভাবে বেরিয়ে এসে আমাদের উসকে দেয়ার চেষ্টা করলো ওরা। নিঃসন্দেহে ইতি-পূর্বে বন্দুকের মোকাবেলা করেছে, সম্ভবত দেশের উত্তরাঞ্চলের ফরাসি বা ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে। সেনেকাদের বাড়ি ধারেকাছে নয়, উত্তরে কয়েকশো মাইল দূরে। কিন্তু ওয়াগাস্থ জানালো ওরা প্রায়ই কাতাওবা এবং এ-অঞ্চলের অন্যান্য ইনডিয়ান জনপদে হামলা করে।

কাতাওবারা, গর্বিত সুরে ও বললো, খ্যাতিমান যোদ্ধা—তাই প্রত্যেক সেনেকাই অন্তত একটা ছিন্নশিরের মালিক হতে চায়। এটাকে ওরা গর্বের বিষয় বলে মনে করে।

আচমকা হামলা করলো ওরা। বড়জোর বিশগজের ব্যবধান, জনা-বারো হবে। ইতিমধ্যে ওয়াগাস্থ তার বন্দুকে টোটা ভরে নিয়েছে। প্রথমে ও গুলি ছুঁড়লো, মাঝপথে অক্কা পেলো একটা বিশালদেহী ইনডিয়ান। ইচ্ছাকৃতভাবে চুপচাপ বসে রইলাম আমি, তারপর ওরা যখন আরো দুকদম এগিয়ে এলো, ট্রিগার টিপলাম। বন্দুকটা আবার ভরে দেয়ার জন্যে পেছনে রেবেকার হাতে দিয়ে পিস্তলদুটো বের করলাম।

জেরেমি গুলি করলো, এরপর গ্লাসকো, আমি একটা পিস্তল ছুঁড়লাম। পাঁচজন সেনেকা ধূলিশয্যা নিয়েছে, হানাদারেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। আবার গুলি করলো ওয়াগাস্থ··· লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো।

এত কিছু সত্ত্বেও তিনটে লাশ সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হলো ওরা। দুজন পড়ে রইলো ফাঁকা প্রান্তরে। একজনকে ঘাসের ওপর স্পষ্ট

দেখা যাচ্ছে, অন্যজন একটা ক্ষুদ্র-পাথর-চাঁইয়ের পেছনে আছে, ওর একটা হাত কেবল দেখতে পাচ্ছি। হাতটা নড়ছে না।

হিমেল হাওয়া উঠলো, বৃষ্টি পড়লো কয়েকফোঁটা। 'গুলি শুকনো রাখো,' বললাম আমি। অবশ্যি না বললেও চলতো এর কদর আমরা সকলেই জানি।

পাঁচজন ইনডিয়ান হতাহত হয়েছে…চড়া মাশুল।

'ওরা মোট কজন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

কাঁধ ঝাঁকালো ওয়াগাম্নু। 'বেশি হবে না, তবে জাত লড়ুয়ে। নজর রাখতে হবে। অন্যদের নিয়ে ফিরে আসতে চেষ্টা করবে।'

নিথর শুয়ে নজর রাখছে ওয়াগাম্নু। আমাদের আগমনে ওর কী অবস্থা হয়েছে আমি উপলব্ধি করতে পারছি। জ্ঞানের পরিধি বেড়েছে, অন্যদিকে স্বগোত্রে সম্মান হারিয়েছে। ওদের সমাজে এখন আর জায়গা নেই ওর, কেউ শোনে না ওর কথা। পক্ষান্তরে ওরা দেখতে পাচ্ছে আমাদের মাঝে ওর আসন বেশ উঁচুতে—আসলেও তাই।

বাস্তবিক ও বহুদূরপথ ভ্রমণ করেছে, সম্ভবত ওর গোত্রের যে-কোনো লোকের চাইতে বেশি। শেখার সুযোগ পাওয়ায় বেশ চলসই ইংরেজি বলতে পারে। ও যে বুদ্ধিমান চটপটে মানুষ তাতে সন্দেহ নেই।

বৃষ্টি পড়ছে, সাথে অল্প অল্প কুয়াশা। আমি একটা কম্বল নিয়ে কিন যেখানে শুয়ে আছে সেই ফাটলটা ঢেকে দিলাম। আমাকে দেখে হাসলো সে, হাত বাড়ালো, আধো আধো গলায় শব্দ করলো কিছু। ওর মুঠিতে একটা তীর, নিশ্চয়ই ওর গা ঘেঁষে পড়েছিল। তীরটা দেখতে পেয়ে রেবেকা ভয়ে শিউরে উঠলো, ফলায় বিষ

মাখানো থাকতে পারে এই আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি কেড়ে নিলো।

হঠাৎ ঝোপ থেকে একজন সেনেকা বেরিয়ে এলো, আমি গুলি করলাম, ও আগেভাগে বসে পড়ায় ফসকে গেল। ঘাসের ওপর নিঃসাড়ে পড়ে রইলো সে, দেখা যাচ্ছে না—তবে ওখানেই আছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলাম, ওঠামাত্র গুলি করবো।

উঠলো না। কয়েকমিনিট পর আমাকে কনুই মেরে রিং ইশারা করলো। আমরা যে-হাতটা পাথরের পেছনে দেখেছিলাম, সেটা উধাও হয়েছে। সন্তর্পণে ওকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে ওই সেনেকা—এবং নিজেও সটকে পড়েছে।

অপরজনকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আমরা বসে রইলাম। 'কাভার দাও,' বললাম আমি। 'ওকে নিয়ে আসবো আমরা।'

চকিতে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে গেল ওয়াগাস্থ, ঝড়ের বেগে ছুটে গিয়ে নিহত ইনডিয়ানটার পাশে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো। ছুরি দিয়ে লাশের কপালের চামড়া কাটলো গোল করে, তারপর চুল ধরে হেঁচকা টানে খুলির ছাল তুলে নিলো।

সটান উঠে দাঁড়িয়ে রক্তাক্ত ছালটা নাড়ালো সে, বিজয়গর্বে চেঁচিয়ে বিদ্রূপ করলো। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা তীর ছুটে এলো, কিন্তু ততক্ষণে ঘুরে একেবেঁকে আমাদের হাইডআউটের দিকে রওনা হয়েছে ওয়াগাস্থ।

করোটি-ছাল তুলে নেবার কথা আমি ইতিপূর্বে শুনেছিলাম, আজ প্রথম দেখলাম।

সতেরো

শীত বিদায় নিলো শ্লথ গতিতে। দূরবর্তী যে-সব ঝরনা জমে ঝালরের মতো হয়ে গিয়েছিল, সেগুলো আবার গলতে শুরু করেছে। নদীর উৎসমুখের কাছে বরফ আর নেই, সবেগে স্রোত বইছে।

ফার জমেছে কয়েক গাঁট। কিছু স্বচ্ছ মুক্তো এবং অন্যান্য পশু-ছালও আছে। চারটে দৈত্যাকার মোষের চামড়া তার মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য।

'আমরা উপকূলে যাবো,' রাতে খাবার টেবিলে সবাইকে জানালাম আমি। 'কপাল ভালো হলে টিলির সাথে দেখা হতে পারে।'

'কে কে যাবে?' প্রশ্ন করলো ফিচ।

'যারা যেতে চাইবে,' আমি জবাব দিলাম। 'ঝটপট ভাটিতে যাবো, তবে ফিরবো ধীরেসুস্থে।'

'আমি থাকবো,' বললো জন কুইল। 'পছন্দমত জমি পেয়েছি। ওখানে ছাপরা তুলে চাষাবাদ করবো।'

'আমিও,' নিজের অভিমত প্রকাশ করলো স্লেটার।

'ঠিক আছে—কাতাওবারা থাকছে, ওরা সাহায্য করবে তোমাদের,' আমি বললাম।

তিনদিন পর খুব ভোরে নৌকোগুলোর উদ্দেশে রওনা হলাম।

আয়নার মতো স্বচ্ছ নিটোল পানি। আমাদের দাঁড়ের আঘাতে ছোট ছোট ঢেউ ছড়িয়ে পড়ছে, দাঁড়ের ছলাৎ ছলাৎ ছাড়া কোনো আওয়াজ নেই। ডানা গুটিয়ে একটা গাংচিল উড়ছে, মিঠেকড়া আমেজ বিছিয়ে দিয়েছে মধ্যাহ্নের বাসন্তী রোদ। মন্থর গতিতে ডাঙা থেকে সরে যাচ্ছে আমাদের নৌকো।

কোনো জাহাজ, বা মাস্তুলের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। সব কিছু শান্ত, নীরব নিথর। নৈঃশব্দ্যের পরপারে আড়ি পাতলাম আমরা।

অতীতে কত জাহাজ এসেছে এই পথে? কত লোক এভাবে প্রতীক্ষা করেছে এখানে? সমুদ্রের ইতিহাস কেউ জানে না, এর কোনো স্মৃতিভাণ্ডার নেই—অতীতের কোনো সাক্ষ্য ধরে রাখে না।

দূরবিস্তৃত মহাসাগর পাড়ি দেয়া আদৌ সমস্যা নয়—কোনো কালেই ছিলো না। এর জন্যে চাই সাহস; সঙ্কল্প; অতীতেও মানুষ দূরসাগরে যাত্রা করেছে। মালয়ীরা বিষুবরেখার দক্ষিণে অবস্থিত তাদের দ্বীপ, সুমাত্রা আর জাভা থেকে মাদাগাসকারে গিয়েছে। এবং কলামবাস বা ভাসকো দ্য গামার বহু আগেই আফ্রিকা ভ্রমণ করেছেন চৈনিক রাজদূত শেং হো—পাঁচবার।

দক্ষিণের উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের সাথে উত্তরের শীতল আর্কটিক স্রোতের সঙ্গমস্থলে কত জাহাজের ধ্বংসাবশেষ যে সমুদ্র গর্ভে পড়ে আছে কে বলতে পারে?

হানো আফ্রিকায় গিয়েছিলেন। ফিনিশিয়া এবং কার্থেজ বহুকাল

অবধি জিব্রালটার প্রণালী পাহারা দিয়ে রেখেছিল যাতে অন্য কারো জাহাজ দূরসমুদ্রে যাত্রা করতে না পারে। এভাবে তারা বিভিন্ন জায়গায় তাদের পণ্যের একচ্ছত্র বাজার কায়েম রেখেছিল।

এ-সব আমি সাকিমের কাছে জেনেছি। ওর পাণ্ডিত্য অগাধ, বিজ্ঞানের নানা শাখায় দখল।

ফিলিস্তিনরা, ও জানিয়েছে, পশ্চিমের কোনো এক জায়গা থেকে সমুদ্র পথে পবিত্র ভূমিতে এসেছে। এই পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল তখন মিশরের অধীনে ছিলো। ফিলিস্তিনরা আক্রমণ চালিয়ে দখল করে নেয়। ওদের মাধ্যমেই ওই এলাকার মানুষ প্রথম লোহার ব্যবহার শেখে।

একসময় মানুষের ধারণা ছিলো পৃথিবীটা বুঝি চ্যাপটা, যদিও নাবিকরা এটা কখনোই বিশ্বাস করেনি। সে-কালে কাঁচামাল ছিলো দুষ্প্রাপ্য। সবাই এগুলো সংরক্ষণ করতে চাইতো। তাই স্থলপথে যাতায়াতকারী বণিকেরা যাতে সহজে এর সন্ধান না পায় সে-জন্যে এই রটনা চালু করা হয়েছিল।

খাঁড়ির কাছাকাছি এসে সেই ডুবন্ত জাহাজ আর কুমিরটার কথা স্মরণ হলো। গতযাত্রায় গ্যারি লিনেকারের সাথে এখানে সাক্ষাৎ হয়েছিল আমাদের। ঘটনাটা মনে হতেই একটু দুর্ভাবনায় পড়লাম। এখন যদি জাহাজ নিয়ে ও হাজির হয়, ওর তোপের মুখে অসহায় অবস্থা হবে আমাদের।

বেলাভূমিটা নিচু, বালুময়; জংলাঝোপ আর ছড়ানো-ছিটানো তরুবীথিতে পরিপূর্ণ। উপকূল ধরে বহুদূর অবধি এই পাড় বিস্তৃত… শোনা যায় প্রায় দুশো মাইল, তবে আমার ধারণা অতটা হবে না।

আমরা একটা ভি-আকারের গভীর ইনলেটে আশ্রয় নিলাম। এর

ঠিক উলটোদিকে মূলভূখণ্ডের প্রান্তসীমা, উত্তর থেকে দক্ষিণের ক্ষুদ্র খাঁড়ি পর্যন্ত প্রসারিত। পাড় এখানে বড়জোর একমাইল লম্বা। তীরে নৌকো ভিড়িয়ে আমরা ডাঙায় উঠলাম।

পরবর্তী কয়েকটা দিন ওখানে কাটলো। দূরবর্তী কূলের দিকে নজর রেখেছি সর্বদা, কোনো জাহাজ দেখতে পাইনি। সকলেই উপভোগ করছে এই সাময়িক অবসর-নিবাস। রেবেকাকে নিয়ে রোজ কূল বরাবর হাঁটছি। এখান থেকে যোজনবিস্তৃত জলরাশি দেখা যায়। জোয়ারে কিছু ভেসে এলো কি না সন্ধান করি। একটা ভাঙা লাইফবোটের ভেতর একপেটি উৎকৃষ্ট ব্র্যানডি, একটা ছেঁড়া পাঁল এবং কিছু স্বর্ণমুদ্রা পেয়ে বুঝলাম বহুদিন এ-দিকে ইনডিয়ানদের পদধূলি পড়েনি।

প্রতিদিন আমাদের হতাশা উদ্বেগ বাড়ছে—কোনো জাহাজের দেখা না পেয়ে নীরস ঠেকছে সব কিছু।

এ-বারের যাত্রা কী নিষ্ফলা যাবে? আরো অপেক্ষা করবো, নাকি ফিরে যাবো দুর্গে?

অবশেষে, চব্বিশ দিনের মাথায় জাহাজের দেখা মিললো। বড় জোর একমাইল দূরে রয়েছে, দক্ষিণে যাচ্ছি। দূরবীন দিয়ে আমি আর জেরেমি অনেকক্ষণ পর্যবেক্ষণ করলাম ওটা।

'ব্রিটিশ,' একটুবাদে ও বললো। 'চলো, ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।'

'করবো,' আমি বললাম। 'কিন্তু তুমি, পিম, ও'হারা, ম্যাগিল সামনে এসো না। পিটার আর সাকিম নৌকো নিয়ে কোথাও লুকিয়ে থাকুক। বিল আর গ্রাসকোকে নিয়ে আমি দেখা করবো ওদের সাথে।'

'তোমরা গেলে,' রেবেকা বললো, 'আমরাও আসবো। কিনকে জাহাজের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। আর এই সুযোগে

বিলেতি খাদ্যের স্বাদ নেবো অনেকদিন পর।'

'বেশ,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলাম, 'এসো।'

নানান চিন্তাভাবনা করে আমার ছুটো পিস্তল আর ভোজালিটা বাকস্কিন শার্টের তলায় লুকিয়ে রাখলাম। বন্দুক আর তলোয়ারটা ওপরে রইলো।

বন্দুকের আওয়াজে থেমে গেল জাহাজ, একটা নৌকো নামিয়ে দিলো। বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমরা।

সাতজন রয়েছে নৌকোয়। ওদের নেতা লোকটা লম্বাচওড়া, হাসিখুশি চেহারা। 'কী সৌভাগ্য। এই নির্জন দ্বীপে ইংরেজ! নিশ্চয়ই জাহাজডুবির শিকার।'

'আমাদের ফার আছে, বিক্রি করবো,' নিরুত্তাপ গলায় আমি বললাম। 'আমরা স্বেচ্ছায় এসেছি, আর ফিরবো না।'

'তাই? বেশ তো। ক্যাপটেন তোমাদের নেমন্তন্ন করেছেন জাহাজে—খাওয়াদাওয়া করে ফিরে এসো।' ডানে-বাঁয়ে ফাঁকা বেলাভূমির দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকালো সে। 'একটা জিনিস কিছুতেই আমার মগজে ঢুকছে না, ইংল্যানড ছেড়ে এই জনমানবহীন জায়গায় তোমরা থাকতে চাচ্ছো কেন।'

চারপাশে নজর বোলালো লোকটা। 'তোমাদের কাছে ফার আছে, না? চলো, জাহাজে চলো। ক্যাপটেন কিনবেন। সাপার তৈরি, তোমাদের জন্যে সেরা খাবার রাঁধতে বলেছেন উনি।'

মই বেয়ে ওপরে উঠলাম আমরা। রেইল টপকে আমি ডেকে নামতেই একজন বন্দুকটা নেয়ার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলো। হাসি-মুখে ওর হাত সরিয়ে দিলাম। 'আমার কাছেই থাকুক,' বললাম। 'ডাঙায় ইনডিয়ানরা আছে—তাছাড়া বলা যায় না, জলদস্যুরাও

আসতে পারে।'

এক বিশাল লোক, প্রায় আমার দ্বিগুণ, এগিয়ে এলো। 'জশুয়া, থাক, ওর কাছেই থাক! এখানেও আমাদের মেহমান। অস্ত্র নিজের কাছে রাখতে চাইলে আমার আপত্তি নেই।'

প্রকাণ্ড থাবা বাড়িয়ে দিলো লোকটা। 'উইলসন! ক্যাপটেন ওলডফাসট উইলসন, মাসটার অব দ্য লায়ন! হাউ ডু ইউ ডু?'

'বার্নস,' আমি বললাম। 'এবং এ মিসেস বার্নস। আমরা,' বানিয়ে বললাম, 'এখানে বসতি করেছি। এটা কি রেলিগের জাহাজ?'

'না, আমরা পোর্টসমাউথ থেকে আসলেও এটা রেলিগের নয়—আমার নিজের জাহাজ।' একে একে আমার, হাডসন এবং গ্রাসকোর ওপর চোখ বোলালো সে। 'তোমরা বাসা বেঁধেছো? গ্রেনভিল আর রেলিগের লোকেরা নিখোঁজ হবার পর কেউ এ-দিকে এসেছে বলে শুনিনি তো?'

'আমাদেরটা ছিলো ফ্লেমিশ গ্যালিয়ন...'

পেছনে নড়াচড়ার আভাস পেলাম, তারপর একজন সামনে এসে মুখোমুখি দাঁড়ালো। এমডেন।

'গুল মারছে! ওর নাম ওসমান! অ্যালান ওসমান, রানীর পরোয়ানা ঝুলছে ওর নামে!'

'আচ্ছা আচ্ছা!' কুৎসিত হাসিতে ছেয়ে গেল উইলসনের মুখ। 'আজ না জানি কার মুখ দেখে উঠেছিলাম, স্বয়ং রানীর কাছ থেকে পুরস্কার...'

'ক্যাপটেন?' জশুয়া বললো। 'ওর কাছে নাকি ফার আছে।'

'আ? ফার! বেশ বেশ! উচিত দাম দেবো। আমাদেরকে ফারের হদিস বললে যত্নআত্তি পাবে, আর নয়তো জাহাজের অন্ধ

কূপে বেড়ি পরিয়ে রাখবো। বলো, বাছা, কী চাও?'

'ঠিক আছে,' নিমরাজি হবার ভান করলাম। 'কথা দিচ্ছো তো? ছগাঁট ফার…'

'ছ-য় গাঁট?' লোভে চকচক করে উঠলো ওর চোখ। 'আলবৎ, ভদ্রলোকের একজবান। ছয় বেল ফারের বিনিময়ে আমাদের সেরা কেবিনটা তুমি আর তোমার বউ পাবে। এমনকি ওর জন্যেও সুবন্দোবস্ত হবে।' লিলাকে দেখালো ক্যাপটেন।

'আমাদের আর কোনো উপায় নেই, রেবু,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে আমি বললাম। 'দ্বীপের ও-পাশে একটা নৌকোয় আছে ওগুলো। সঙ্গে কাউকে দিলে আমি…'

'ন্-না, বাছা। তোমাকে কষ্ট দেবো না।' বিল হাডসনের দিকে এক আঙুল তুললো সে। 'ও যাবে। কোনো গোল পাকালে রোজ পঞ্চাশ ঘা চাবুক।'

'না না, আমাকে মেরো না,' ককিয়ে উঠলো বিল। 'এরা লোক ভালো নয়, আমার ঘেন্না ধরে গেছে। তোমরা ভালো খেতে পরতে দিও, আমি ফারের হদিস বাতলে দেবো।'

'জুওয়া,' পেছন ফিরলো উইলসন, 'এদেরকে নিচে নিয়ে যাও। ফার পেলে ভালো, নইলে ওদের চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাবো।'

বন্দুক আর তলোয়ারটা কেড়ে নিলেও ভালোমত তল্লাশি না করায় ভোজালি আর পিস্তলদুটো রয়ে গেল আমার কাছে

পিস্তল তেমন সহজলভ্য জিনিস নয়, ফলে সন্দেহ করেনি, বন্দুক আর তলোয়ার নিয়েই সন্তুষ্ট হয়েছে। মূল কেবিনের অদূরে একটা ছোট্ট কামরায় আমাদের তিনজনকে কয়েদ করলো।

'এখন কী করবেন?' লিলা জিজ্ঞেস করলো। 'এতগুলোর বিরুদ্ধে

একা—গ্রাসকো ছাড়া কেউ নেই সাহায্য করার ?'

'বিলের ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না,' কিনকে কোলে নিয়ে বললো রেবেকা। 'ও কি সত্যিই বেঈমানি করলো ?'

'হ্যাঁ' চেঁচিয়ে বললাম, তারপর নিচু গলায় যোগ করলাম, 'তবে ওকে বিশ্বাস করি আমি।'

'দেখবেন, শেষে যেন আবার···'

'না, লিলা,' আমি বললাম, 'লোক চিনতে আমার বিশেষ ভুল হয় না। তাছাড়া আরো একজনের কথা ভুলে যাচ্ছো কেন—জেরেমি রিং।'

আঠারো

আমার কাছে দুটো পিস্তল আছে। অর্থাৎ, দুটো গুলি—ওগুলো শেষ হয়ে গেলে না মরা পর্যন্ত একমাত্র সম্বল ভোজালি।

বন্দুক, তলোয়ার কোথায় রেখেছে? নিশ্চয়ই মেইন কেবিনে। ওই তলোয়ারটা বাবার স্মৃতিচিহ্ন, যেভাবেই হোক ফিরে পেতে হবে। আপাতত কাজ চালাবার মতো যে-কোনো অস্ত্র হলেই চলবে।

অপরিসর কেবিনের চারপাশে দ্রুত নজর বোলালাম। প্রথম

চোটে কিছু না পেয়ে নিরাশ হলাম না পুরোপুরি, ভালো করে খুঁজে দেখতে বললাম লিলাকে। কারণ, আমার মন বলছে নিশ্চয় কিছু আছে : ওরা তাড়াহুড়ো করে আমাদের রেখে গিয়েছে এখানে, ফলে সম্ভাবনা আছে থাকার।

আলতোভাবে তল্লাশি শুরু করলো সে। বাংক, ছোট্ট কেবিনেটের সব কটা ড্রয়ার আতিপাতি করে খুঁজলো। কমপাস, বাইবেল, নৌবিদ্যা সম্পর্কিত বহু ব্যবহারে জীর্ণ একটা পুস্তিকা, সুঁচ-সুতো··· ব্যাস, আর কিছু নেই।

'লিলা,' বললাম আমি, 'বালিশ।'

ও তাকালো। জাহাজে বালিশ সচরাচর দেখা যায় না, কিন্তু এ-লোক শৌখিন, আরামআয়েস পছন্দ করে। বালিশটা নরম, ক্ষীণ আঁশটে গন্ধ আসছে। সন্দেহ নেই, গাংচিলের পালক দিয়ে ও নিজেই বানিয়েছে।

বালিশের তলায় দেখলো ও, আমি মাথা নেড়ে ইশারায় ওটা ওর মুখের সামনে তুলে ধরতে বললাম। মুহূর্তে আমার মতলব আঁচ করে নিলো লিলা, বালিশটা তুলে নিয়ে হাতের অদূরে ছোট স্ট্যানডের ওপর রাখলো।

জেরেমি রিংয়ের চিন্তাশক্তি প্রখর, অসম্ভব চতুর। নৌকায় আমাদের না দেখে ও সন্দিহান হয়ে উঠবে। সত্যি বলতে কি, আমাদের বাঁচামরা নির্ভর করছে ওর ওপর।

তবে এ-রকম ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় কারো ভরসায় বসে থাকা বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়, নিজেদেরকেই সচেষ্ট হতে হবে। ওলডফাসট উইলসনের হাবভাব ভালো ঠেকেনি আমার।

দুটো গুলি আছে। খারাপ কিছু ঘটলে ও প্রথমটা খাবে। এখুনি

কাউকে দিয়ে দরজাটা খোলাতে হবে আগে. তারপর ওর মনোযোগ যদি আমি অন্যত্র সরিয়ে দিতে পারি, লিলা আর তার বালিশ, হয়তো বাকি কাজ সারতে পারবে।

হত্যা বা হিংসাত্মক কার্যকলাপের প্রতি আগ্রহই যথেষ্ট, আগ্নেয়াস্ত্র কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। মানুষ খুনের অমন কয়েকগণ্ডা প্রক্রিয়া রয়েছে। তবে আমি সে-সব ব্যবহার করতে চাই না। এমনিতেই আমার রাগ প্রচণ্ড, অথচ এটা একটা মারাত্মক দুর্বলতা। তাই ইদানীং নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়াস পাচ্ছি।

ডেক থেকে মাঝেমধ্যে মাল্লাদের পদশব্দ ভেসে আসছে। রেবেকা আমার হাত চেপে ধরলো। 'অ্যালান, ভীষণ ভয় করছে ?'

'জেরেমির ওপর ভরসা রাখো,' বললাম। 'আমাদের কিছু লড়ুয়ে লোক ডাঙায় রয়েছে। ওরা ব্যর্থ হলে, নিজেরাই চেষ্টা করবো।'

অপেক্ষার মুহূর্তগুলো ভয়ানক দুঃসহ হয়। কিনকে বাংকে শুইয়ে দিলো রেবেকা, বেশ খুশি খুশি লাগছে ওকে—শিশুদের এই এক মস্ত সুবিধে, উৎকণ্ঠায় ভোগে না।

অনেকক্ষণ বাদে একজোড়া পায়ের আওয়াজ পেলাম, ক্রমশ এগিয়ে আসছে। দরজা খুলে জশুয়া ভেতরে ঢুকলো, হাতে উদ্যত পিস্তল। 'ক্যাপটেন জিজ্ঞেস করলেন জায়গাটা কোথায়? ওদের ফিরতে এত দেরি হচ্ছে কেন?'

'দ্বীপের ও-প্রান্তে,' লিলার থেকে দূরবর্তী পাল্লাটার দিকে সরে গেলাম, 'প্রায় একমাইল, জানোই তো, বালুতে আস্তে হাঁটতে হয়। যাওয়া-আসায় দুমাইল। নৌকো থেকে ফার নামিয়ে বয়ে আনতে হবে। ছগাঁট, প্রতি গাঁটে—তা কমপক্ষে দুজন তো লাগবেই।'

কপাটে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালাম যাতে আমার মুখোমুখি হতে গিয়ে লিলার দিকে জশুয়াকে পেছন ফিরতে হয়। পিস্তলটা সরাসরি আমার পানে তাক করা, এই দূরত্বে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার প্রশ্নই ওঠে না। লিলাকে ইতস্তত করতে দেখে আচমকা বললাম, 'ঝটপট কাজ সেরে ফেলা উচিত!'

কথাটা শেষ করেই চকিতে থাবা বসালাম পিস্তলের নলে, লিলা বালিশ দিয়ে ওর মুখ চেপে ধরলো—যদিও আশানুযায়ী ফল পেলাম না।

তাড়াহুড়োয় পিস্তলের নলের সাথে আমার হাত ঠিকমত সংযোগ হলো না, বডিলাইন থেকে সামান্য সরিয়ে দিলো মাত্র। লিলা বালিশের সাহায্যে জশুয়ার মুখ চেপে ধরে হ্যাঁচকা টান মারলো পেছনে। বেসামাল হয়ে পড়লো দস্যু, আমার চোখের পাশ দিয়ে গুলি বেরিয়ে গেল, গালে ভ্রূতে গরম ছ্যাঁকা অনুভব করলাম। এ-বার লিলা দৃঢ়ভাবে জাপটে ধরলো ওকে, পিস্তল বাজেয়াফত করলাম আমি।

হুপদাপ শব্দ হচ্ছে ডেকে, কেউ ছুটে আসছে, জশুয়াকে পাশ কাটালাম। কিনকে কোলে তুলে নিয়ে রেবেকা অনুসরণ করলো। অচেতন মাল্লাকে ছেড়ে দিলো লিলা, ওর কাটল্যাসখানা ছিনিয়ে নিলো। প্যাসেজের শেষ-প্রান্তে পৌঁছে রেবেকা ঝট করে মেইন কেবিনের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল। আমি ডেকের দিকে মুখ করে দাঁড়ালাম, একজন লোক ছোরা বাগিয়ে তেড়ে এলো।

সরু প্যাসেজ, ব্যবধান কমে আসতেই গুলি করলাম। একটা গর্ত সৃষ্টি হলো বুকের বাঁদিকে, থমকে গেল, তারপর চোখ উলটে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। খালি পিস্তলটা কটিবন্ধে গুঁজে রেখে কাটল্যাস

নিয়ে ডেকে বেরিয়ে এলাম।

সামনে জনাবারো লোক, ওদের মাঝে উইলসন নেই। আমার কাছে কাটল্যাস আর একটা পিস্তল রয়েছে। লিলা পাশে এসে দাঁড়ালো, হাতে কাটল্যাস।

'ফেলে দাও!' দশাসই চেহারা, মুখে কালো দাড়ি, নাকটা শকুনের ঠোঁটের মতো বাঁকা। 'ওই একটা ছুরি দিয়ে কিস্সু করতে পারবে না!'

যুদ্ধের নানা কৌশল: কখনো কখনো প্রথম সুযোগেই ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়, আবার অনেকক্ষেত্রে ছলছুতোয় কালহরণ করতে হয়। ওরা আমাদের কাবু করে ফেলার আগে হয়তো আমরা ওদের তিন-চারজনকে ঘায়েল করতে পারবো। কিন্তু পেছনে রয়েছে রেবেকা আর কিন—ওদের কথা ভাবতে হবে।

'জশুয়া মারা গেছে,' বললাম। 'ইতিমধ্যে তোমাদের সঙ্গীরা মরে না থাকলে বন্দী হয়েছে। ডাঙায় দুডজন লোক আছে আমার। এবং ওদের সাথে আছে শখানেক ইনডিয়ান বন্ধু। ভালো চাও তো একটা ডিঙি দাও, চুপচাপ চলে যাবো। আর গোল পাকালে ইনডিয়ানদের হাতে তুলে দেবো।'

'ক্যাপটেন?' ডাক দিলো কালোদেড়ে। 'ক্যাপটেন উইলসন?'

ও আমার কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে আছে। অন্ধকার সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাসের মতো ভয়ের হিমশীতল স্রোত বয়ে গেল আমার শরীরে। উইলসন পেছনে রয়েছে, মেইন কেবিনে।

সটান দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু মনে চাপা ভয়। পেছনে রেবেকা আর কিন রয়েছে, ওদের পেছনে ক্যাপটেন উইলসন। কিন্তু তাকাবার উপায় নেই—তাহলে সব হারাবো।

'ওকে ডাক দিয়ে লাভ নেই,' বললাম। 'বাঁচতে চাইলে একটা ডিঙি নামিয়ে দাও পানিতে। আর' —যোগ করলাম— 'লিলার সঙ্গে কারো লড়াইয়ের সাধ থাকলে সে-চিন্তা বাদ দাও। ও তোমাদের যে-কোনো দুজনের চেয়ে শক্তিশালী। তাছাড়া অস্ত্র আছে, একাই চারজনকে সামলাতে পারবে।'

'পাঁচজন,' নিরাসক্ত গলায় বললো লিলা। 'বাকিগুলোকে আপনি সামলাবেন।'

বেশি চিন্তাভাবনা করলে মাথা গুলিয়ে যায়, লোপ পায় কাজের ক্ষমতা। সন্দেহের বীজ ঢুকেছে ওদের মনে, দোটানায় পড়েছে।

জশুয়া মৃত···ক্যাপটেন উইলসন কোথায়? ডাঙায় ইনডিয়ানরা রয়েছে, নৌকোর মাল্লারা এতক্ষণে হয় নিকেশ বা বন্দী হয়েছে। দুটো ছোরা আর একটা পিস্তলের মুখোমুখি পড়েছে ওরা—এই দূরত্বে লড়াই বাধার আগেই কমপক্ষে একজনকে মরতে হবে।

ইতস্তত করতে গিয়ে ওরা নিজেদের প্রাধান্য হাতছাড়া করলো। লিলাকে নিয়ে আমি দ্রুত এগিয়ে গেলাম, ওরা সভয়ে পিছিয়ে গেল। ওদের নেতৃত্বে কেউ নেই, প্রত্যেকেই অন্যের নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে, অথচ আমাদের পেছনের কেবিন থেকে কোনো হুকুম আসছে না।

আতঙ্কে আমার হৃদকম্প উপস্থিত, তবু পেছনে তাকিয়ে নিজের প্রাধান্যটুকু খোয়াতে চাইলাম না। ডাঙায় কী হচ্ছে জানি না। রেবেকা বা আমার শিশুপুত্রের খবর নেবারও কোনো উপায় নেই আপাতত।

হঠাৎ পেছনে একটা সচিৎকার সংঘর্ষের আওয়াজ পেলাম, জাহাজের গায়ে একটা নৌকো ধাক্কা খেলো, উইলসনের লোকেরা হক-

চকিয়ে গেল, আধপাক ঘুরে কেবিনের দিকে যেতে নিলো।

চকিতে সব চেয়ে কাছের লোকটাকে লক্ষ্য করে কাটল্যাস চালালাম। ও এড়াতে চেষ্টা করলো, ত্বরিৎ প্রতিক্রিয়ার অভাবে পুরোপুরি সক্ষম হলো না। ছুরিটা ওর উরুতে দুইনচি ঢুকে গেল। একটানে বের করে নিয়ে পাশের জনকে আক্রমণ করলাম। পেছুতে গিয়ে আরেকজনের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো সে।

আচমকা রেইল টপকে লোকজন উঠে এলো। সবার আগে জেরেমি রিং, হাতে খাপমুক্ত তলোয়ার। জাহাজের মাল্লারা হামলার আশঙ্কা করেনি, ফলে ওদের কাছে কোনো আগ্নেয়াস্ত্র নেই। অন্যদিকে আমার সঙ্গীরা পিস্তল নিয়ে এসেছে।

পেছন থেকে একটা আর্তচিৎকার ভেসে এলো, লাটিমের মতো ঘুরেই মেইন কেবিন লক্ষ্য করে দৌড় দিলাম। হাট হয়ে আছে দরজাটা, টেবিলের পেছনে রেবেকা দাঁড়িয়ে, কোলে কিন। মরার মতো ফ্যাকাসে চেহারা, চোখদুটো বিস্ফারিত, ঠাণ্ডা। সামনে ওলডফাসট উইলসন।

ঘামে চকচক করছে মুখ, শার্ট ভেজা, ঘরে ব্র্যানডির কটু গন্ধ ভাসছে।

'তোকে খুন করবো আমি, তোকে....।'

আসার সময় পিস্তলটা কোমরে গুঁজে রেখেছিলাম ছোরার অগ্রভাগটা নামানো রয়েছে। কল্পনাও করিনি অমন দশাসই শরীরে চিতার ক্ষিপ্রতা থাকতে পারে কারো—অথচ তাই ঘটলো। ঝটিতি আধপাক ঘুরে হাতে-ধরা টেলিস্কোপটা ছুঁড়ে মারলো।

আঙুলের গিঁটে আঘাত করলো ওটা, হাত থেকে ছোরাটা খসে পড়লো। তড়াক করে এগিয়ে এলো সে, সপাটে দুহাতে ওর মুখে

ঘুসি হাঁকালাম।

রক্তের বান ডাকলো, পরমুহূর্তে বিশাল দুবাহুতে বন্দী করলো আমাকে। 'এবার!' হাঁ করে শ্বাস টানলো, 'এবার তোর কোমর ভেঙে দেবো।'

দেখতে হোঁদল কুঁতকুঁত হলে কী হবে, অসুরের শক্তি ধরে। মরিয়া হয়ে একের পর এক হুক করতে লাগলাম, প্রতিটা আঘাতে কেঁপে কেঁপে উঠলো ওর শরীর, কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হলো না—ক্রমশ চাপ বাড়িয়ে চললো। সারা গায়ে অসহ্য যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ছে। কবজা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলাম, পারলাম না। অনুভব করলাম আমার দম ফুরিয়ে আসছে। ওর দেহের সমস্ত ভর এখন আমার ওপরে। হাঁ করে নিশ্বাস নিচ্ছে, কশা বেয়ে রক্ত পড়ছে।

ওর গাল খামচে ধরলাম, লতির নিচে নরম মাংসের ভেতরে আঙুল ঢুকিয়ে সজোরে চাড় দিলাম। একটা কিছু ভেঙে বেরিয়ে আসতে নিলো, আর্তরব করে উঠলো সে। শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলাম ওকে, তারপর চোয়াল বরাবর ডান-হাতে আপারকাট ঝাড়লাম।

ওর মাথা হেলে পড়লো পেছনে, কিন্তু ভয়ে পাগলের মতো সপাটে গায়ে-মুখে মেরে চললাম। ওই প্রকাণ্ড বপুতে আঘাত করা অর্থহীন। আটা বোঝাই চামড়ার বস্তায় ঘুসি প্র্যাকটিসের শামিল। তাই এক-নাগাড়ে মুখে মারতে লাগলাম, ও পড়ে গেল, দরজার খিল ধরে টলতে লাগলাম আমি।

আমার হাত চেপে ধরলো কেউ, ছাড়িয়ে নিয়ে পেছন ফিরতেই জেরেমির মুখোমুখি হলাম।

'সব খবর ভালো,' বললো সে। 'জাহাজ এখন আমাদের দখলে।'

পরবর্তী দুহপ্তাতেও রেবেকা বা জন টিলির দেখা পেলাম না। আর বসে থাকা অর্থহীন, আমরা নৌকো নিয়ে উজানে যাত্রা করলাম। এই নদীটা আমাদের পূর্ববর্তী রুটের কিছুটা দক্ষিণে সাগরে মিশেছে।

পথে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এলো। কয়েকদিন রইলো অসুখ। মাঝে-মধ্যে তীরে নেমে বিশ্রাম নিচ্ছি আমরা, তবে অধিকাংশ সময় কাটছে দাঁড় বেয়ে। রেবেকা সর্বক্ষণ আমার পাশে পাশে থাকছে, আদেশ-নির্দেশ ও-ই দিচ্ছে। এ-সব ব্যাপারে ওর অভিজ্ঞতা আছে, তাই আমার অসুস্থতায় নেতৃত্বের ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছে।

বাপের সাহচর্যে বহু কিছু শিখেছে ও, নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা বুঝেছে।

তো এভাবে চললো, জ্বর আর কাঁপুনি, কাঁপুনি আর জ্বর। আমি সেরে ওঠার আগেই বিছানা নিলো বিল হাডসন। অসুখের ধরনটা সাকিম চিনতে পেরেছে, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশে এর প্রকোপ বেশি বলে জানালো।

ক্রস ক্রীক নামে এক জায়গায় থেমে আমরা দিনকয়েক বিশ্রাম নিলাম। অনেকগুলো ট্রেডরুট মিলিত হয়েছে এখানে। তবে আমাদের অবস্থানকালে কোনো ইনডিয়ান আসেনি, আর এলেও এড়িয়ে গিয়েছে।

ভুট্টা আর শুকনো পীচ ফলের মিশ্রণে একদিন লিলা একটা স্টু বানালো—কাতাওবাদের কাছে শিখেছে। কেন ও'হারা মোষ শিকার করলো। জেরেমি মারলো একটা হরিণ। এতবড় হরিণ ইতিপূর্বে

দেখিনি, চমৎকার বাঁকানো ডালপালাময় শিং।

অবশেষে সুস্থ হয়ে উঠলাম, তবে এখনো দুর্বল। রোজ এক পা-দুপা করে হাঁটতে চেষ্টা করছি। শস্য, ঘাঁটি সম্বন্ধে উদ্বেগের ভেতর রয়েছি। স্লেটার আর কুইলেরও নিশ্চয় একই অবস্থা, আমাদের ফেরার নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গিয়েছে।

আর অপেক্ষা করতে রাজি হলাম না, যাত্রার আয়োজন শুরু করলাম। রওনা দেবো এমন সময় বন থেকে চারজন ইনডিয়ান বেরিয়ে এসে তাকালো আমাদের দিকে। একজনের চেহারা খুব পরিচিত ঠেকলো।

'পোটাকা!' ডাক দিলাম।

জলে নেমে আমার দিকে ছুটে এলো সে, সামনে দুহাত বাড়ানো। 'ওসমান, না!'

দুহাতে গানল চেপে ধরলো ইনো। 'কোথায় যাচ্ছো, বন্ধু?'

'কাতাওবাদের দেশে,' জবাব দিলাম। 'আমরা এখন ওখানে থাকি। ভবিষ্যতে নীলগিরি পেরুনোর ইচ্ছা আছে।'

'আহ? তুমি এখনো সেই পাহাড়-পাগলাটি রয়ে গেছো, ওসমান। আমরাও হাত লাগাচ্ছি। কাতাওবারা আমাদের বন্ধু।'

আরো চারজন দাঁড়ি পেয়ে আমাদের গতি বেড়ে গেল, দেখতে দেখতে আগের জায়গায় পৌছে গেলাম। রীড ঝোপের ভেতরে আবার লুকিয়ে ফেললাম ওগুলো। প্রতিটা নৌকোয় অল্পস্বল্প পানি রেখে দিলাম যাতে খরায় পাটাতন বেঁকে না যায়। তারপর মালপত্র নিয়ে হাঁটাপথে দুর্গাভিমুখে রওনা হলাম। এখান থেকে পৌছুতে বেশি সময় লাগবে না, এই নদীটা কাতাওবাদের গাঁয়ের প্রায় লাগোয়া।

প্রথম রাতে পোটাকা দেখা করলো আমার সাথে, চিন্তাচ্ছন্ন মুখ। 'এই পথে অনেক যোদ্ধা গেছে,' ও বললো।

'কারা ?'

'টাসকারোরা…প্রায় তিরিশজন…কোনো নারী বা শিশু নেই।' অর্থাৎ ওঅর পার্টি…আমাদের কেল্লার দিকে যাচ্ছে।

'কবে ?'

'বোধ হয় চারদিন আগে। তিনদিনও হতে পারে।'

দুঃসংবাদ। সচরাচর একটা ওঅর পার্টি যে-গতিতে এগোয়, তাতে অন্তত দুদিন আগে দুর্গ-এলাকায় পৌঁছে গিয়েছে।

চারজন ইনো জঙ্গলের ভেতর ছড়িয়ে পড়লো। ওরা লড়তে জানে, এবং প্রয়োজনে লড়বেও, কিন্তু টাসকারোরা বা কাতাওবাদের মতো লড়াকু নয়। ফিরে এসে কোনো সন্তোষজনক খবর দিতে পারলো না।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললাম। ধীরে ধীরে আমার বল ফিরে আসছে, বিল হাডসনও এখন হাঁটতে পারে, তবে ও বা ফিচ কেউই সম্পূর্ণ সুস্থ নয়। সতর্কভাবে এগোচ্ছি যাতে আচমকা ওঅর পার্টির সামনে পড়ে না যাই।

দ্রুত এগোতে ইচ্ছে করছে আমার, কিন্তু এ-রকম সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায় স্ত্রীপুত্রকে ফেলে যেতে সাহস হচ্ছে না। আমরা কাছাকাছি থাকছি সর্বদা, সামনে-পেছনে ইনোরা পাহারায় রয়েছে।

সময় আমাকে পাহাড়িয়াতে পরিণত করেছে, জেরেমির অবস্থাও তাই। লনডনের এক অখ্যাত পানশালায় একদা যে-তরুণের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, আজ সে ইনডিয়ানদের মতো বাকস্কিন পরে। সেই

টুপিটা আর নেই, তার জায়গায় শোভা পাচ্ছে চামড়ার টুপি, বুটের বদলে পায়ে উঠেছে মোকাসিন। কেন ও'হারা পুরোদস্তুর পাহাড়ের লোক বনে গিয়েছে, অন্যরাও পিছিয়ে নেই।

হঠাৎ বন শেষ হয়ে গেল, সামনেই কেল্লা, পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছে, তবে ছাই হয়নি।

'কেন? ব্যারি? তোমরা আমার স্ত্রীর সাথে থাকো।' পিম, জেরেমি, গ্লাসকো আর আমি বন্দুকহাতে অর্ধাবৃত্তাকারে এগিয়ে গেলাম।

সাকিম আর পিটার পেছন দিক সামলাচ্ছে, ইনডিয়ানরা ছড়িয়ে পড়েছে দুপাশে।

কেল্লার ভেতরে কোনো সাড়াশব্দ নেই।

কোনো অভ্যর্থনা নেই···কেবল সীমাহীন নীরবতা আর হু-হু বাতাস।

বাতাসে নুয়ে পড়েছে ঘাস, গাছের পাতা কাঁপছে। প্রতি কদমে আমি এগিয়ে যাচ্ছি···কীসের দিকে?

ফটক খোলা, হুড়কোটা ভেতরে ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে। প্রাকারের ঘুলঘুলিগুলোর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম, নড়াচড়ার আভাস পেলাম না। ফটকের পানে এগিয়ে গেলাম আমরা।

'সাকিম? ফিচ? বাইরে থাকো। জঙ্গলের ওপর নজর রাখো। আমি ভেতরে যাচ্ছি।

'পিম, বিলকে নিয়ে একমিনিট পরে এসো তুমি।'

বন্দুক উঁচিয়ে ভেতরে পা রাখলাম। থমথমে পরিবেশ। ভয়ঙ্কর নীরবতা গ্রাস করেছে বিলীয়মান অপরাহ্নকে। আমাদের কেবিনের দোরগোড়ায় একজন পড়ে আছে।

উলঙ্গ খুলি …মৃত। কয়েকদিনের পুরোনো লাশ, তবে আবহাওয়া ঠাণ্ডা বলে পচন ধরেনি।

ম্যাট স্লেটার।

এ-দেশটার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল ম্যাট, স্বপ্নের নীড়ের সন্ধান পেয়েছিল। ভোগে এলো না—একবর্গমাইল আবাদি খেতের বিনিময়ে আশ্রয় পেলো ছফুট বাই তিনফুটের এক চিলতে জমিতে।

কুইলের কোনো চিহ্ন নেই।

'ছড়িয়ে পড়ো,' নির্দেশ দিলাম, 'কুইলকে খুঁজে বের করা চাই।'

'ও হয়তো বন্দী হয়েছে।'

'সে-ক্ষেত্রে,' আমি বললাম, 'উদ্ধার করবো।'

সবগুলো কেবিন লুণ্ঠিত হয়েছে। মই বেয়ে কারনিসে উঠে কয়েক জায়গায় রক্তের ছোপ দেখতে পেলাম। ব্লকহাউসের মইটা তুলে নেয়া হয়েছে। এর অর্থ, ভেতরে কেউ প্রতিরোধ ব্যূহ গড়ে তুলেছিল।

দরজাটা আস্তে ঠেলতে গিয়ে বুঝলাম ভারি কাঠ চাপানো আছে। কোনোমতে ফাঁকের ভেতরে হাত গলিয়ে কাঠটা সরিয়ে ফেললাম।

জন কুইল দরজার দিকে মুখ করে বসে, বুকের কাছে ঝুলে পড়েছে মাথা, বন্দুকটা কোলের ওপর আড়াআড়িভাবে রাখা। আরো আটটা বন্দুক রয়েছে ঘরে, ঘুলঘুলি এবং দরজার আশপাশে।

হাঁটু গেড়ে বসে ওর হাত স্পর্শ করলাম।

ঘাড় ফিরিয়ে পরমুহূর্তে বললাম, 'সাকিমকে আসতে বলো! ও বেঁচে আছে!'

উনিশ

ম্যাট স্লেটারকে তার প্রিয়ভূমিতে আমরা কবর দিলাম। একটা ফলগাছ রোপন করলাম ওর শিয়রে। ফসল ফলাতে গিয়ে আত্মবিসর্জন দিয়েছে ও, জীবনের বহু সোনালি মুহূর্ত কাটিয়েছে ভরাসূর্যে পাকা গমের শীষ দেখে—তাই ওকে এমন জায়গায় কবর দিলাম যেখানে ঋতুবৈচিত্র্যের ছোঁয়া লাগে, ওর রক্তে উর্বর হয়ে ওঠে মাটি। একটা সাদামাঠা ফলক স্থাপন করলাম কবরে।

এখানে শুয়ে আছে

প্রকৃতি প্রেমিক মানবদরদী
ম্যাট স্লেটার
১৫৭০—১৬০২

মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল জন কুইল, সেরে উঠলো। ওর মুখেই জানলাম সব ঘটনা।

ওরা আক্রমণ করেছিল ভোরের দিকে, আকস্মিক ভাবে। কেল্লায়

এক কাতাওবা মাংস আনছিল, প্রথমে তাকে হত্যা করে। ভেতরে ঢুকে পড়ার আগেই বন্ধ করে দেয়া হয় ফটক।

তারপর শুরু হয় অসমলড়াই। তিরিশজনের বিপক্ষে দুজন। কাতাওবা যোদ্ধারা গাঁয়ে ছিলো না, দূরে শিকারে গিয়েছিল, তবে বুড়োবুড়িরা লড়েছে। ম্যাট স্লেটার আর জন কুইল রক্ষা করেছে দুর্গ।

সূর্যাস্তের পর দেয়াল টপকে ওরা ভেতরে ঢুকে পড়ে। চারজনের সঙ্গে লড়তে গিয়ে স্লেটার নিহত হয়, কুইল পিছু হটে ব্লকহাউসে আশ্রয় নেয়। ইতিপূর্বে ওখানে ওরা বাফারস্টক গড়ে তুলেছিল। সেই রাতটা এবং পরের দিন একা লড়েছে সে। ব্লকহাউসে আগুন ধরাতে চেয়েছিল ওরা, সাম্প্রতিক বৃষ্টির কারণে কাঠ ভেজা থাকায় পারেনি।

'ছটাকে খতম করেছি,' বললো কুইল। 'রণে ভঙ্গ দেবার সময় একজন আমাকে ওদের দলে যোগ দিতে অনুরোধ জানায়। লোকটা ইংরেজিতে কথা বলছিল। ও বলছিল আমি নাকি বড় যোদ্ধা…' আমার পানে তাকালো কুইল। 'ক্যাপটেন, আমি একজন চাষী বৈ কিছু নই। জীবনে এই একটাই স্বপ্ন। বেচারা ম্যাট, পেয়েও সব কিছু হারালো।'

'হারায়নি,' আমি বললাম। 'মরার আগে ওর স্বপ্ন সফল হয়েছে। ওর আত্মা সেই স্মৃতি নিয়ে গেছে। কেউ সেটা ছিনিয়ে নিতে পারবে না।'

'ও সাহসী লোক ছিলো। তোমার মতোই, জন,' শান্ত গলায় বললো রেবেকা। 'দেশের উন্নতি করতে এ-রকম কর্মিহাতের প্রয়োজন। ঈশ্বর করুন, আমরা যেন সর্বদা এমন লোকজন পাই আমাদের

মাঝে।'

'ঠিক বলেছো,' বললাম। 'অবিশ্বাসী, নিন্দুকের দাম নেই। ওদের নামে কেউ কখনো স্মৃতিস্তম্ভ বা কবিতা উৎসর্গ করে না।'

আবার পুরোদমে কাজ শুরু হলো। স্লেটারের খেতের দায়িত্ব নিলাম আমি। মৃত্যুর আগে সুন্দরভাবে কর্ষণ করায়, অসম্পূর্ণ কাজ এগিয়ে নিতে কোনো কষ্ট হলো না।

পরিবেশের সাথে নিজেদের চমৎকার মানিয়ে নিচ্ছি আমরা। মানুষের সভ্যতা খুব বেশি দিনের নয়, অল্প সময়ে আদিম জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে সে। কাতাওবারা এতে সহায়তা করছে আমাদের। এক ইনডিয়ান মেয়েকে বিয়ে করেছে পিটার ফিচ। মেয়েটা বেশ লম্বা-চওড়া, চারটে ভাই, প্রত্যেকেই নামী যোদ্ধা।

আমরা প্রায়ই দূরবর্তী পাহাড়পর্বতে যাই। বন্দুকে টিপ থাকলে ওখানে মাংস সহজলভ্য, খিদেয় কষ্ট পেতে হয় না।

একদিন কেন ও'হারা কিছু দিনের ছুটি নিয়ে ঘুরতে বেরোলো। যাবার সময় ওর বন্দুকটা সঙ্গে নিলো। অনেকেই বললো আর ফিরে আসবে না সে, আমি এতে একমত হতে পারলাম না। তবু মেয়েদের দুশ্চিন্তা কাটলো না।

বেশ কহপ্তা পর ও ফিরে এলো। পাহাড়ী ঢাল বেয়ে স্বচ্ছন্দে নেমে এলো ও'হারা। দেখলাম, ও একা নয়—পেছনে আরেকজন আছে। ফ্লোরিডার বসতি থেকে একটা স্প্যানিশ মেয়েকে নিয়ে এসেছে।

'কেন,' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ও স্বেচ্ছায় এসেছে?'

'হ্যাঁ,' ও'হারা জবাব দিলো, 'তুমি জিজ্ঞেস করে দেখতে

পারো। আমি মাংস নিয়ে ওদের শহরে গিয়েছিলাম। ভাষাটাও জানি এক-আধটু। ওদের বেশ কিছু বন্য ঘোড়া পোষ মানিয়ে দিয়েছি…'

'ঘোড়া?'

'হ্যাঁ, ওদের ঘোড়া আছে। চেয়েছিলাম কয়েকটা, বিনিময়ে দেবার মতো কিছু ছিলো না বলে রাজি হয়নি। শেষ দিকে আমাকে সন্দেহ করতে শুরু করে, এক মারগারিটা ছাড়া কেউ বিশ্বাস করেনি। তারপর যখন চলে এলাম ও যোগ দিলো এসে।'

রেবেকার পানে তাকিয়ে কেন হাসলো। 'আমরা বেআইনি কিছু করিনি, ম্যাম। পথে এক ইনডিয়ান গাঁয়ে থেমেছিলাম। ওখানে একজন আইরিশ পাদ্রি ছিলো, সে আমাদের বিয়ে পড়িয়েছে।'

'ওর বাপ-মা?'

'পাদ্রির মারফত খবর পাঠিয়েছি। ওর বাবাকে ছাড়া বিয়ে পড়াতে চাইছিল না, পেটে পিস্তল ধরে রাজি করিয়েছি। তার ওপর আবার হুমকি দিয়েছিলাম, রাজি না হলে ইনডিয়ান মতে বিয়ে করবো।'

পরের বছর আবার নদীর ভাটিতে রওনা হলাম। এ-বার সবাই যাচ্ছে। কিন এখন হাঁটতে পারে, রেবেকার কোলে রয়েছে ব্রায়ান—ওর নানার সাথে মিলিয়ে নাম রেখেছি।

কিন কোলে চড়তে রাজি নয়, নিজের বোঝা ও নিজেই বইবে বলে জেদ ধরাতে ওর জন্যেও একটা ছোট্ট পোঁটলা বানিয়ে দিয়েছি।

একটা নৌকো সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে গিয়েছে, বাকি দুটোকে সামান্য মেরামত করে নিয়েছি। মোট বইবার ভেলা বানিয়েছি

একটা, প্রচুর ফার ছাড়াও মুক্তো রয়েছে আমাদের সঙ্গে। বেশির ভাগই ইনডিয়ানদের সাথে বিনিময়-সূত্রে পাওয়া। চিরোকী, শ্যনী আর টাসকারোরা গোত্রের সঙ্গে আমাদের বারকয়েক যুদ্ধ হয়েছে। বহুকাল আগে পাহাড়ের ও-পাশে এক নদীর পাড়ে শেতাঙ্গ-দের বসতি ছিলো, এক ধৃত শ্যনীর মুখে শুনেছি। শ্যনী আর চিরোকীদের সাথে হরহামেশা যুদ্ধ হতো ওদের। পরে চিরো-কীরা দক্ষিণে চলে আসে। কিন্তু ওই বসতি শেষ-পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যায়, তবে ওদের কিছু মেয়েকে ইনডিয়ান পুরুষেরা রেখে দেয়। এবং মুষ্টিমেয় যে-কজন পালিয়ে রক্ষা পেয়েছিল, তারা শ্যনীদের সঙ্গে বাস করতে শুরু করে।

সে এক লম্বা কাহিনী। এ-রকম আরো আছে। আমাদের আগে এই দেশে যে-সব শেতাঙ্গ এসেছিল তাদের ব্যাপারে উড়ো উড়ো কথা এ-পর্যন্ত অনেক শুনেছি।

খাঁড়িতে পৌঁছে দেখলাম একটা ক্যানো এগিয়ে আসছে। দাঁড় বাইছে পোটাকা। ওর সঙ্গে অদ্ভুত চেহারার এক জীবৎ রয়েছে— লম্বা হাড্ডিসার একজন মানুষ, মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল। লোকটা বারবার 'অ্যালান, অ্যালান' বলে বিড়বিড় করছে। ওকে চিনতে পারলাম : জাগো, আয়াকসে আমাদের সঙ্গে ছিলো।

কয়েকমাস আগে জঙ্গল থেকে ইনডিয়ানরা অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করেছে। পাগলের চিকিৎসা করেছে, অনর্গল প্রলাপ বকায় ওকে সে-রকমই ঠাউরেছিল ওরা।

'জাগো, আমি অ্যালান,' বললাম।

'তোমাকে খুঁজতে বলেছিলে,' এইটুকু বলে সে চুপ করলো।

সন্দেহ নেই ও নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করেছে, সারা গায়ে নির্যাতনের ছাপ, খুব সম্ভব ইনডিয়ানদের কীর্তি। ভাসা ভাসা দু-একটা মন্তব্য থেকে মনে হলো টাস-কারোরাদের হাতে পড়েছিল···অবশ্যি সবই নিছক অনুমান।

আস্তে আস্তে সেরে উঠতে লাগলো ও। চিরকাল কঠোর পরিশ্রমী, এখনো তার ব্যতিক্রম হলো না। একটু একটু করে আমরা জানলাম সব। ইনডিয়ানরা ওদের জাহাজ আক্রমণ করেছিল। ও-সহ কয়েকজন মাল্লা পালিয়ে যায়। ডাঙায় পথ হারিয়ে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সে। সেই থেকে বনে বনে ঘুরেছে, ইনডিয়ানদের কবলে পড়ার আগে পর্যন্ত বাদাম, লতাপাতা খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করেছে। তবে কীভাবে পালিয়েছিল, সে-কথা মনে করতে পারলো না।

তিন হপ্তা অপেক্ষা করেও জাহাজের দেখা পেলাম না। বেলাভূমিতে আমাদের স্বল্পকালীন ছুটি উপভোগ করছি পুরোমাত্রায়। সামুদ্রিক খাদ্যের স্বাদ পেয়ে মুখের রুচি ফিরেছে।

আমার ধারণা সব চেয়ে খুশি হয়েছে কিন। খোলা আকাশের নিচে রৌদ্রস্নাত সৈকতে ছুটোছুটি করে বেড়ায়। ওর গায়ের রং ইনডিয়ানদের মতো বাদামি। বয়সের তুলনায় লম্বা, আর ভারিক্কি।

চোদ্দতম দিনে একটা মাস্তুল চোখে পড়লো, কিন্তু পাশ কাটিয়ে চলে গেল। এর কদিন পর আরেকটা দেখতে পেলাম। সতর্কভাবে এগিয়ে এলো জাহাজটা, দুরবীন দিয়ে দেখলাম ডেকে একজনকে দাঁড়িয়ে, সেও স্পাইগ্লাসের সাহায্যে দেখছে আমাদের। বাঁও মাপলো লোকটা, তারপর নোঙর ফেলে একটা বোট নামিয়ে দিলো।

জন-পাঁচেক লোক চাপলো ডিঙিতে, কূলের কাছাকাছি এসে

আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে একজন হাত নাড়লো।

জন পাইক। নিউফাউনডল্যানড থেকে রেলিগের দেশে আসার সময় আমরা একটা ফ্লেমিশ জলদস্যু জাহাজের মুখোমুখি হয়েছিলাম। লড়াইতে ওরা হেরে যায়। পাইক ছিলো আয়াকসের মাল্লা। ঝানু নাবিক, কপালের ফেরে দস্যুজাহাজে চাকরি নিতে হয়েছিল। ফ্লেমিশ জাহাজটা ওকে দান করে দিয়েছিলাম।

তীরে পৌঁছে লাফিয়ে ডাঙায় নামলো সে, ছোট ছোট ঢেউ ভেঙে দৌড়ে এলো আমাদের দিকে, আনন্দে জ্বলজ্বল করছে মুখ। 'অ্যালান! ম্যাম! উফ, কদ্দিন পর দেখা!'

স্বাগত জানালাম ওকে। ওয়াইন আর চোলাই আনতে ডিঙিটা ফেরত পাঠালো ও।

'বেশ ভালো যাচ্ছে ব্যবসা,' কিছুক্ষণ পর বললো পাইক। 'রেবেকার শেয়ার কিনেছি, আরো একটা জাহাজ আছে।'

ব্রায়ানকে কোলে তুলে নিলো। 'অ্যালান, বাচ্চাদের লনডনে স্কুলে পাঠাতে চাইলে আমাকে দিয়ে দাও। নিজের ছেলের মতো করে মানুষ করবো ওদের।'

পাইক যে ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলেছে তাতে সন্দেহ নেই। পাঁড় ব্যবসায়ী, তবে রোমাঞ্চপ্রিয়তা অটুট রয়েছে। কিন্তু ওর বোঝা উচিত ছিলো নিজের সন্তানদের নিয়ে ও-রকম কিছু করবো না আমি।

পরে আমাদের জাহাজে নিয়ে গেল। বেশ কদিন থাকলো, খাবার পানি সংগ্রহ করলো, ইনডিয়ান এবং আমাদের সাথে ব্যবসাপাতি করলো।

রেবেকা আর লিলাকে হরেক রকমের জামাকাপড় এবং আমাকে ক্যানভাস, যন্ত্রপাতি, খাদ্যশস্য আর শাকসবজির বীজ উপহার দিলো।

শেষ-দিন হঠাৎ জেরেমি রিং বললো, 'ক্যাপটেন পাইক, তোমার বাইবেলটা আনবে একটু ?'

সবিস্ময়ে জেরেমির দিকে তাকালো পাইক।

'বিয়ে করবো,' মৃদু স্বরে বললো জেরেমি, 'লিলাকে।'

অবাক চোখে আমি তাকালাম লিলার দিকে। লজ্জায় আরক্ত মুখ, মাথা ঝুলে পড়েছে।

'লিলা!' হর্ষধ্বনি করলো রেবেকা। 'সত্যি ? আমাকে বলিসনি কেন, মুখপুড়ি ?'

কৃত্রিম কোপের সঙ্গে লিলা বললো, 'আমি নিজেই কি ছাই জানতাম ও কিচ্ছু বলেনি।'

'আমার অনুভূতির কথা তো তুমি জানো,' বললো রিং।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা জানি।' আড়চোখে তাকালো লিলা, সহসা আজ যেন লজ্জা পাচ্ছে।

'তাহলে ?'

'আ…আমি…রাজি।'

সংক্ষিপ্ত অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান। আমরা সকলে সার বেঁধে দাঁড়ালাম পাড়ে। হালকা বাতাসে মাথার চুল, মেয়েদের স্কার্ট অল্প অল্প উড়ছে। ক্যাপটেন পাইক বাইবেল থেকে শ্লোক পাঠ করলো।

অনুষ্ঠান শেষে আমি পাইককে বললাম, 'খবরটা পাঠিয়ে দিও। ওই আইসল্যানডারদের তো তুমি চেনোই। ওদেরকে বললেই লিলার বিয়ের সংবাদ অ্যাংলেসিতে পৌছে দেবে।'

'আচ্ছা।' একটা বালুর ঢিপির ওপর বসলো পাইক। 'তারপর, তুমি তোমার পাহাড়ে পৌঁছেছো—কী আছে ও-পারে ?'

'আরো পাহাড়, এবং তারপর সমভূমি। সবুজ উপত্যকা।

অবশ্যি স্বচোখে দেখিনি, কাতাওবাদের মুখে শুনেছি।'

'ইনডিয়ানদের মধ্যে বুঝি প্রায়ই যুদ্ধ হয়?'

'যে-লোক লড়তে জানে না ইনডিয়ান সমাজে তার কোনো সম্মান নেই। পুরোনো শত্রুতা ওরা ভোলে না।'

একসময় ও উঠে পড়লো। 'এ-বার যেতে হয়। এই উপকূলে আমার ভয়ভয় করে।' গভীর চিন্তাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে তাকালো পাইক। 'এখানেই থাকবে তুমি? তোমার ছেলেপুলেদের মানুষ করবে?'

'অন্তত এখনকার মতো। সাবালক হয়ে ওদের সিদ্ধান্ত ওরা নিজেরাই নেবে।'

করমর্দন করে পাইক ফিরে যেতে উদ্যত হলো। কয়েক পা গিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো। 'অ্যালান? জোনাথন ডেলভকে মনে আছে?'

'হ্যাঁ, কেন—কী হয়েছে?'

'বছরখানেক আগে কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে ও একটা জাহাজে ওঠে। ক্যাপটেনকে গুপ্তধনের লোভ দেখিয়ে ডাঙায় নিয়ে গিয়ে খুন করে।'

'তারপর?'

'জাহাজটা দখল করে নেয়। সেই থেকে ও জলদস্যু। শোনা যায়, মাতাল অবস্থায় সে প্রায়ই তোমার নাম উচ্চারণ করে। কোনো কারণে তোমার ওপর তার রাগ আছে।'

'আমরা সাবধান থাকবো।'

বালু মাড়িয়ে পাইক চলে গেল, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর যাওয়া দেখলাম। সমুদ্রে ওর তিন-তিনটে জাহাজ চলাচল করে, নিঃসন্দেহে সফল মানুষ হিশেবে খ্যাতি আছে। ওর মতো হতে পারলে কি আমি সুখী হতাম?

না, হতাম না।

নিজেকে অনেক হালকা বোধ হলো, রেবেকার কাছে ফিরে গেলাম। 'আমরা এ-বার বাড়ি ফিরবো।'

বিশ

বছরগুলো কোথায় যায়? সময়ের কোন সুড়ঙ্গে হারিয়ে যায় স্বর্ণ দিনগুলো?

এই আমরা সজীব, তারুণ্যে ভরপুর। সমস্ত পৃথিবী সামনে পড়ে থাকে, কোনো কাজকেই দুঃসাধ্য মনে হয় না, বাধা আর বাধা থাকে না।

তারপর সহসা দিন ফুরিয়ে যায়, বছর যায় চলে—যেটুকু সময় অবশিষ্ট থাকে তা, সত্যিই, স্বল্প।

কিন দক্ষ পাহাড়ী হিশেবে বেড়ে উঠেছে। ব্রায়ান চিন্তাশীল মানুষ। আমার প্রতিটা বই ওর পড়া সারা, একবার শেষ হলে ফিরে পড়েছে। শিগগিরই আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ও বৃহত্তর পৃথিবীতে প্রবেশ করবে। ওকে বিদায় দিতে হবে বলে আমার মাঝে বেদনা রয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আনন্দও লাগছে—বৃহত্তর পৃথিবীতে ওর জীবন, তা সে যত তুচ্ছই হোক, ও নিজের হাতে

গড়ে নিতে যাচ্ছে।

নেলসন? নেলসনের ব্যাপারে কী বলবো? ওর মন খাঁটি, আমার ধারণা ওদের সবার মধ্যে ওই সব চেয়ে শক্তিশালী। হুল্লোড়প্রিয়—সর্বদা হেসে খেলে মল্লযুদ্ধ করে বেড়ায়।

নেলসন মা-বাবার বাধ্য। ভাইদের প্রতি অনুগত। তবে ভেবেচিন্তে কাজ করে না। শক্তি আর প্রাণপ্রাচুর্যের আবেগে চলে, দৌড়োয় পাহাড়ী খরগোসের মতো, যে-কোনো অস্ত্রে অব্যর্থ লক্ষ্য। বস্তুত, এই গুণগুলো ওকে বিপজ্জনক মানুষে পরিণত করেছে।

আমার কথা শোনে, মানে। কিন্তু বহুক্ষেত্রে আমি মুখ খোলার আগেই একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসে।

আর রয়েছে জুবলেন···আমার প্রিয় বন্ধুর নামে নাম, ডাকি জুবাল বলে।

ও হচ্ছে সত্যিকার অর্থে শান্ত, গম্ভীর। বনেবাদাড়ে অশরীরীর মতো, নিঃশব্দ নিশঙ্ক চলাফেরা, অধিকাংশ সময় কাটায় ইনডিয়ানদের মাঝে। হপ্তারপর হপ্তা উধাও হয়ে থাকে, তারপর ফিরে এসে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে গল্প শোনে এবং তারপর একদিন আবার চলে যায়।

আমাকে ও ভালোবাসে, সমীহ করে—মাকে দেয় পুজোর অর্ঘ্য।

আমরা কেউ জানি না কত দূরে যায়, কী দেখেছে, এ-ব্যাপারে ও বিশেষ মুখ খোলে না। মাঝেমধ্যে কিছু উড়োকথা শুনি···একবার পশ্চিম থেকে এক ইনডিয়ান ওর খোঁজে এসেছিল। জুবাল তখন অনেকদিন হলো বাইরে, ওই ইনডিয়ান জানালো এই দেশকে দুভাগে ভাগ করেছে যে-নদীটা, ও নাকি সেই মহানদী পেরিয়ে আরো বহুদূরে গিয়েছে। অথচ ওই নদীর কথাই জানতাম না আমরা।

বিন বিয়ে করেনি, ব্রায়ান বা জুবালও নয়। নেলসন করেছে। গেল বছর দূরউত্তরে বেড়াতে গিয়ে ও এক কলোনিতে হাজির হয়েছিল। বেশ কবছর আগে ওরা সেখানে বসতি স্থাপন করেছে। কয়েকদিন দূর থেকে ওদের চলাফেরা, কাজকর্ম লক্ষ্য করেছে সে। ইতিপূর্বে জেমসটাউনে গিয়েও এমন করেছে। বছরকয়েক আগে রেলিগ ওখানে তাঁর কলোনি স্থাপন করেছেন। আমার ছেলেরা সুযোগ পেলেই ওখানে যায়, অরণ্যে লুকিয়ে থেকে ওদের জীবনপ্রকৃতি লক্ষ্য করে।

নেলসন উত্তরের কলোনিতে তাই করেছে। জায়গাটার নাম 'নিউ ইংল্যানড'।

ষোলোশো বিশ সালে ওরা নেমেছে ওখানে—জেমসটাউনে ভার্জিনিয়া কলোনি স্থাপিত হবার তেরো বছর পর। আর সব বাচ্চাদের মতোই কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল নেলসন—বাবা-মা, বয়োজ্যেষ্ঠদের মুখে শোনা গল্প ওদের জ্ঞানপিপাসা মেটাতে পারে না পুরোপুরি। তবে আমার ছেলেদের মধ্যে কেবল ও ই অত দূরউত্তরে গিয়েছে।

সাধারণত ও একা বা দু-একজন কাতাওবাকে নিয়ে চলাফেরা করে। ওদের ওঅর পার্টির সঙ্গে বারকয়েক ইরোকুইদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়েছে।

নিউ ইংল্যানডের যেখানে ও গিয়েছিল, সেই জায়গাটা মূল বসতি থেকে কিছুটা দূরে। ওর সাথে মাংস ছিলো। আমার ছেলেরা কোথাও গেলে উপহারস্বরূপ মাংস নিয়ে যায়।

সহজে মিশতে পারে বলে ওখানে অনেক বন্ধু হয়, কিন্তু ওদের কাছে নেলসন ছিলো একটা বিরাট ধাঁধার মতো; অসম্ভব পরিশ্রমী, ঈশ্বর বিশ্বাস তত প্রবল নয়—অন্তত নিউ ইংল্যানডবাসীদের তুলনায়। ফলে একদিন ওদের অনুভূতিতে আঘাত দেয়ায় ওকে আটক

করা হয়। নজন তাগড়া জোয়ানকে হাত লাগাতে হয়েছিল এ-জন্যে।

সেই রাতে এক মেয়ে তার বাবার চাবির গোছা চুরি করে ওকে মুক্ত করে। ও সাবধানে আগুন জ্বালিয়ে জেলখানা পুড়িয়ে দেয়, এবং শহরবাসীরা এই খবর পেতে পেতে নেলসন পাহাড়ে সরে পড়ে। এবং সেই মেয়েও স্বেচ্ছায় চলে আসে সঙ্গে।

মেয়েটা অপূর্ব সুন্দরী। পরিষ্কার মন, সারাক্ষণ গান গায়·· কেবল শহুরে সঙ্গীত নয়, আমাদের গেঁয়ো পাহাড়ী গাথাও শিখে নিয়েছে।

ইনডিয়ানরা লেগে রয়েছে আমাদের পেছনে, লড়াই বেধেই আছে। এমন একটা দিন ভোরের সূর্য ওঠে না, যে-দিন এর আশঙ্কা থাকে না।

কাতাওবারা আমাদের মিত্র। অবশ্যি ওরা বরাবর শেতাঙ্গদের বন্ধু। দূরের কোনো যোদ্ধা বীরত্ব জাহির করার জন্যে কাতাওবাদের মারতে এলে আমাদের সাথে লড়তে হয় তাদের। ফলে আমাদের নামডাকও ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত।

আমরা সকলেই লড়াকু। দুর্গরক্ষার সেই অসম লড়াইয়ের পর জন কুইলের বীরত্ব এখন সবার মুখে মুখে। এই একটা গুণকে ভীষণ শ্রদ্ধা করে একজন ইনডিয়ান: বন্ধু বা শত্রুর শক্তিকে অকুণ্ঠচিত্তে মর্যাদা দেয়।

তবে সময় মানুষের ক্ষমতা হরণ করে, এবং তারও আগে তার প্রাণশক্তিকে। একদিন ওরা গ্লাসকোর ওপর চড়াও হলো, ও তখন কামারশালায় কাজ করছিল।

ছেলেরা গিয়েছিল শিকারে। রেবেকা এবং আমাদের নবজাত কন্যাটিকে নিয়ে আমি গিয়েছিলাম নদীর ধারে বেড়াতে···বাসায়

ছিলো একা টিম গ্রাসকো।

তীরের আঘাতে আহত হলেও বিনাযুদ্ধে হার মানেনি। গরম তাতানো লোহার ঘায়ে একটাকে ধরাশায়ী করেছে, আরেকজন অক্কা পায় কাবারের ছুঁচোলো শিকের ঘায়ে।

কিন্তু শেষ-পর্যন্ত ওকে হত্যা করে ওরা।

দূর থেকে গুলির আওয়াজ পেয়ে ওয়াগাম্বু, পিম বার্ক আর আমি ছুটে এলাম। কেন ও'হারা মেয়েদের পাহারায় রইলো।

দেরি হয়ে গিয়েছে। গ্রাসকো অন্তিমশয়ানে ধূলিশয্যা নিয়েছে, করোটিছাল নেই। তখনো শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেনি, কীভাবে যেন এক ধরনের ইনডিয়ান বিশ্বাস ওর মনে দানা বেঁধেছিল, তার জোরেই ধুঁকছে। 'ওদেরকে ধরো,' ফেঁসফেঁসে গলায় বললো 'আমার চুল ফিরিয়ে আনো। মৃত্যুর আগে আমি আমার চুল ফিরে চাই।'

অনেক সাধ্যসাধনা করে আমরা যখন ওর চুল নিয়ে ফিরে এলাম, গ্রাসকো মারা গিয়েছে। অসীম বেদনায় ছেয়ে গেল আমাদের মন। মৃত্যুর আগে ও জেনে যেতে পারলো না ওর আশা সফল হয়েছে। দলার মতো কী যেন আমার গলার কাছে উঠে এলো, তল-পেটে চাপা সুড়সুড়ি অনুভব করলাম।

গ্রাসকোকে কবরে শোয়ানোর সময় রেবেকা ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে রইলো, চোখজোড়া বিস্ফারিত চিন্তাকুল।

'অ্যালান,' ও বললো, 'নদীর ধারে চলো—কথা আছে।'

ওর চেহারা থেকেই অনুমান করলাম কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলাপ করবে।

আমরা পাশাপাশি বসলাম পাড়ে। ও বললো, 'আমাদের

এখন একটা মেয়ে হয়েছে, অ্যালান। বড় হলে রূপসী হবে।'

'হবেই তো, তোমার মেয়ে যে,' আমি বললাম।

'এই বুনো দেশে ওর কী ভবিষ্যৎ আছে?'

অস্বস্তি বাসা বাঁধলো আমার মনে, বস্তুত এই প্রথম শঙ্কা অনুভব করলাম। 'জানি না,' জবাব দিলাম। 'তবে ও বড় হতে হতে...'

'ততদিনে দেরি হয়ে যাবে; অ্যালান। ইনডিয়ান মেয়েদের মতো ও শিকারী বা যোদ্ধা হবে না। শিক্ষাদীক্ষা প্রয়োজন, জানা দরকার এর বাইরেও এক বিশাল জগৎ আছে।'

একটা ঘাস ছিঁড়ে মুখে দিয়ে পরবর্তী কথা শোনার অপেক্ষায় রইলাম, টিপটিপ করছে বুক।

'তোমার ছেলে আছে, ওরা তোমার পথে চলবে। মেয়ের জন্যে আমি অন্য ব্যবস্থা চাই। এখানে থাকলে কাকে বিয়ে করবে? তোমার ওই ভবঘুরে বন্ধুদের কাউকে? তুমি কি চাও মোষের চামড়া শুকিয়ে ওর জীবন কাটুক—কচি বয়সেই বুড়িয়ে যাক?'

'কী করতে বলো তাহলে?' প্রশ্ন করলাম, যদিও উত্তরটা আমার জানা।

'সব ব্যাপারে তোমার কথা শুনেছি, অ্যালান, কারণ সেগুলো আমারও মনের কথা ছিলো। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে দিশাহারা হয়ে পড়েছি —অ্যালান, তুমি আমাকে সাহায্য করো।'

'আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চাও ওকে? আইন পড়তে ব্রায়ান লনডনে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে সাকিম ওকে অঙ্ক, যুক্তিশাস্ত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞান আর দর্শন পড়িয়েছে। ওদের পড়া শুনতে শুনতে আমিও শিখে ফেলেছি অনেক কিছু। তবে আমি পণ্ডিত নই, একজন সাধারণ

মানুষ মাত্র।'

আমার হাতে হাত রাখলো রেবেকা। 'না, অ্যালান, তুমি সাধারণ নও। জ্ঞানী, সাহসী—অথচ কত ভদ্র অমায়িক। ভুলে যাচ্ছো কেন, তোমাকে আমি বহুদিন ধরে চিনি। এবং,' প্রগাঢ় সুরে ও যোগ করলো, 'অনেক সোনালি অধ্যায় কাটিয়েছি একত্রে। আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে চাই না।'

বুঝলাম, ঢিল ছোঁড়া হয়ে গিয়েছে, কথায় ওর মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।

'কোথায় যাবে?'

'প্রথমে লনডন। তারপর, বোধ হয় প্যারিস। আমার প্রস্তুতি দরকার, অ্যালান, দীর্ঘদিন হলো বাইরে। একজন ইংরেজ মহিলার আচারব্যবহার কেমন হওয়া উচিত—নতুন করে শিখতে হবে।'

'সে তুমি ভোলেনি।'

'তুমিও চলে এসো, অ্যালান। ইচ্ছে করলেই আসতে পারো। রানী এলিজাবেথ মারা গিয়েছেন। এখন সিংহাসনে বসেছেন একজন পুরুষ। পুরোনো সন্দেহের কথা অ্যাদ্দিনে ভুলে গেছে লোকে।'

ও আমন্ত্রণ জানালেও, অন্তর থেকে আমরা দুজনেই জানি, আমি যাবো না—দীর্ঘ অপেক্ষার পর আমি সেই কল্পপুরীর সাক্ষাৎ পেয়েছি।

'এগুলো ছেড়ে?' পাহাড়, তৃণভূমি, নদীর দিকে ইঙ্গিত করলাম। 'না, রেবু, আমাদের দায়িত্ব ভাগ হয়ে গেছে। তোমার দায়িত্ব আমাদের মেয়েকে নিয়ে ইংল্যানডে যাওয়া। আমি এখানেই থাকবো।

'ছেলেদের হয়তো আর প্রয়োজন নেই আমাকে, কিন্তু জানে

আমি আছি। এখানে আমি নোঙরের ভূমিকা পালন করছি। আর কিছু না হোক, ভালোমন্দ পথ দেখাতে পারবো। বিপদেআপদে পরামর্শ দিতে পারবো। এটা থেকে ওদের বঞ্চিত করতে পারি না।

'হয়তো কোনো দিনই ওদের দরকার হবে না আমাকে, তবু যদ্দিন আছি, ওরা বিপথে যাবে না। ওদের কাছে আমি ধ্রুবতারা হয়ে থাকবো।'

'সেনেকা, শ্যনীরা আবার হামলা চালাবে, অ্যালান।'

'নিশ্চয়ই চালাবে...জানি। ওরা না এলে যেমন আমি নিরাশ হবো, তেমনি এসে আমাকে না পেলে ওরাও নিরাশ হবে।'

অবসন্ন দেহে উঠে দাঁড়ালাম। 'রেবু, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আবার একদফা সমুদ্রে যাবো আমরা, জাহাজে চেপে ইংল্যানডে যেতে পারবে তুমি।

'ও যখন পৃথিবীকে দেখবে, জানবে কী সম্ভাবনায় এই জগৎ, ওকে আবার ফিরিয়ে এনো, আমি দেখবো আমার মেয়ে কী শিখেছে।

'অন্তত...অন্তত আমার কথা ভুলে যেতে দিও না ওকে।'

একুশ

কিন্তু হঠাৎ এক ভয়াল সংবাদে চমকে উঠলো আমাদের কলোনি, নতুন করে ত্রাসের সঞ্চার হলো। বাইশ মার্চ ইনডিয়ানরা একজোট হয়ে ভার্জিনিয়ার একটা বসতি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে, শতাধিক লোক নিহত হয়েছে ওদের আক্রমণে।

ওই বসতিটা এখান থেকে কিছুটা দূরে, ওদের সাথে আমাদের তেমন জানাশোনা ছিলো না।

মাঝেমধ্যে পথচলতি ইনডিয়ান, কিংবা নেলসন অথবা কিনের মুখে দুটো-একটা কথা শুনতাম। আমরা জানতাম ওদের দুর্দিন যাচ্ছে, খাদ্যাভাব আর অসুখবিসুখ লেগেই আছে। ওরা যেখানে শহর পত্তন করেছে, সেই জেমসটাউন জায়গা হিশেবে সুবিধের নয়। বিল অঞ্চলে মারীর প্রকোপ বেশি।

পওহ্তানদের সঙ্গে প্রাথমিক দাঙ্গাহাঙ্গামার পর উত্তেজনা থিতিয়ে এসেছিল। এর কৃতিত্ব মূলত ক্যাপটেন জন স্মিথের। লিংকনশায়া-রের এই ভদ্রলোকটির যুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রচুর।

আমরা কাতাওবাদের কাছে যে-কাহিনী শুনলাম, তা মোটামুটি

এ-রকম : নেমাটানৌ নামে এক যুদ্ধবাজ ক্যাপটেনের সাথে শেতাঙ্গদের ভাব ছিলো। পালকের টুপি পছন্দ করতো বলে পল্লিবাসীরা ওর নাম দিয়েছিল 'জ্যাক অব দ্য ফেদ্যার'। ব্যবসার প্রস্তাব দিয়ে এক লোককে সে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে খুন করে। লোকটার নাম মরগ্যান। ওর বাসায় ইনডিয়ান ক্যাপটেনের হরদম যাতায়াত ছিলো, এটা-ওটা চাইতো। হত্যার পর মরগ্যানের ক্যাপ মাথায় দিয়ে কেবিনে ফিরে এসে বানোয়াট। গপ্পো ফাঁদে। কিন্তু মরগ্যানের ছেলেরা প্রকৃত ঘটনা আঁচ করে ওকে জেরা করতে থাকে।

এক পর্যায় তুমুল বচসা শুরু হয় এবং নেমাটানৌ গুলিতে আহত হয়। গভর্নরের কাছে নিয়ে যাবার উদ্দেশে ছেলেরা ওকে নৌকোয় তোলে। যদিও ইনডিয়ানদের বিশ্বাস ছিলো বুলেট ওর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, নেমাটানৌ অনুভব করে তার মৃত্যু অত্যাসন্ন। শেতাঙ্গদের কবরখানায় তাকে সমাধিস্থ করতে বলে সে যাতে তার মৃত্যুর খবর কেউ না পায়।

ওই ইনডিয়ানদের রাজার নাম ওপালা। নেমাটানৌর মৃত্যু-সংবাদে রাজা ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেও, তার শান্তিপ্রিয়তা আর ঔদার্যের পরিচয় পেয়ে শেতাঙ্গদের মনে স্বস্তি ফিরে আসে—তারা স্বাভাবিক কাজ কর্মে মেতে ওঠে।

শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ ওপালা পল্লিবাসীদের হরিণের মাংস উপহার দেয়, কিন্তু তলে তলে নিজের লোকদের প্ল্যানমাফিক তৈরি হতে বলে। এবং বাইশ মার্চ আকস্মিক হামলা চালিয়ে তিনশো সাতচল্লিশজন শেতাঙ্গকে পাইকারীভাবে নিধন করে। এই আক্রমণ এতই অপ্রত্যাশিত ছিলো যে, অধিকাংশ লোক কিছু টের পাবার আগেই নিহত হয়।

নদীর দুতীরে প্রায় দেড়শো মাইল জুড়ে বসতিটা গড়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে ইনডিয়ানদের আত্মীয়ও ছিলো—কেউ রেহাই পায়নি।

এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার খবরে আমরা চিন্তিত হয়ে উঠলাম। এর ফলে ইনডিয়ানরা নিঃসন্দেহে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে—রাস্তায় বিপদের আশঙ্কা বেড়ে যাবে।

তবে এর পাশাপাশি কিছু আশাব্যঞ্জক সংবাদও মিললো। আরো জাহাজ ভিড়েছে ঘাটে, বসতিস্থাপনের ইচ্ছায় নতুন নতুন লোক এসেছে। এই সুযোগ হাতছাড়া করা চলবে না।

'আমরা যাবো, রেবু। ইতিমধ্যে পিটার দুটো নৌকো বানিয়ে ফেলেছে, তৃতীয়টাও শেষ প্রায়। সবাই হাত লাগালে দু-চারদিনের ভেতর ব্যবহারের উপযোগী হয়ে উঠবে। আমরা নদীর ভাটিতে কেপ ফিয়্যার অন্তরীপে যাবো—সেখান থেকে উজানে জেমসটাউনে।

'পিটার ওর নৌকোগুলো বেচতে চায়, আশাকরি ওখানে বাজার পাবে।'

তিনটে গয়না নৌকো আর একটা ক্যানো নিয়ে আমরা যাত্রা করলাম। কিন, ব্রায়ান আর নেলসন রইলো ক্যানোতে, মহিলাদের নিয়ে জেরেমি, পিম আর আমি প্রথম নৌকোয়। বিল হাডসন আর কেন ও'হারা দ্বিতীয়টায়। মালপত্র চাপানো হয়েছে শেষ নৌকোয়, ওগুলো পাহারা দিচ্ছে জুবাল আর ওয়াগামু।

নদীর মোহানা থেকে আমরা উপকূলের উজানে গেলাম, যথাসম্ভব পাড়ের কাছাকাছি চলে বে অব চেসাপীকে উপস্থিত হলাম। জায়গাটা পটোমাক রিভার বে নামেও পরিচিত।

জেমসটাউনের ঘাটে পৌঁছে তিনটে জাহাজ দেখতে পেলাম।

দুটো বহির্নোঙরে মাল খালাস করছে—অন্যটি অপেক্ষাকৃত ছোট, অগভীর পানিতে চলাচল করতে পারে, ওটা ডকের গা ঘেঁষে রয়েছে।

আমাদের দেখে একজন জিজ্ঞেস করলো, 'নৌকোয় ওগুলো কী?' লোকটাকে একজন পদস্থ কর্মচারী বলে মনে হলো আমার, হাবভাবে কর্তৃত্ব প্রকাশ পাচ্ছে।

'ভুট্টা, চামড়া। ফারও আছে কিছু,' বললাম। 'বেচবো।'

'ভুট্টা? গভর্নরের সঙ্গে দেখা করো। আমাদের এখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।'

'জানি,' আমি বললাম, 'সে-জন্যেই তো সাহায্য করতে এসেছি। বাজার দাম পেলেই আমরা খুশি।' একটু থেমে যোগ করলাম, 'খদ্দের পেলে নৌকোগুলোও বেচে দেবো।'

ব্রায়ান আর কেন ও'হারা আমার পেছনে পেছনে ডকে উঠে এলো। লোকটা একে একে আমাদের আপাদমস্তক জরিপ করলো। 'তোমরা থাকবে?'

'না। আমরা একটু দূরে থাকি, তোমাদের দুর্যোগের খবর পেয়ে খাবার নিয়ে এসেছি।'

'নৌকো বেচে দিলে ফিরবে কীভাবে?'

'স্থলপথে,' জবাব দিলো ব্রায়ান। ও সুদর্শন, গুছিয়ে কথা বলতে জানে। 'অবশ্যি সবাই যাবে না। মা আর বোনকে নিয়ে আমি ইংল্যানডের জাহাজ ধরবো।'

'আমি ক্যাপটেন পওয়েল,' লোকটা বললো। 'উইলিয়ম পওয়েল। এখানে খাদ্যসঙ্কট চলছে—তোমাদের দেখে গভর্নর খুব খুশি হবেন।'

গভর্নর, স্যার ফ্রানসিস বেকনের কাছে আমাকে নিয়ে গেল সে।

ভদ্রলোক অত্যন্ত বুদ্ধিমান, প্রথমচোটেই দরকারি কথাবার্তা সেরে নিলেন। এতদিনে আমার কথা ভুলে গেছে লোকে, এই আশায় নিজের সত্যিকার পরিচয় দিলাম।

'বাছা, বড় ভালো সময়ে এসেছো তুমি,' বললেন তিনি। 'তা বুশেলপ্রতি কত নেবে?'

'ক্যাপটেন পওয়েলকে আগেই জানিয়েছি,' আমি বললাম, 'আমরা ফায়দা লুটতে আসিনি—বাজারদাম দিলেই চলবে।'

'তথাস্তু,' সাদামাঠা গলায় বললেন স্যার ফ্রানসিস। 'এমনটা দেখা যায় না সচরাচর।' পওয়েলের দিকে ঘুরলেন তিনি। 'ওদের থাকার একটা বন্দোবস্ত করে দাও।' তারপর আমার পানে চেয়ে হাসলেন। 'তুমি লবিতে গিয়ে বসো—ক্যাপটেন পওয়েলের সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

এই শুরু হলো, ভাবলাম। এ-বার আমার গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হবে। বাইরে এসে আড়ি পাতলাম। ভেতরে, পওয়েল বলছে, 'ওদেরকে আপনি বিশ্বাস করেন, স্যার ফ্রানসিস?'

'বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন এখন অবান্তর, ক্যাপটেন। আমার লোকেরা অনাহারে মরতে বসেছে, এবং ওদের কাছে খাবার আছে—এটুকুই যথেষ্ট, আমার আর কিছু জানার নেই। তুমি ওদের খাতির-যত্নের ব্যবস্থা করো। এ-ধরনের লোকজন হাতে থাকা ভালো, প্রয়োজনে কাজে আসে।'

'আমি ওদের কাজে লাগাতে পারবো,' বললো পওয়েল। 'একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন, স্যার ফ্রানসিস? এমন শক্তপোক্ত লোক বড় একটা চোখে পড়ে না। বয়স্কদের মধ্যে অন্তত দুজন আগে সৈনিক ছিলো।'

মাথা নাড়লো সে। 'স্যার ফ্রানসিস ওদের পরিচয় মনে হচ্ছে আমি বুঝতে পেরেছি। সম্ভবত পাহাড়ের কলোনিটা এদের।'

'হতে পারে,' চেয়ার সরানোর আওয়াজে অনুমান করলাম স্যার ফ্রানসিস উঠে দাঁড়ালেন। 'এ-ব্যাপারে কোনো রিপোর্ট করো না, পওয়েল। আমাদের লোকজনকে আমরা খেতে-পরতে দিচ্ছি কি না, এটুকু জানলেই লনডন সন্তুষ্ট। কোত্থেকে আসছে, ওদের মাথাব্যথা নেই।

'আমরা ওদের মাল কিনবো। থাকার ব্যবস্থাও করে দেবো। কখন কার সাহায্য দরকার হয় কে বলতে পারে?'

পওয়েল হেসে বললো, 'ইনডিয়ানদের সাথে ফের যদি যুদ্ধ বাধে, ওই দলটাকে রিক্রুট করার অনুমতি দিয়েন—তাহলেই চলবে।'

বেরিয়ে এলো সে। একটা ছোট অথচ মজবুত কেবিনে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলো। কেবিনটার অদূরে পানশালা।

'ক্যাপটেন ওসমান,' বললো পওয়েল, 'বন্দরে তিনটে জাহাজ রয়েছে, ওগুলোর দুটো ওয়েসট ইনডিজে যাবে। তৃতীয়টা দিনদুয়েক আগে এসেছে, ওদের ভাবসাব ভালো ঠেকছে না আমার।'

'কেন, গোলমালটা কোথায়?'

ভ্রূ কুঁচকে পওয়েল তার হাতের নখগুলো পরীক্ষা করলো, একটু বাদে বললো, 'সওদাগরি জাহাজে এত অস্ত্রশস্ত্র থাকে না। মাল্লাদের চেহারা খুনেডাকাতদের মতো। আর ওই ক্যাপটেন ডেলভ লোকটা…'

'ডেলভ? জোনাথন ডেলভ?'

'চেনো?'

'চিনি,' গম্ভীর গলায় বললাম, 'এবং পছন্দ করি না। তোমার অনুমান ঠিক, ও জলদস্যু।'

পওয়েলকে উদ্বিগ্ন দেখালো। 'আমাদের কাছে তেমন অস্ত্র নেই, লড়াই বাধলে মুশকিলে পড়বো। ওরা মানে মানে চলে গেলেই বাঁচি।'

পওয়েল বিদায় নেবার পর ডেলভের পরিচয় ছেলেদের জানালাম। লোকটা অসম্ভব ধূর্ত—ও যে এতদিন টিকে রয়েছে এটাই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

'কিন' আমি বললাম, 'তোদের চেনে না ও। তুই আর ব্রায়ান নদীর ধারে গিয়ে দেখ কোনো খবর জোগাড় করতে পারিস কি না। গোলমাল দেখলে সরে পড়বি।'

'ও একটা আস্ত শয়তান,' বললো রেবেকা।

'হ্যাঁ, তোমাদের যাত্রাকালে কাছেপিঠে না থাকলেই খুশি হবো। বলা যায় না, চড়াও হতে পারে তোমাদের জাহাজে।'

'ওর জাহাজটা দেখেছো?' মুখ বেঁকিয়ে প্রশ্ন করলো জেরেমি। 'দশটা কামান। গতিবেগও বেশি।'

'হয়তো তাই,' নিরুত্তাপ সুরে বললো নেলসন, 'কিন্তু নোঙর ফেলে আছে তো, জোরে ছুটতে পারবে না।'

'তার মানে?' পিম জিজ্ঞেস করলো।

মুচকি হাসি খেলে গেল নেলসনের মুখে, ঘন ভ্রূজোড়ার নিচ দিয়ে তাকালো। 'কেন—দখল করে নিলেই হয়, ফাঁড়া কেটে যাবে।'

আমি মাথা নাড়লাম। 'না, সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। এখনো সে-রকম কিছু করেনি ওরা।'

'আমাকে পাঠালেই পারতে,' নেলসন বললো। 'সব ব্যবস্থা

পাকা করে আসতাম।'

'সে-জন্যেই তোকে পাঠাইনি।' একটুকরো হাসি উপহার দিলাম ওকে।

স্বীকার করতে বাধা নেই, জোনাথন ডেলভ ভাবনায় ফেলেছে আমাকে। এই অসময় ওর উপস্থিতি কাঁটার মতো বিঁধছে মনে। অসময়—কারণ রেবেকা বিদায় নিচ্ছে আমার কাছ থেকে।

ওর মনের অবস্থা উপলব্ধি করতে পারছি, তবু কিছুতেই যেন মানতে পারছি না ব্যাপারটা : ও আমার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে রয়েছে, ওকে ছাড়া নিজেকে কল্পনা করতে পারি না।

নেলির বয়েস এখন দশ। ওর বান্ধবীরা সবাই ভালো। নেলসনের বউ তার স্বামীর মতোই আমুদে প্রাণোচ্ছল হলেও ওর জন্ম ধর্মভীরু রক্ষণশীল পরিবারে। কেন ও'হারার স্ত্রী স্প্যানিশ, ফলে ক্যাথলিকদের মতো আচারশিষ্ট।

পিটার ফিচ বিয়ে করেছে কাতাওবা মেয়েকে। ওর চলাফেরা যে-কোনো সম্ভ্রান্ত মহিলার সমকক্ষ। নিজের স্বকীয়তা বিসর্জন না দিয়েও অনায়াসে ইউরোপীয় জীবনধারায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। এটা, নিঃসন্দেহে, একটা বিরল গুণ।

নেলির প্রতি জন কুইলের স্নেহ অপত্য। বলতে গেলে জন্মদাতার পরেই ওর স্থান। কুইলের জীবনে তার খামারই সব, আর কিছু নিয়ে ভাবার সময় নেই। অথচ যখনই নেলিকে দেখতে আসে ওর বাগানের সেরা ফলটা আনতে ভোলে না।

আমরা সবাই মিলেমিশে বাস করি। ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভার সাকিম আর বউদের ওপর। সাকিমের জ্ঞানভাণ্ডার যেন অফুরন্ত। ওর ভাইয়েদের মতো নেলিও ইনডিয়ান রূপকথার মাঝে বেড়ে

উঠেছে। কেন ও'হারা শুনিয়েছে আইরিশ পুরাণ। সাকিম বলেছে শাহেরজাদা আর কথাসরিৎ সাগরের গল্প। কথাসরিতের সঙ্কলক সোমদেব—কাশ্মিরের রাজা অনন্ত এবং রানী সূর্যবতীর সভাকবি।

আমি প্রায়শ ভাবি এ-সব গল্প ওদের জীবনদৃষ্টিতে কী প্রভাব ফেলবে। সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে ইনডিয়ানরা কী মনে করে, কাতাওবাদের কাছে ওরা জেনেছে। কেন ও'হারা বলেছে টারাতে যে-সব আইরিশ রাজরাজড়া বাস করতেন তাঁদের কাহিনী। অ্যাকিলিস আর ইউলিসিসের গল্প শুনিয়েছে জেরেমি। সাকিমের কাছে জেনেছে আলীবাবা, সিনদাবাদ, আর সোহ্‌রাব-রুস্তমের কাহিনী।

রেবেকা বলেছে ঈশ্বর, যিশু···মা মেরির কথা। আল্লাহ্ এবং মোহাম্মদ সম্পর্কে জেনেছে সাকিমের মুখ থেকে। ব্যারি ম্যাগিল কাপড় বোনা শিখিয়েছে, জন কুইলের কাছ থেকে পেয়েছে মাটির প্রতি দরদ। ভালো কাঠ কীভাবে চিনতে হয় এবং তাদের ব্যবহার-বিধি শিখিয়েছে পিটার ফিচ।

আমি কি শেখালাম? ইংল্যানডের ইতিহাস, ট্রেইলে ওত পেতে-থাকা বিপদ কীভাবে চিনতে হয়, এইসব।

তবু ওদের জানায় ফাঁক রয়ে গিয়েছে। রুস্তমের গল্প শুনে নেলি যে-দিন জিজ্ঞেস করলো, 'বাবা, ঘোড়া কী,—সে-দিনই ব্যাপারটা সহসা উপলব্ধি করেছি আমি।

বাইশ

রেবেকা আর নেলির ভালো জামাকাপড় নেই, কেবিনে এসেই মেয়েরা সেলাই নিয়ে বসেছে। ওদের কলকাকলিতে মুখর পরিবেশ—পুরুষমানুষের টেকা দুষ্কর এখানে।

কিন ফিরে এলো, বাইরে কাঠের দেয়ালে আমরা হেলান দিয়ে বসলাম। 'জোনাথন ডেলভ কোনো ফিকিরে আছে, বাবা,' ও বললো। 'তবে সেটা কী···কেউ জানে না।'

'হ্যাঁ, বিনামতলবে সে নিশ্চয় আসেনি,' আমি বললাম।

'তাই। ব্রায়ান ওদের এক মাল্লাকে মদ খাওয়াচ্ছে। লোকটার পেট থেকে ও ঠিক হাঁড়ির খবর বের করে ফেলবে।'

আঙুল চালিয়ে কিন ওর ঝাঁকড়া চুল আঁচড়ে নিলো। 'বাবা, আজ রাতে আমাদের ফিরতে দেরি হতে পারে···আরো খোঁজখবর নেবো।'

'মাথা গরম করিস না। ব্রিটিশরা বোকা নয়, কিছুই ওদের নজর এড়ায় না।'

হঠাৎ একটা কথা খেয়াল হলো। 'নেলসন কই?'

'উঁ? ও কামারের কাজে সাহায্য করছে,' আনমনাভাবে জবাব দিলো কিন।

'ওকে তো চেনোই—সর্বদা একটা কিছুতে ব্যস্ত থাকা চাই।'

তা চিনি বৈকি। ব্যস্ত সে নিশ্চয়—কিন্তু কীসে? নেলসন অলস বসে থাকার বান্দা নয়, ঝামেলা পাকাতে ওস্তাদ।

মোটামুটি নিরুপদ্রব কাটলো দিনটা। রোদ পুইয়ে সময় কাটালাম আমি, দীর্ঘদিন পর নতুন জায়গায় নতুন লোকজনের সংস্পর্শে এসে আনন্দ বোধ হলো।

সে-রাতে রেবেকার পাশে বিছানায় শুয়ে আমার ঘুম আসতে সময় নিলো। অন্ধকারে কড়িবরগার দিকে চেয়ে রইলাম। বাঁশ চিরে হাতে বোনা। দক্ষ কারিগরের কাজ। নিষ্ঠার ছাপ রয়েছে, শুধু রঙ আর হাতুড়বাটালিতে এ-সৌন্দর্য ফুটে ওঠে না।

আকাশপাতাল ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুম এলো, মাঝে ছেলে-দের ফিরে আসার শব্দে জাগলাম একবার, ঘোরের মধ্যে সবিস্ময় ভাবলাম ওদের ফিরতে ভোর হলো কেন।

পরদিন সকালে ক্যাপটেন পওয়েল দেখা করতে এলো।

'গোল বাধলে,' জিজ্ঞেস করলো সে, 'তোমরা কি আমাদের পক্ষ নেবে? ক্যাপটেন ডেলভ এখনো যায়নি, এদিকে আজ সকালে আরেকটা জাহাজ আসছে। আমাদের কাপড়চোপড়, খাদ্যশস্য ছাড়াও একহাজার পাউনড গোলা বারুদ রয়েছে ওতে।'

'জাহাজটা এরপর কোথায় যাবে?'

'লনডনে, ক্যাপটেন ওসমান, সোজা লনডন।'

'আমার স্ত্রী, কন্যা আর ছেলে ব্রায়ানকে নেবে?'

'নেবে, যদি তুমি সাহায্য করো আমাদের। মনে হচ্ছে, ডেলা ওটা লুট করার তালে আছে। আমরা খবর পেয়েছি ওদের বারুদে টান পড়েছে। যেটুকু আছে সেটা ওর মতলব হাসিলের জন্যে রেখে দিয়েছে। আজ সকালে জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছে, কামানগুলো শহরের দিকে তাক করেছে।'

'আমরা আছি.' বললাম।

'হ্যাঁ.' বললো কিন, 'প্রয়োজন হলে। তবে ভয়ের কোনো কারণ নেই, ক্যাপটেন পওয়েল। আপনি বরং আপনার লোকদেরও তৈরি রাখুন। কামানের ব্যাপারে মাথা না ঘামালেও চলবে।'

'মানে? কী বলছো তুমি—ওরা কামান ছুঁড়বে না?'

'দাগবে, কিন্তু একটাও কাজ করবে না।' কিনের হাড্ডিসার মুখ দুষ্টু হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো, ধূসর-সবুজ চোখজোড়ায় কৌতুকের ঝিলিক। 'কাল রাতে ভাইদের নিয়ে আমি জাহাজে উঠেছিলাম। ও'হারা, জেরেমি রিং আর মিঃ বার্কও ছিলো। দুজন পাহারা দিয়েছে, অন্যরা গজাল মেরে কামান অকেজো করে দিয়েছে।'

'কী!' বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলো পওয়েল। 'পাহারাদার ছিলো না…'

'আমরা পাহাড়ী, ক্যাপটেন পওয়েল। অনেক সময় ইনডিয়ানরাও আমাদের অস্তিত্ব টের পায় না। একজন রক্ষীকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। অন্যজন …বেচারার দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, বাধা দিতে গিয়ে লক্ষ্মীছেলের মতো তলোয়ারের ঘায়ে প্রাণ খুইয়েছে। ওর লাশ ভাটিতে খাঁড়ির মুখে ভেসে যাচ্ছে।

'বাদবাকি দায়িত্ব আপনার। তবে আমি হলে ডেলভের কাছে যেটুকু গোলাবারুদ আছে, তাও কেড়ে নিতাম। আমরা চাই না

আমাদের মা-:বান যে-জাহাজে থাকবে, ও তার পিছু নিক।'

'আইডিয়াটা কার?' সন্দিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম।

কিন হাসলো, 'কেন—নেলসনের। অবশ্যি আমাদেরও সায় ছিলো। তোমাকে জানালে অনুমতি :পতাম না।'

'অন্তত জাগিয়ে খবরটা দিতে পারতি,' অনুযোগ করলাম।

টোল পড়লো ওর গালে। 'হ্যাঁ, তোমাকে জাগাই, আর মা দুশ্চিন্তায় মরুক। তাছাড়া বুড়ো মানুষ, ঘুম দরকার।'

চাঁটি মারতে নিলাম, বাউলি কেটে সরে গেল ও, শিশুসুলভ চোখদুটি আনন্দে হেসে উঠলো।

আজ আমার বাবা, আইভো ওসমান বেঁচে থাকলে উনিও ভালোবাসতেন ওদের।

'ক্যাপটেন পওয়েল?' একজন সেপাই উঁকি দিলো। 'ক্যাপটেন ডেলভ ডাঙায় আসছে, সঙ্গে বিশজন লোক।'

'তৈরি হতে বলো সবাইকে। ওদের সাথে ঘাটে দেখা করবো আমি।'

ক্যাপটেন প৺য়েলের সঙ্গে আমরাও বন্দুকহাতে তীরে গেলাম, ওরা ডাঙায় নামতেই ঘিরে ফেললাম, দলে আমরাই ভারি—ষাটজন।

জোনাথন ডেলভ বুড়িয়ে গিয়েছে, অথচ চেহারা থেকে শয়তানির ছাপ মুছে যায়নি। ও চোখ রাঙাতে নিলো, শীতল কণ্ঠে মোকাবেলা করলাম আমি।

'চিনতে পারছো, ডেলভ? একসময় আমার অধীনে কাজ করতে তুমি। তখন যেমন ছিলে, আজো তেমনি রয়ে গেছো দেখছি।'

ও মুখ খুলতে চাইলো, আমি অবকাশ দিলাম না।

'এখানে কাউকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করবে না। তোমরা আমাদের বন্দী। ক্যাপটেন পওয়েল তোমার জাহাজ সার্চ করবেন। আমরা শুনেছি তোমার কাছে গানপাউডার আছে, ওটা বাজেয়াফত করবো।'

'বললেই হলো…' ফুঁসে উঠলো ডেলভ।

'আস্তে, চেঁচিও না। কামানের ভয় দেখিয়ে ফায়দা হবে না— এতক্ষণে তোমার লোকেরা হয়তো টের পেয়েছে ওগুলো অকেজো।'

'অকেজো!' ফাটা বাঁশির মতো চিরে গেল ওর গলা। 'মিথ্যে কথা— তা কী করে…?'

'ডেলভ, আমার ছেলেরা শিকারী। কাল রাতে ওরা তোমার জাহাজে উঠেছিল।' চোখের কোণে নড়াচড়ার আভাস পেলাম, নদীর দিকে তাকাতে দেখলাম একটা জাহাজ আসছে উজান ঠেলে। 'এই যে এসে গেছে তোমার শিকার। ভার্জিনিয়াবাসীদের রসদ আছে ওতে। জাহাজটা চলে না যাওয়া পর্যন্ত ডাঙায় থাকতে নিশ্চয় তোমার আপত্তি নেই, ডেলভ?'

ওর চোখে ভয়ের ছাপ ফুটলো। 'তোমার মতলবটা কী, ওসমান?'

'আমাকে বলে লাভ হবে না।' ক্যাপটেন পওয়েলকে দেখিয়ে দিলাম। 'কিছু বলতে হলে এঁকে বা গভর্নরকে বলো।'

অস্ত্র কেড়ে নিয়ে হাজতে পোরা হলো ওদের। আমরা নদীর কিনারে এগিয়ে গেলাম। জাহাজটা সুন্দর, কিন্তু আমার মন বিষণ্ণ, আমাকে কাঁদিয়ে রেবেকা আর নেলি চলে যাবে।

অপ্রত্যাশিতভাবে গভর্নর, স্যার ফ্রানসিস বেকনের বাসায় নেমন্তন্ন

পেলাম। ইঙ্গিতে তাঁর উলটোদিকের আসনে আমাকে বসতে বললেন। 'ক্যাপটেন ওসমান, শুনলাম তুমি চলে যাচ্ছো?'

'জ্বি।'

'তোমার স্ত্রী ইংল্যানডে ফিরে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, আমার ছেলে, ব্রায়ান, আর মেয়ে, নেলিকে নিয়ে। মেয়েদের জন্যে এই জায়গাটা অনুপযুক্ত। আর আমার ছেলের ইচ্ছে আইন পড়বে।'

'ভালো।' টেবিলে পানীয়ের গ্লাস নামিয়ে রাখলেন তিনি। 'ওসমান, এ-পর্যন্ত তোমার ব্যাপারে কোনো কথা জানতে চাইনি আমি। তুমি নিশ্চয় জানো, যে-জায়গায় তোমরা আছো সেটা আসলে রাজার খাসমহল।'

'সরকারি ব্যাখ্যা অবশ্যি তাই।' মৃদু সুরে জবাব দিলাম। 'তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার, জায়গাটা কাতাওবা রাজ্যের সীমানায় অবস্থিত। আমার জানামতে ওটা এখনো স্বাধীন। উপরন্তু কাতাওবারা শেতাঙ্গদের বন্ধু। অন্তত,' জোরগলায় বললাম, 'ইংরেজদের।'

'তোমার বক্তব্য ঠিক, তবে খাসজমির সীমানা কিন্তু পশ্চিম মহাসাগর অবধি বিস্তৃত। কিন্তু আমি সেধে কোনো ঝামেলা পাকাতে চাই না—তাছাড়া আমাদের যথেষ্ট উপকার করেছো তুমি। এমন পরিস্থিতিতে অধিকাংশ লোক চড়াদামে শস্য বিক্রি করতো।'

'কারো দুরবস্থার সুযোগ নেয়া আমাদের স্বভাব নয়।'

'বিনিময়ে কিছু চাই?'

'নাহ। তবে আমার ছেলেমেয়ের নামে প্রশংসাপত্র লিখে দিতে পারেন—কাজে আসবে। বোঝেনই তো, অচেনা জায়গায় বন্ধু

ছাড়া কিছু করা মুশকিল।'

'দেবো। আমার পারিবারিক বাসস্থান বকনলি অ্যাবিতে। বন্ধু-বান্ধবকেও অনুরোধ জানিয়ে লিখবো।'

চেয়ারে হেলান দিলেন তিনি। 'ভবিষ্যতের কথা কেউ বলতে পারে না, আবার তোমার সাহায্য লাগতে পারে আমার।'

'স্বচ্ছন্দে।'

'ধন্যবাদ। ওই এলাকায় কোনো খনির হদিস পেলে একটু জানিও আমাকে। কাতাওবাদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব জোরদার করার ব্যাপারে তুমি সাহায্য করতে পারবে? আমার ধারণা ওরা খুব শক্তি-শালী।'

'লড়ুয়ে হিশেবে এ-দেশে ওদের নাম আছে, স্যার ফ্রানসিস। ওদের অধিকাংশ শত্রু আমাদেরও শত্রু।'

একটু থেমে বললাম, 'বুঝতেই পারছেন, স্যার ফ্রানসিস, হুট করে ইংল্যানড ছাড়তে হয়েছিল আমায়।'

হাত তুলে থামতে ইশারা করলেন তিনি। 'যেতে চাও। আমি বাস্তববাদী মানুষ, ওসমান—কলোনীর স্বার্থই আমার স্বার্থ।' গভর্নর কৌতুহলী দৃষ্টিতে তাকালেন। 'অনেকদিন হলো আছো, না?'

'তা প্রায় বিশ-একুশ বছর।'

'তাহলেই দেখো, সরকারিভাবে এত দিন ধরে কেউ নেই এখানে। টিকতে পারেনি—এতেই তোমার যোগ্যতা প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে।'

দীর্ঘ আলোচনা হলো, কথাচ্ছলে টুকিটাকি অথচ জরুরি কতগুলো বিষয় তুললেন তিনি—মাটি কেমন, কী রকম শিকার মেলে, কোনো খনিজপদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে কি না ইত্যাদি। জানালাম সোনা খুব একটা পাইনি, তবে লোহা, সীসে পেয়েছি। ওগুলো দিয়ে

বন্দুক, গোলাবারুদ প্রস্তুত করেছি।

কেবিনে ফিরে দেখলাম পিম বার্ক আমার প্রতীক্ষায় বসে। এক যেনটু অস্থির দেখাচ্ছে, অথচ এটা ওর স্বভাবের বিপরীত।

'কী ব্যাপার, পিম?'

ঈষৎ লজ্জিত মনে হলো ওকে, বললো 'অ্যালান, আমি···আমি একটা চাকরির অফার পেয়েছি। দোভাষীর কাজ। ব্যবসার সুযোগ আছে। প্রস্তাবটা গ্রহণ করলে কিছু জমি পাবো। অ্যালান, আমার বয়েস বাড়ছে।'

'আমাদের সবারই বাড়ছে, পিম। প্রস্তাবটা তোমার গ্রহণ করা উচিত।'

ভারমুক্ত দেখালো ওকে। 'দল ছাড়তে চাইনি আমি—বিশেষ করে এই দুঃসময়।'

'এতে কিন্তুর কী আছে? আগে জানলে আমি নিজেই বলতাম তোমাকে। রাজি হয়ে যাও, পিম। বরং এখান থেকে আমাদের বেশি উপকার করতে পারবে। তাছাড়া আমিও এ-বার পাহাড় পাড়ি দেবো।'

'বেশ···তোমার যখন আপত্তি নেই।'

ওর কাঁধে হাত রাখলাম। 'পিম, তুমি অনেকদিন আছো আমার সঙ্গে। আমাদের কলোনিতে তুমি জীবনসঙ্গিনী খুঁজে পাবে না—অথচ পাবার অধিকার আছে।'

'স্···সত্যি বলতে কি···'

'দেখা পেয়েছো তাহলে?'

'বিধবা, তবে যুবতী। ওর আর আমার সঞ্চয় মিলিয়ে, বুঝতে

পারছো নিশ্চয়ই …'

'হ্যাঁ। কিন্তু, পিম…?'

ও তাকালো আমার দিকে। 'পান্না? শুধু ওকে বলেছি।' অপরাধীর মতো মাথা চুলকালো পিম।

'আর কাউকে জানিও না, যোগাযোগ রেখো—আমি যেখানেই থাকি, পিম, তুমি আমার বন্ধু।'

হাত মিলিয়ে বিদায় নিলো সে, পাছে ফিরে আসতে হয় এই আশঙ্কায় দ্রুত হাঁটছে।

সে-রাতটা আমার বিনিদ্র কাটলো। পিমের বিদায়ের ঘটনা জানালাম না রেবেকাকে—শুধু শুধু মনে কষ্ট পাবে। পিম চলে গিয়েছে বলে আমার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই—বাস্তবিক আমাদের ওখানে ওর কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

হ্যাঁ, জমি অবশ্যি আছে। কিন্তু নিঃসঙ্গতা বড় ভয়াবহ, যৌবনে এর তীব্রতা অনুভূত না হলেও, ভাটিতে জগদ্দলের মতো চেপে বসে।

তবু পান্নার ব্যাপারে ও কিছু উল্লেখ না করলেই খুশি হতাম। অনেকগুলো পেয়েছি…ও একটা, আমি চারটে। রেবেকাকে তিনটে আর ব্রায়ানকে একটা দিয়েছি। জরুরি অবস্থায় কাজে আসবে, ওগুলোর যে-কোনোটা দিয়ে বিশাল জমিদারি কেনা সম্ভব।

পিমের পান্নাটা অত বড় না হলেও আমার কাছে অত্যন্ত উঁচুমানের ঠেকেছে।

পর্বতমালার নিচের অংশে নাকি হীরে পাওয়া যায়, কানাঘুষো শুনেছি—সে-রকম কিছু পাইনি।

বিদায়ের দিন উপস্থিত। জাহাজটার নাম ঈগল। ক্যাপটেন ভদ্র-

লোক একজন ঝানু জাহাজি—সমুদ্রকে চেনে আপন হাতের তালুর মতো। দুবার জাহাজে উঠেছি, মাল্লাদের সবাইকে চটপটে বলে মনে হয়েছে।

খুব ভোরে শয্যাত্যাগ করে বাইরে এলাম। চমৎকার দিন···তবু আমার কাছে ম্লান ঠেকলো।

অল্প কিছুক্ষণ পর রেবেকা যোগ দিলো আমার সাথে, হাঁটতে লাগলো পাশাপাশি। আমরা নীরবে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে রইলাম, পরস্পরের হাত ধরা। অথচ মুখে কোনো ভাষা জোগাচ্ছে না।

আমাদের পুনর্মিলনের ব্যাপারে আগেও আলাপ হয়েছে, যদিও এর সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ। আমার ফেরার উপায় নেই—ওই গ্রেফতারি পরওয়ানা এখনো বলবৎ থাকা বিচিত্র নয়। দ্বিতীয়ত, আমরা দুজনেই জানি, সীমান্তের একটা দশ বছরের মেয়ে রাতারাতি সম্ভ্রান্ত মহিলায় রূপান্তরিত হয় না।

সবশেষে, আলতোভাবে চুমু খেলাম আমরা। ও বললো, 'সাবধানে থেকো, অ্যালান।' ছোট্ট নেলি আমার হাত ধরে রইলো, চোখে জল।

ব্রায়ান প্রশান্তভাবে গ্রহণ করলো সব কিছু। ওর কাছে এমনটাই আশা করেছিলাম। 'বাবা, দেখো আমি তোমার মুখ উজ্জ্বল করবো।'

'তোর জন্যে এখনই আমার গর্ব হয় রে,' গাঢ় স্বরে বললাম। 'তোর মা-বোনকে দেখিস।'

আর ছেলেরা মলিন মুখে দাঁড়িয়ে রইলো। লিলা বায়না ধরলো সেও যাবে।

'জেরেমিকে ফেলে যাবি কী করে,' সান্ত্বনা দিলো রেবেকা। 'ছেলেপুলে আছে—ওদের কথাও ভাবতে হবে।'

'আবার এসো,' রেবু,' আমি বললাম। 'আবার এসো।'

'আমার জন্যে অপেক্ষা করো, অ্যালান। আমি তোমাকে ভালো-বাসি···চিরকাল বাসবো।'

পাড়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, ঠায় অনেকক্ষণ অপস্রিয়মান জাহাজের দিকে চেয়ে থাকার ফলে জ্বালা করছে চোখ। সহসা অন্তস্তল থেকে উপলব্ধি করলাম, আর কোনো দিন দেখতে পাবো না ওদের। দমকা বাতাসে ঘূর্ণি জাগলো নদীতে।

শক্ত মুঠিতে লিলা আমার হাত চেপে ধরলো। 'ভালো থাকবে ওরা। আজ ভোরে একটা স্বপ্ন দেখেছি, ওরা নিরাপদে পৌঁছেছে।'

আমার ব্যাপারে কিছু বললো না সে।

তেইশ

শুটিং ক্রীকের বাসাটি আর আগের মতো নেই। অস্তাচলগামী সূর্য দেখে আমার মন হু-হু করে ওঠে, রোজকার মতো শেষবিকেলের রোদে জলের ওপর ছায়া ফেলে গাছের পাতা, ডানা ঝাপটে পাখিরা ফেরে নীড়ে···কেবল রেবেকাই নেই।

নীলগিরি চুম্বকের মতো টানছে, আমার দৃষ্টি সরে সরে যাচ্ছে পশ্চিমে···

উদ্ধত শিরে নীলাভ শৈলমালা দাঁড়িয়ে, অপার রহস্যময়, অসংখ্য অজানা উপত্যকা রয়েছে ওখানে, অন্ধকার গহ্বর থেকে প্রবাহিত হচ্ছে নদনদী ; এরপর রয়েছে আরো পাহাড়, মালভূমি—এবং থেকে থেকে দূরদিগন্তের হাতছানি।

মেইমনাইডসের বই পড়ছি হঠাৎ নিঃশব্দে ঘরে ঢুকলো জুবাল।

'বাবা ? গাঁয়ে জোররটনা। ওরা নাকি আবার তোমাকে হামলা করতে আসছে।'

'তুই ভেবেছিলি আসবে না ?'

'তুমি ওদের কাছে একটা চ্যালেনজ, বাবা। কতটা—তুমি নিজেও জানো না। ওদের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা বহুবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে তুমি একটা কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছো। কারো কারো ধারণা তুমি অজেয় অমর। আবার অনেকে মনে করে যেভাবেই হোক মারতে হবে তোমাকে—এটা এখন ওদের আত্মসম্মানের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিগগিরই আসবে ওরা—বোধ হয় আজ রাতেই।'

আপনমনে মাথা দোলালো জুবাল, তারপর আচমকা জিজ্ঞেস করলো, 'বাবা, আমি অন্যদের মতো হইনি বলে তুমি ক্ষুব্ধ নও তো ?'

'পাগল ছেলে, কী আবোলতাবোল বকছিস।'

'লোকের ভিড় আমার ভালো লাগে না, বাবা। আমার পছন্দ বুনো নির্জন জায়গা। দূরদেশে যেতে ভালো লাগে। গাছপালা, নদী, বন্য জীবজন্তু এরাই আমার বন্ধু। আসলে আমিও বোধ হয় ওদের

মতো···নিজেও একটা বুনো জীব।'

'আমারও ভালো লাগে, জুবাল। বলতে পারিস, তোর মতোই। এখন যখন তোর মা নেই, আমি বেরিয়ে পড়তে পারবো।'

নিশ্চুপ বসে রইলাম আমরা। ফায়ারপ্লেসে সশব্দে লাকড়ি পুড়ছে। বইটা বন্ধ করলাম। জুবালের মুখে অগ্নিশিখার আভা দেয়ালে ছায়া পড়েছে তার। পাথুরে মেঝে আর দেয়ালে-টাঙানো ভালুকের ছালের ওপর আমার দৃষ্টি অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওই ভালুকটা আমি রোডোডেনড্রন ঝোপের ধারে মেরেছিলাম।

'একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত,' নীরবতা ভঙ্গ করলাম, 'আমার শরীরে ঘুণ ধরতে দেরি আছে। বসন্তে ফসল ঘরে তুলে আবার বেরিয়ে পড়বো। মরার আগে তোর ওই পশ্চিমের দেশটা দেখে যেতে চাই।'

'ও-দিকে বহুদূর অবধি গিয়েছি,' বললো জুবাল। 'পৃথিবীর বৃহত্তম নদীটা ওখানে দক্ষিণে গিয়ে সাগরে মিশেছে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে জাগে ঘোড়ায় চেপে চলতে শুরু করি, ওই নদীর মতো অনন্তকাল ধরে।

'ওই প্রান্তরে যেখানে মোষ চরে, তার শেষে আরো পাহাড় আছে—অন্তত ইনডিয়ানরা তাই বলে। ওগুলোর চুড়ো তুষারধবল। আমি গেছি, তবে অত দূরে নয়।

'ইনডিয়ানরা সেখানে মোষের চামড়ার তাঁবুতে বাস করে। ওদের সঙ্গে লড়েছি, শিকার করেছি, ঘুমিয়েছি ওদের তাঁবুতে। আমার বিশ্বাস, ওই জীবনে সুখ খুঁজে পাবো। দক্ষিণের ইনডিয়ানদের ঘোড়া আছে, মেকসিকোর বাথানগুলো থেকে নিয়ে এসেছে।'

'উত্তরের ওদের ঘোড়া নেই ?' জিজ্ঞেস করলাম।

'এখন নেই, তবে জোগাড় করবে। জানো, বাবা, একজন ইনডিয়ান যখন ঘোড়ায় চড়ে, তার হাবভাবই বদলে যায়। আমি নিজের চোখে দেখেছি। কোম্যানচ আর কিওয়াদের ঘোড়া আছে। পশ্চিমের সমভূমিতে কিওয়াদের আনাগোনা শুরু হয়েছে হালে, এর আগে ওরা দূরপশ্চিমের পাহাড়ে থাকতো।

'ইউরোপ আর এশিয়ার লোকজন সম্পর্কে আমাদের তুমি যা বলেছো, আমেরিকার ইনডিয়ানরাও তেমনি। একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, বাসোপযোগী নতুন কোনো জায়গা দেখলেই দখল করার চেষ্টা করে—হত্যা করে সেখানকার আদিবাসীদের।'

'দুনিয়ার সবখানেই মানুষ প্রায় একরকম, জুবাল। আমরা অতি-ভালো নই, আবার খারাপও নই···ওরাও তাই। ইংল্যানডের আদি-বাসিন্দা ছিলো পিকটস, তারপর এলো কেলট, এবং তারও বহু পরে অ্যাংলো, স্যাকসন, আর ডেন। ওরা যখন মিলেমিশে গুছিয়ে বসলো, নরম্যানরা এসে জয় করে নিলো সব কিছু। রাতারাতি রাজা হয়ে গেল প্রজা। অনাদিকাল থেকে এই চলে আসছে: বিজয়ী বিজিতের মালিক হয়।

'ইনডিয়ানদের ক্ষেত্রেও তাই ঘটছে। মেকসিকোর অ্যাযটেকরা ছিলো বর্বর, ওদের চেয়ে প্রাচীন আর সভ্য একটা জাতিকে ওরা পরাজিত করে, এবং তারপর রোমানদের মতো বিজয়দর্পে চার-পাশের সব কিছু দখল করতে নেয়।

'কর্টেয অল্পতে প্রচুর বন্ধু পেয়েছিলেন কারণ ইনডিয়ানদের অনেকেই মেকসিকোর অ্যাযটেকদের ঘৃণা করে।'

'পেরুতেও সেই এক অবস্থা। আমরা যাদের ইনকা বলি, হঠাৎ তারা একদিন এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে—এটাও সম্ভব হয়েছিল দেশজয়ের মাধ্যমে। তবে কেবলমাত্র মানুষের বেলায় যে এমনটা ঘটে, তা নয়। উদ্ভিদের মাঝেও এ-স্বভাব দেখা যায়। উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হওয়ামাত্তর নতুন ধরনের লতাগুল্ম এসে দখল করে নেয় জায়গা।'

এইভাবে চলতে লাগলো আমাদের আলাপ; খেয়াল নেই লাকড়ি পুড়ে কমে আসছে আগুন, কফি জুড়িয়ে গিয়েছে। এই প্রথম এত কথা বলছে জুবাল। ওর ভরাট স্বর গমগম করছে ঘরে। একসময় উঠে পড়লো সে, বিদায়ের প্রাক্কালে বললো, 'বাবা, সজাগ থাকার চেষ্টা করো। ওঝার নির্দেশ পেলেই ইনডিয়ানরা হামলা চালাবে। ঘুম বেশি গাঢ় হলে আর হয়তো ভাঙবে না।'

ঘর ছাড়লো জুবাল, ভয়ঙ্কর শীতেও ভেতরে শোয়ার অভ্যেস নেই ওর। বিন থেকে লাকড়ি নিয়ে আগুনটা উসকে দিলাম, লাকড়িগুলো ভালোমত ধরে উঠলে বাইরে এসে জেরেমির কেবিনের উদ্দেশে রওনা হলাম।

লিলা ময়দা মাখছে। জেরেমি তাঁত বুনছে, গুরুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে ব্যারি ম্যাগিল।

'বসো,' বললো লিলা। জেরেমির সঙ্গে বিয়ের পর থেকে ও আমাকে তুমি করে ডাকছে; আমিই বলেছি, এখন আর ও আমাদের পরিচারিকাটি নয়—আমার বন্ধু, জেরেমির স্ত্রী। 'চুলোয় কেতলি আছে। স্যাসাফ্র্যাস চা, ইচ্ছে করলে খেতে পারো।'

'খাবো।' জেরেমির দিকে ফিরলাম, 'জুবাল এসেছিল। উত্তরের ইনডিয়ানরা নাকি একজোট হচ্ছে, আবার আক্রমণ করবে…

সম্ভবত আজ রাতে।'

'তাহলে দুজন করে পাহারায় থাকুক। প্রথম পালায় ব্যারি আর বিল।'

'আচ্ছা। এরপর সাকিম আর কেন। শেষ-রাত্তির জাগবো আমরা —তুমি আর আমি।'

'সাধারণত ওই সময় আক্রমণ করে ওরা। জানো, অ্যালান, এই কিছুক্ষণ আগেও বারবার পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ছিল আমার। সেই জাহাজির বউকে মনে আছে, আমাদের ঘর দিয়েছিল যে? ম্যাগ?'

'আছে। অ্যাদ্দিনে হয়তো ওর স্বামী ফিরে এসেছে, বাচ্চাকাচ্চা হয়েছে। ওর অন্তরটা খুব বড় ছিলো।'

'জুবলেনকে দেখতে ইচ্ছে করছে। তলোয়ারে পাকা হাত ছিলো। আমার জানামতে সেরা…তোমাকে বাদ দিয়ে অবশ্যি।'

'তুমিও কোনো অংশে কম যাও না।'

হ্যাঁ…ওই বিদ্যেটা এক-আধটু জানি। ঘোড়াতেও চড়তে পারি। উফ, কদ্দিন হয়ে গেল ঘোড়া দেখিনি।'

'দেখবে, শিগগিরই দেখবে। এক স্প্যানিশের সন্ধান পেয়েছি, নটা ঘোড়া আছে ওর কাছে। বেচে দিতে চায়, পছন্দসই জিনিস পেলে বিনিময় করতেও রাজি। লোকটা দেশে ফিরে যাচ্ছে, নিয়ে যাবার ঝক্কি প্রচুর। কিন আর নেলসনকে দরদাম করতে পাঠিয়েছি।'

চা খেয়ে হাতের কাজগুলো গুছিয়ে একপাশে সরিয়ে রাখলো জেরেমি রিং। 'জন কুইলের বাসায় যাচ্ছি। মনে হয় না আসতে রাজি হবে, তবু বলে দেখি। তিনটে কেবিন তৈরি করেছে ও, দুটো পুড়িয়ে দিয়েছে ইনডিয়ানরা, তিন তিনবার ওর গোলা জ্বালিয়ে

দিয়েছে। তাই প্রতিজ্ঞা করেছে, আবার হামলা হলে মোকাবেলা করবে—এতে যদি ওর প্রাণ যায়, যাক।'

বিল হাডসনকে সাবধান করতে গেলাম আমি। আগেভাগে শুয়ে পড়েছিল, আমার ডাকে ঘুম থেকে উঠে প্রস্তুত হয়ে নিলো। সাকিম ওর পেছন পেছন দেয়ালে উঠলো। ব্যারি না আসা পর্যন্ত পাহারা দেবে।

শীত শীত রাত। আকাশে তারা আছে, কিন্তু মেঘ জমছে ধীরে ধীরে। অচিরে চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে যাবে।

কেন ও'হারার কেবিনটা তার জমির প্রান্তে অবস্থিত। বউসহ চলে এলো সে। কেন ইদানীং তামাক ধরেছে। ওয়াগাসু শিখিয়েছে, এখনো অধিকাংশ সময় সে আমাদের সঙ্গেই কাটায়।

এ-রকম একটা মুহূর্তে রেবেকা নেই, ভাবতেই কেমন যেন অবাক লাগছে।

একটু বেশি বনকনে হাওয়া বইছে পাহাড় থেকে। আজই কি আমার জীবনের শেষ রাত?

'না, এত তাড়াতাড়ি নয়,' সশব্দে বললাম, চমকে উঠে আমার দিকে তাকালো কেন ও'হারা।

'ভয় তাড়াচ্ছি,' বললাম।

ওপর-নিচ মাথা দোলালো সে। 'আমিও করি মাঝেমধ্যে—একা হয়ে গেলে।'

তারাগুলো ঢাকা পড়ে গেল মেঘে। থমথমে নিশুতি রাত। আমি শরীরের ভর বদল করলাম, পায়ের তলায় মট করে ডাল ভাঙলো একটা। দমকা বাতাসে শিউরে উঠলো বনভূমি। কান খাড়া, এই গাছপালা ঝোপঝাড় আমাদের অতিপরিচিত—নাড়ির যোগ রয়েছে।

জঙ্গলে শব্দে শব্দে মিল হয় না কখনো, অভ্যস্ত কান রাতের বেলায় সহজে চিনতে পারে সেটা।

বিল আর ব্যারিকে পাহারায় রেখে কেবিনে ফিরে গেলাম। জোড়াখাটে শুয়ে একা একা ভাবতে লাগলাম রেবেকার কথা। বহু স্মৃতি ভিড় করে এলো—মনে পড়লো আমাদের ছেলেপুলে আসার সময় কীরকম ভয় পেয়েছিলাম, বিশেষ করে দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে।

কেন এমন হয়েছিল আজো জানি না, তবে সে-রাতে সহসা ভীষণ নিঃসঙ্গ বোধ করেছিলাম, অন্তর থেকে চাইছিলাম কেউ একজন আমার কাছে থাকুক। রেবেকা তখন লিলার কেবিনে, আঁতুড়ে শুয়ে ছটফট করছে।

ভয়ঙ্কর নৈঃসঙ্গ্য গ্রাস করেছিল আমায়, ওর কষ্টলাঘবে কিছু করতে না পেরে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম—অথচ করার দায়িত্ব ছিলো। জন কুইল হরিণের মাংস নিয়ে এসেছিল, গল্পেগুজবে বহুক্ষণ আটকে রেখেছিলাম ওকে।

আমার শঙ্কার কোনো কারণ ছিলো না, নির্বিঘ্নে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল শিশুটি।

কখন জানি তন্দ্রা এসে গিয়েছিল, কাঁধে সাকিমের হাতের ছোঁয়া পেয়ে জেগে গেলাম। 'সময় হয়েছে।'

'ওদের কোনো আভাস পেয়েছো?'

'বোধ হয়···শব্দে তারতম্য ঘটেছে···তবে খুউব সামান্য। এসো। কফি বানিয়েছি।'

আমাদের খাবার টেবিলটা ধবধবে শাদা। রেবেকার অবদান, ও চলে যাবার পর থেকে আমি নোংরা লাগতে দেইনি। দরজার বাইরে একটা বেনচি আছে, খাওয়াদাওয়া ওখানেই সারি—টেবিলটা

ব্যবহার করি কেবল লেখাপড়ার সময়।

সাকিম কাপ ভরে দিলো। 'আমরা এক সাথে থাকায় ভালোই হয়েছে, দোস্ত। তোমাকে মন্তে আর মাইমনাইডসের বই পড়তে দেখেছি। ইচ্ছে আছে খলদুন···ইবন্ খলদুনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো। ওঁর "মুকাদ্দমা" বইটা তোমার পড়া উচিত। আমাদের দার্শনিকদের মধ্যে ওঁর স্থান শীর্ষে। অত্যন্ত বাস্তববাদী মানুষ··· তোমার মতো।'

'আমি? বাস্তববাদী? তবে তো হয়েছিল। থেকে থেকে আমার মাঝে পাগলামি জেগে ওঠে, সাকিম—কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করি।'

'কফিটা খেয়ে নাও। ভুট্টার রুটি আছে। তুমি না খেলে লিলা দুঃখ পাবে।'

'লিলাকে তাহলে তুমি চেনোনি, সাকিম। ও দুঃখ পাবার মতো মেয়ে নয়। প্রয়োজনটাই ওর কাছে বড়। বহুদিন আগে একটা জিনিস আমি টের পেয়েছি, আমাদের লিলাও তার নিজস্ব গণ্ডিতে একজন দার্শনিক।'

'ভালো···এখন জেরেমি সেটা বুঝলেই হয়। এসো, বাজে বকে সময়টা নষ্ট না করে, রুটিগুলো বরং খেয়ে নেই—কাজে দেবে।

সাকিম তার কাপ নামিয়ে রাখলো। 'খাওয়ার ব্যাপারে খলদুন অত্যন্ত মূল্যবান কথা বলেছেন। তাঁর মতে, পেটুকের চেয়ে স্বল্পাহারী ব্যক্তির সাহস আর বুদ্ধি বেশি।

'অথচ আমাদের ধারণা মোটা লোক মানেই জ্ঞানী। রোগাদের আমরা করুণা করি। কিন্তু কৃশকায় যোগিপুরুষ যত সহজে নতুন ধর্ম প্রচার করতে পারবেন, একজন স্থূলদেহী নবীর পক্ষে তা কখনোই সম্ভব হবে না।

'নবী পাহাড় কিংবা মরুভূমি থেকে আবির্ভূত হন—খাবার টেবিল থেকে উঠে আসেন না।

'তাঁর গলার স্বরটিও হওয়া চাই দরাজ, তবে তেমন মার্জিত নয়। মার্জিত কণ্ঠস্বরের অধিকারীকে আমরা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই সন্দেহ করি। তাই তাঁর কণ্ঠে কিছুটা রুক্ষতা থাকা দরকার।'

'আমাদের এখন পাহারায় যাওয়া উচিত,' ঈষৎ চড়া সুরে বললাম। 'এখানে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে। ভালো না লাগলে বই বন্ধ করা সম্ভব, কিন্তু মানুষের মুখ আটকাই কী করে।'

'চলো। খামোকা উলুবনে মুক্তো ছড়ালাম।' কৃত্রিম কোপের সুরে বললো সাকিম।

মই বেয়ে অন্ধকার কারনিসে উঠলাম, প্রতিটা ধাপ কষ্ট করে খুঁজতে হলো। কেন ও'হারা পাশে এসে দাঁড়ালো। 'কিসসু নেই, শুধু ঝিঁঝির গুঞ্জন থেমে গেছে।'

যাবার আগে বললো, 'দরকার হলে চেঁচিয়ে ডেকো, গুলি ছুঁড়ো একবার। আমি ঘুমুবো না, টেবিলে মাথা রেখে একটু জিরিয়ে নেবো কেবল।'

'আমি থাকছি,' বললো সাকিম। 'দেখো, এই সুযোগ যেন আবার সব রুটি সাবড়ে দিও না।'

বেড়ার খুঁটিগুলো লম্বায় অসমান। অন্ধকারে হামলাকারীরা যাতে পাহারাদারকে চিনতে না পারে, তাই ইচ্ছে করেই এটা করা হয়েছে। খুঁটিগুলো পনেরো-ষোলোফুটের মতো দীর্ঘ। মাটি থেকে দশফুট উঁচুতে দেয়াল-জোড়া কারনিস। ওপরে ওঠার দুটো মই। দুপাশের দুই ব্লকহাউস থেকে প্রয়োজনে পাহারাদারেরা চারদিকে গুলি ছুঁড়তে পারে। আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে সচেষ্ট।

দ্বিতীয় ব্লকহাউসটা তার নমুনা।

জেরেমি বাড়তি বন্দুকগুলোতে টোটা পুরে রাখছে।

একটা তারাও আর দেখা যাচ্ছে না এখন। বাতাসের বেগ বাড়ছে, এর ফলে কোনো সন্দেহজনক গতিবিধি আঁচ করা মুশকিল হবে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, তবে দেরিতে হলেও চোখে সয়ে গিয়েছে। আমার জানামতে ইনডিয়ানরা এ-যাবৎ এ রকম সুরক্ষিত স্থান দখল করতে পারেনি। তবু সাবধানের মার নেই, অতিআত্মবিশ্বাস বিপদ ডেকে আনে—ওদের সম্ভাব্য পরিকল্পনা অনুমানের চেষ্টা করলাম।

ইতিপূর্বে অসংখ্যবার এই কেল্লা দখলের ব্যর্থ চেষ্টা করেছে ওরা। আবারো যদি হামলা চালায়, বুঝতে হবে নিজেদের সাফল্য সম্পর্কে ওরা নিশ্চিত।

নিচে একটা কিছু আঘাত করলো বেড়ায়…

খানিক দূরে আরেকটা কী যেন পড়লো, সাপের মতো এঁকেবেঁকে অদৃশ্য হলো দেয়ালের ও-পাশে।

না, পুরোপুরি চলে যায়নি; ওটা একটা গিঁট-বাঁধা দড়ি, দুটো খুঁটির মধ্যবর্তী ফাঁকে আটকে গিয়েছে গিঁটটা। মুহূর্তে বাইরের দেয়ালের গায়ে মোকাসিনের খসখস-আওয়াজ পেলাম, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা মুখ উঁকি দিলো।

আমাকে আদৌ দেখতে পায়নি লোকটা, ভালোমত দেখার জন্যে মাথা সামনে বাড়িয়ে দেয়ায় আমার ঘুসির পূর্ণ তেজ মুখ পেতে নিলো এবং ধপাস করে মাটিতে পড়লো।

'দড়ি!' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। 'ওরা দড়ি বেয়ে উঠছে!'

বন্দুক ঘুরিয়ে বিশফুট দূরে আরেকটা মাথা লক্ষ্য করে গুলি চালালাম, অন্ধকারে অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে লোকটাকে।

এরপর শুরু হলো হাতাহাতি, মরণপণ লড়াই। তিনটে সেনেকা, অন্তত তাই মনে হচ্ছে ওদের দেখে, দেয়াল টপকে এ-পারে চলে এলো। মাটি ছোঁয়ামাত্র একটাকে গুলি করে মারলাম, আরেকজন তলোয়ারের আঘাতে অক্কা পেলো।

দৃষ্টিসীমার বাইরে কী হচ্ছে জানি না। ও-সব চিন্তার সময় এটা নয়। অদূরে এক বিশালদেহী ইনডিয়ান দেয়াল টপকে নামলো কারনিসে। এই স্বল্প আলোতেও পেশীবহুল স্বাস্থ্যের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। চকিতে গোড়ালিতে ভর দিয়ে ঘুরেই ছোরা হাতে তেড়ে এলো।

বন্দুকটা খালি হয়ে যাওয়ায় ওটা নামিয়ে রেখেছিলাম। পিস্তল বের করবার অবকাশও পেলাম না, ছোরাটা নিচু করে ধরে বিদ্যুৎ-গতিতে এসে পড়লো সে। হাত দিয়ে ঝটকা মেরে ছোরা-ধরা কবজিটা বডিলাইন থেকে সরিয়ে দিলাম, পরমুহূর্তে চেপে ধরলাম কবজি, কোনাকুনিভাবে একটা পা রাখলাম ওর সামনে, তারপর কারনিসের ওপর আছড়ে ফেললাম।

বেশ জোরে আছাড় খেলো লোকটা, কিন্তু ডিগবাজি দিয়ে উঠে পড়লো, আরো সতর্কভাবে এগিয়ে এলো এ-বার। পিস্তল বের করবার সুযোগ ছিলো, ওর কাছে এই অস্ত্র না থাকায় ছোরা বের করলাম। এই ভারতীয় ছোরাটা বহুকাল আগে বাবা দিয়েছিলেন আমাকে। ইনডিয়ানটা খোঁচা দিলো, বাউলি কেটে সরে গিয়ে পালটা আঘাত করলাম। চাকুবাজির কলাকৌশল সামান্য কিছু জানলেও অসিযুদ্ধ সম্পর্কে ওর কোনো ধারণা নেই—আমার ছোরার অগ্রভাগ ওর কবজি স্পর্শ করলো।

চকিতে পিছিয়ে গেল সে, হাতে রক্ত, পরক্ষণে আমার পা জাপটে

ধরার মতলবে ঝাঁপিয়ে পড়লো। হাঁটু তুললাম, ওর কপালের সাথে সজোরে ঠুকে গেল, কারনিস থেকে পড়ে গেল লোকটা।

ও দশফুট নিচে পড়লো, কিন্তু মাটি ছুঁলো দাঁড়িয়ে। আবার উঠে এলো, আমি তেড়ে গেলাম। ও পিছিয়ে গেল, তবে একটু দেরিতে, ফের মাটিতে ফেলে দিলাম। লড়াই অব্যাহত রাখতে লাফিয়ে নিচে নামলাম ওর থুতনিতে ঘুসি মারলাম।

টলে উঠলো সে। ব্যথা পেয়েছে। আরো দুবার মারলাম। মুষ্টি-যুদ্ধের ব্যাপারে একদম আনাড়ি, জীবনে এই প্রথম এর মুখোমুখি হয়েছে। আরেক দফা আঘাত করতেই ধুলোয় লুটিয়ে পড়লো। ওর গলার মালায় চেপে ধরে টেনে তুললাম কারনিসে, ধাককা মেরে ফেলে দিলাম বাইরে।

প্রচণ্ড বেগে আছড়ে পড়লো, ভাবলাম শেষ হয়ে গিয়েছে। পরিত্যক্ত ছোরাটা পড়ে আছে মাটিতে।

ওদিকে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে, ওকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। উঠে দাঁড়িয়েছে, পালিয়ে যাচ্ছে দৌড়ে। ছোরাটা কুড়িয়ে নিয়ে ওর দিকে ছুঁড়ে দিলাম। নিয়ে যাও,' বললাম চেঁচিয়ে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে বল লোফার মতো করে শূন্যেই ওটা ধরলো সে। "আবার আসবো আমি!' বলেই হাওয়া হলো।

একমুহূর্ত জড়ভরতের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম আমি, ফ্যালফ্যাল করে ওর গমনপথের দিকে চেয়ে রইলাম। লোকটা ইংরেজিতে কথা বলেছে!

'দাঁড়াও।' চিৎকার করে উঠলাম, কিন্তু ততক্ষণে ও বহুদূরে চলে গিয়েছে।

আমার চিৎকার লড়াইয়ের সমাপ্তি ঘোষণা করলো, শিথিল পায়ে পুরো দেয়াল প্রদক্ষিণ শুরু করলাম। সাকিমের বাহুতে তীর বিঁধেছে, মারাত্মকভাবে ছুরিকাহত হয়েছে বিল হাডসন। জেরেমি কোনো চোট পায়নি, শুধু আমার তিন জায়গায় কেটে গিয়েছে—পরিচর্যা না করলে ভোগান্তি হবে।

সম্ভবত ওদের তিনজন নিহত হয়েছে, দেহগুলো সরিয়ে নেয়ায় নিশ্চিত হতে পারলাম না।

আমাদের প্রচেষ্টায় যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়নি। লড়াইয়ের সঙ্কটতম মুহূর্তে কিন, নেলসন, আর ওয়াগাস্থর নেতৃত্বে বারোজন কাতাওবা এসে পড়ায় হানাদারদের মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে।

তবে সব চেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার, কিন আর নেলসন ঘোড়ায় চড়ে এসেছে।

পঁচিশ

কীভাবে বছর গড়িয়ে যায়। রাতগুলো কাটে একলা।

শেষ-পর্যন্ত পশ্চিমে যাচ্ছি, স্বপ্নের নীলগিরির দেশে। কত, অজস্রবার যে ওই ধোঁয়াটে শৈলমালার পানে তৃষাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়েছি তার ইয়ত্তা নেই।

স্বল্পকালের জন্যে হলেও ফিরে এসেছে পিম বার্ক। ওর গুণবতী প্রেমিকাটি কার্যত অসাধু বলে প্রমাণিত হয়েছে। পান্না আর যা কিছু সোনাদানা ছিলো হাতিয়ে ইংল্যানডগামী জাহাজে চেপে চম্পট দিয়েছে। এবং ভবিষ্যতে ফিরে আসবে, সে-আশা ক্ষীণ।

তবু ও যে ফিরে এসেছে তাতেই আমি খুশি। বেশি দিন থাকবে না, উপকূলবর্তী নয়া শহরগুলোর একটায় গিয়ে সরাইখানা খুলবে। এই ব্যবসায় পিম উন্নতি করবে, আমি নিশ্চিত।

ক্লেইম ফাইল করতে জন কুইল এখন উইলিয়মসবার্গে অবস্থান করছে। এখানকার এবং চোয়ান নদীর ধারে আরেকটা জমির ব্যাপারে কথাবার্তা বলেছে। জেরেমিকেও দলে টেনেছে সে।

কিন আর নেলসন ইনডিয়ানদের ব্যবহৃত একটা শতাব্দী-প্রাচীন ট্রেইল ধরে দূরবর্তী পার্বত্যাঞ্চলে গিয়েছে। শিগগিরিই ওদের সঙ্গে মিলিত হবো, ওটাই আমার গন্তব্য।

গেল দুবছরে জুবালের দেখা পাইনি। দ্য সোতোর মহানদী পেরিয়ে দূরপশ্চিমের দিগন্তবিসারী সমভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কল্পনার রৌদ্র-স্নাত পশ্চিমের পাহাড়ে না পৌঁছুনো অবধি ওর চলা থামবে বলে মনে হয় না। এই মনোভাবটি বেশ বুঝতে পারি, আমি নিজেও আমার স্বপ্নকে সার্থক করতে সচেষ্ট। বস্তুত প্রতিটি প্রজন্মেই এটা ঘটবে, তারাও ডিঙোবে পাহাড়ের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা।

ওদের কবর দেখে ট্রেইল চিনবে লোকে, রক্তে ঘাস হয়ে উঠবে সতেজ, এবং কেউ কেউ শেষ-অবধি জয়ী হবে—গড়ে তুলবে নতুন সভ্যতা…

লনডনের ইনস অব কোর্টে আইন পড়ছে ব্রায়ান। সবাই ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। নেলিও এখন পূর্ণাঙ্গ যুবতী, একজন ইংরেজ মহি-

লার সমস্ত গুণ প্রস্ফুটিত হয়েছে ওর ভেতর—দক্ষ ঘোড়সওয়ার, ভালো নাচতে পারে। আমাদের নীলগিরির কথা কি একবারও মনে পড়ে ওর? কিংবা ওর স্মৃতিকাতর বাবার কথা? উইলিয়মের মৃত্যুর পর হাওড়ের জমিগুলো ও পাবে।

চিঠিপত্রে আমাদের যোগাযোগ হয়, পিটার টালিসের সঙ্গে ভালোই চলছে আমার ব্যবসাটা।

সাকিম, যে একাধারে আমাদের গুরু, আমাদের চিকিৎসক, আমাদের বন্ধু অবশেষে সেও বিদায় নিয়েছে—ওর দেশ থেকে খবর এসেছিল, কী জানি না।

আমি, অ্যালান ওসমান আজ আর তরুণ যুবকটি নই—অবশ্যি তাই বলে বুড়িয়ে যাইনি পুরোপুরি। এ-যাত্রায় বিল হাডসন আমার সঙ্গী। হাওড়ের বন্ধু এখন চুড়োয়, বাতাসের রাজ্যে উঠছে। একটা সুখবর, লিলাকে এই দুর্গতি পোয়াতে হবে না, জেরেমি কেল্লায় থাকছে, জীবনে এই একটিবার আমার কথা রেখেছে সে।

উপত্যকা থেকে উঠে আসছে ছায়া, গুটিগুটি পায়ে আরেকটা রাত নামছে। সারাদিন একটা গবাদি পশুর ট্রেইল অনুসরণ করেছি আমরা। ওদের এই একটা মস্ত গুণ: অনায়াসে সহজতম রাস্তা খুঁজে বের করতে পারে।

শ্যনীরা এ-জায়গাটাকে লড়াইয়ের মাঠ হিশেবে জানে। কোনো ইনডিয়ান আজকাল থাকে না এখানে, যদিও শিকার করতে আসে। তবে প্রাচীনামলে যে বসতি ছিলো সেটা পাথরের দেয়াল, বাড়িঘর দেখে বোঝা যায়। এমনি একটা প্রাচীন দুর্গে বিল একটা রোমান মুদ্রা কুড়িয়ে পেয়েছে।

অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে, না? আমি শুধু বলেছি ও একটা

মুদ্রা পেয়েছে, কেউ হারিয়ে ফেলেছিল। লোকটা রোমান ছিলো, এমন দাবি করছি না। সম্ভবত ওদের সাথে ব্যবসা ছিলো তার। এ-ধারণার পেছনে যুক্তি রয়েছে: পৃথিবীর যে-কোনো দেশই আবিষ্কারের পর দেখা গিয়েছে, অন্যপ্রান্তের মানুষ বহু আগে থেকেই এর কথা জানতো—কারণ সে-কালেও জাহাজ চলাচল করতো সমুদ্রে।

আমরা একা, বিল আর আমি। একটু বাদেই ক্যামপ করবো। কিন্তু আজ রাতে ভীষণ অস্থির বোধ হচ্ছে, চাঁদ থাকলে টানা পথ চলতাম।

গত কয়েকমিনিটে দুবার ফেলে-আসা ট্রেইলের দিকে তাকিয়েছি, কিছু দেখতে পাইনি…নিশ্চয় একটা কিছু আছে ওখানে; ভালুক, ভূত, কিংবা মানুষ—যাই হোক।

আহ্। সামনেই একটা গহ্বর, অনেকটা গুহার মতো। আশপাশে বড় বড় ভাঙা পাথরের চাঁই, বেশ কিছু গাছ, কয়েকটা ঝড়ে উপড়ে গিয়েছে। 'টম? ওখানে ঝরনা থাকলে, আমরা থামবো।'

ও খুঁজে দেখতে গেল, আমি অনড় বসে রইলাম স্যাডলে। আমাদের মাথায় রাত নামছে, ট্রেইল চেনা দায় হয়ে পড়েছে।

বিল অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো। 'অ্যালান, ঝরনা আছে। আদর্শ জায়গা।'

তাই? আদর্শ জায়গা? কথাটার একটা আলাদা তাৎপর্য আছে যেন। কাল ছেলেদের সঙ্গে কৌভে দেখা হবে, ওরা যে ক্র্যাব আপেলের উল্লেখ করেছে, ওখানেই তার বাগান।

ঘোড়া থেকে নেমে জিন খসিয়ে ফেললাম। দড়িতে ঢিল দিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে সুযোগ করে দিলাম ঘাস খাওয়ার। বিল কাঠ

কুড়োচ্ছে, ওর ঘোড়াটাকেও বেঁধে রাখলাম।

উলঙ্গ পাথুরে দেয়াল অগ্নিশিখায় আলোকিত হয়ে উঠেছে। ঝলসানো হরিণের মাংসটা স্বাদু। উবু হয়ে আগুনে আরো কিছু খড়ি গুঁজে দিলাম। বেশ আরামদায়ক উষ্ণতা, বিশ্রামের সুযোগ মেলায় নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলাম মনে মনে—সারা দিনে অনেকটা পথ পাড়ি জমিয়েছি আমরা।

মৌন রাতে গাছের পাতায় বাতাসের ফিসফিস স্পষ্ট শোনাচ্ছে। পাহাড়ের উচ্চতর দিকটা আমাদের পেছনে। ক্র্যাবআপেলের কৌভ নিচে। তারপর দূরবিস্তৃত উপত্যকা, একটা নদীর ধারে গিয়ে শেষ হয়েছে। ওই খরস্রোতা নদীটা, শোনা যায়, সোতোর মহানদীতে গিয়ে মিলিত হয়েছে। ওই নদীর ভাটিতে গিয়েছে জুবাল। আমাকে এর ব্যাপারে বলেছে ও।

বিল একখণ্ড হরিণের মাংস বাড়িয়ে দিলো। 'ইনডিয়ানরা বলে বহুকাল আগে এখানে নাকি শেতাঙ্গরা থাকতো। চিরোকীদের দাবি ওদের তারা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। শ্যনীরাও এই একই কথা বলে। সম্ভবত গোত্রে গোত্রে বিয়েশাদিতে কথাটা ছড়িয়েছে। বা যুদ্ধে এক সঙ্গে শরিক হয়েছিল ওরা।'

পাইন বনে হু হু হাওয়া, চারপাশে গাঢ় আন্ধকার। বাতাসে দপদপ করছে আগুন, আমি লাকড়ি ফেলে দিলাম। শিখার দিকে তাকানো উচিত নয় · চোখে অন্ধকার সইতে প্রচুর সময় নেয়, অথচ ওখানে, আমার ধারণা, কেউ আছে—অপেক্ষা করছে।

কেউ, এবং সম্ভবত, কোনো···কিছু!

আমার পছন্দের জায়গা এটা। বুকভরে নির্মল প্রাণজুড়ানো পাহাড়ী

বাতাস টানলাম। এই খোলামেলা বৈশিষ্ট্যের কারণেই এখানে এসেছি। এ-জায়গা প্রকৃত পুরুষের জন্যে। এখানে পরিণতির দিকে ধাবিত হতে পারবে আমার ছেলেরা, কর্মিমানুষের সাফল্যকে বরণ করতে পারবে।

বাবা আমাকে প্রচুর দিয়েছিলেন, তার সামান্য কিছু এবং বড় হবার জন্যে একটা বিশাল দেশ আমি ওদের দিয়েছি। আর কিছু না হোক, এই দেশের প্রতি ওদের জন্মগত অধিকারটুকু তো রেখে যাচ্ছি…জানি ওই মহানদী, ওই দিগন্তব্যাপী প্রান্তর, ওই রৌদ্রালোকিত পর্বতমালা—এত কিছুর পরেও এই দেশের মানুষের জন্যে একটা অনন্তলোক থাকবে।

অনেকে মারা যাবে…সবাই কি মরে না, আগে বা পরে? তবে কেউ মরবে যুদ্ধে, কেউ কোনো কিছু গড়তে গিয়ে, কিন্তু প্রত্যেকেই যাবার আগে আপনজনদের জন্যে কিছু না কিছু রেখে যাবে পেছনে। এই মাটি বহুকাল ধরে সাহসী পুরুষের প্রতীক্ষায় রয়েছে, জননীর স্নেহভরা আঁচল বিছিয়ে রেখেছে তাদের আশায়। সময়গুলো হয়তো-বা কষ্টে কাটবে, সংশয়ের পীড়নও থাকবে, তবু একটা আশার আলো থাকবে চিরকাল—মানুষের মন জন্ম-জন্মান্তরের পথিক আত্মা, সে কেবলই ধায়, প্রসন্ন আশাবাদের পানে।

আবার নক্ষত্রের দিকে তাকালাম। ওখানে…এমনকি ওখানেও রয়েছে মহাকাল…

আগুনটা ফের খুঁচিয়ে দিলো বিল হাডসন। লাকড়ি গুঁজে দিলো। 'তোমার ধারণা আমাদের পিছু নিয়েছে কেউ?'

'ঘোড়াগুলো কাছে এনে রাখো, বিল। হ্যাঁ, কেউ আছে ওখানে। তাছাড়া আমি তাড়াতাড়ি রওনা দিতে চাই, ছেলেদের সাথে কৌতে

দেখা করতে হবে।'

চারপাশে তাকালো সে। 'তোমার কী মনে হয়, আমরা সফল হবো, অ্যালান ?'

'সন্দেহ হচ্ছে, বিল ?'

ও নিরুত্তর রইলো। সশব্দে লাকড়ি পুড়তে লাগলো। অদূরে কোথাও কাঁদছে বাঁশঝাড়। 'বোধ হয় পারবো না, অ্যালান। শুরু-তেই কেন জানি মনে হয়েছে এটাই আমাদের শেষ-যাত্রা।'

'হাওড়ে সে-রাতের পর থেকে আমরা দীর্ঘ পথ একসঙ্গে পাড়ি দিয়েছি, বিল।'

'হ্যাঁ, ছেলেরাও এখন যথেষ্ট সাবালক হয়ে উঠেছে, আমাদের অভাব বোধ করবে না।' অপ্রতিভভাবে তাকালো সে। 'অ্যালান, একটা কথা বলছি রাগ করো না, মাঝে মাঝে ওদেরকে আমার নিজের ছেলে বলে মনে হয়।'

'আমিও তো তাই চাই, বিল। ওদের কাছে তোমার স্থান বাপের পরেই, ওদের জীবনে তুমি একটা চমৎকার উদাহরণ।'

'উদাহরণ ? আমি ?'

'তুমি একজন সত্যিকারের সাহসী লোক, বিল। যে কোনো কাজে তোমাকে অনায়াসে সঙ্গী করা চলে। প্রতিটা দুঃসময়ে আমার পাশে ছিলে তুমি—কোনো দায়িত্ব অবহেলা করোনি।'

ও ঘোড়া'দুটো আগুনের কাছে নিয়ে এলো, অন্ধকারে ঢালের প্রান্তে গিয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। আচ্ছা, আমার তো ভুলও হয়ে থাকতে পারে ? দেখা যাক···কাল ছেলেদের সাথে মিলিত হবো আমরা।

ঝরনায় গিয়ে আঁজলাভরে সুশীতল পানি পান করলাম। সোজা

হতেই ক্ষীণ শব্দ এলো কানে। বন্দুক উঁচিয়ে একটা পাথর-চাঁইয়ের আড়ালে গা ঢাকা দিলাম। আড়চোখে দেখলাম বিল নেই· · নির্জন জ্বলছে অগ্নিশিখা। সহসা বাঁয়ে একটা ছায়ামূর্তি উঠে দাঁড়ালো, পরক্ষণে বিলের মাসকেট গর্জে উঠলো। থমকে দাঁড়ালো মূর্তিটা, সামনে গড়িয়ে পড়লো···এবং তারপর ওরা ধেয়ে এলো, নীরবে—এবং সংখ্যায় অনেক।

বন্দুকের গুলিতে ধরাশায়ী করলাম একটাকে। প্রায় আমার পায়ের কাছ থেকে একজন যোদ্ধা চকিতে উঠে দাঁড়ালো, পিস্তল ছুঁড়লাম ওর দিকে। বিল লুটিয়ে পড়েছে, বন্দুকটা লাঠির মতো করে বাগিয়ে ওকে রক্ষা করতে ছুটে গেলাম।

একটা তীর বিঁধলো আমার গায়ে। আঘাতটা অনুভব করলাম, তারপর তীব্র ব্যথা।

আমাকে ঘিরে ফেলেছে। হাত থেকে বন্দুক খসে পড়েছে। ছোরা বের করলাম···সেই ভারতীয় ভোজালিটা, আমার বাবাকে দেয়া একজনের উপহার, এবং তাঁর কাছ থেকে আমি পেয়েছি।

সবেগে ওপরে উঠে গেল ওটা, ঢুকে গেল। একটা আর্তরব শুনতে পেলাম, আমার গায়ের ওপর থেকে একজন ইনডিয়ান ঢলে পড়লো। চকিতে সমস্ত শক্তি এক করে অন্ধের মতো এলোপাতাড়ি ছোরা ঘোরাতে লাগলাম। পায়ের আঘাতে জ্বলন্ত লাকড়ি ছিটকে পড়লো ঘাসের ওপর, দাউদাউ আগুন জ্বলে উঠলো।

সামনেই একজন পর্বতপ্রমাণ যোদ্ধা, হাতে উদ্যত লাঠি। ঝট করে ওর গায়ের সাথে সেঁটে গেলাম। পাঁজরে ঢুকিয়ে দিলাম ভোজালিটা। ওর হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল, ছোরাটা বের করবার ফুরসত পেলাম না। বাঁ-হাতে একটা আপারকাট ঝাড়লাম ওর থুতনিতে।

ধূলিশয্যা নিলো সে, ছোরাটা বের করার জন্যে উবু হতেই মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো।

রক্ত ঝরছে, আমি আহত। পড়ে গেলাম, ফের উঠে দাঁড়ালাম। পিস্তলের ট্রিগার টিপলাম, ফাঁকা আওয়াজ হলো। বিলের কাছে এখনো একটা গুলিভরা পিস্তল রয়েছে। তুলে নিলাম ওটা, গুলি করলাম একটাকে, তারপর বাঁট দিয়ে আঘাত করলাম আরেকজনের মাথায়। আবার পড়ে গেলাম। একজন ইনডিয়ান বর্শা চালালো, কাত হয়ে আক্রমণ এড়িয়ে গেলাম, উঠে পড়লাম ওটা ধরে। বৃত্তাকারে পিছিয়ে গেল ওরা, সরাসরি আমার পানে তাকিয়ে আছে, কম্পিত দেহে ওদের সামনে আমি বর্শাহাতে দাঁড়িয়ে।

ফের হামলা চালাবে ওরা। নিচু হয়ে গানপাউডারের কৌটোটা তুলে নিয়ে ছিপি খুলে ছুঁড়ে দিলাম আগুনে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হলো, আগুনের ফুলকি ছুটলো, সভয়ে পিছিয়ে গেল ইনডিয়ানরা।

ভেবেছিলাম বিল নিহত হয়েছে, হঠাৎ উঠে এলো সে। কয়েক-মিনিট আমরা পরস্পর পিঠ দিয়ে দাঁড়ালাম। আমি আমার ভোজালি কুড়িয়ে নিলাম, লড়তে লড়তে পিছিয়ে যেতে লাগলাম গুহামুখের দিকে।

'অ্যালা…আমি…আ…'

আবার পড়ে গেল সে, ওর কাটল্যাসখানা ধরে ফেললাম। দু এক মিনিট ওটার সাহায্যে ঠেকিয়ে রাখলাম ওদের, কিন্তু আমি দুর্বল হয়ে পড়ছি।

দরদর রক্ত ঝরছে…আহত হয়েছি।

সহসা, লুটিয়ে পড়লাম। বুকে একটা নিক্ষিপ্ত বর্শা বেঁধা। নড়তে চেষ্টা করলাম, পারলাম না।

ভোজালিটা বাগিয়ে ধরলাম। 'আয়! এখনো তোদের আরেক-টাকে শেষ করতে পারবো।'

ওরা তাকালো আমার দিকে, ধীরে ধীরে পিছিয়ে গেল। উপলব্ধি করলাম মারা যাচ্ছি।

এবং ওরাও সেটা বুঝতে পেরেছে।

হঠাৎ ওদের একজন হাঁটু মুড়ে বসে মৃত্যুগাথা গাইতে শুরু করলো।

আমার মৃত্যুগাথা। আমার সম্মানে গাইছে।

অগ্রভাগে ধরে ভোজালিটা বাড়িয়ে ধরলাম ওর দিকে। 'ধ·· ন্যবাদ,' বললাম।

অথবা মনে হলো বলেছি।

'রেব? রেবু? আমি···আ···'

ধুলোর ওপর আমার আঙুল সচল হলো·· কাঁপছে।

কিন···নেলসন···বাবা সোনারা এবং নেলি। আমার মতো ওরা কি পথের সন্ধান পেয়েছে? জানে, কীভাবে যেতে হবে?

এ-কাহিনী জানাতে কে বেঁচে থাকবে—আমাদের কাহিনী?

ধুলোয় আমার আঙুল লিখে চললো। তাকালাম, দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে এসেছে।

আমি লিখেছি: তোমাদের জন্যে রইলো ভাবীকাল···

মারা গিয়েছি, তবে প্রাণবায়ু পুরোপুরি বেরিয়ে যায়নি, অনুভব করছি ইনডিয়ানটা আমার ওপর ঝুঁকে আছে, অসীম মমতায় কম্বল দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে শরীর।

মোকাসিনের ক্ষীণ শব্দ আসছে, ফিরে যাচ্ছে ওরা···

সেই নিঃসঙ্গ নির্জন ব্রাহ্মমুহূর্তের বাতাস কম্বলের একটা কোনা নাড়িয়ে দিয়ে গেল। হ্রেষাধ্বনি করলো একটা ঘোড়া··এরপর

বহুক্ষণ আর কোনো সাড়াশব্দ নেই।

সেনেকাদের আস্তানায় নীরবতা বিরাজ করছে। বৃদ্ধ সর্দারের অন্ধকারাচ্ছন্ন কুটিরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে চারজন যোদ্ধা।

অনেকক্ষণ বুকে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর একজন বললো, 'ও নেই।'

'চুল এনেছো?'

'মোট বারোজন ছিলাম আমরা। চারজন ফিরে এসেছি। আনিনি চুল…।'

আরেকজন মুখ খুললো। 'ওদের আমরা কম্বল দিয়ে ঢেকে দিয়েছি—ছিলো সাহসী।'

'দুর্বার।' কিছুক্ষণ পর আবার বললো বৃদ্ধ, 'তোমরা ভালো কাজ দেখিয়েছো।'

ওরা যখন কুটির ছেড়ে গেল, বৃদ্ধ একমুঠো তামাক তুলে নিয়ে আগুনে ফেলে দিলো।

তারপর ভারাক্রান্ত গলায় বললো, 'এখন আমাদের তরুণদের শক্তি পরীক্ষা করতে ওদের আর কে রইলো? কে?'